

দ্বিতীয় দফায় ১১৯ ভারতীয়কে ফেরত পাঠালো যুক্তরাষ্ট্র

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কঠোর অভিবাসনবিরোধী গণ ডিপোর্টেশনের অংশ হিসেবে দ্বিতীয় দফায় ১১৯

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে বরখাস্ত প্রায় ১০ হাজার ফেডারেল কর্মী

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তাঁর সবচেয়ে ক্ষমতাবান উপদেষ্টা ইলন মাস্কের নেতৃত্বে আমেরিকার আমলাতন্ত্র ঢেলে সাজানোর কাজ চলছে। এর অংশ হিসেবে ৯ হাজার ৫০০-এরও বেশি ফেডারেল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে এরই মধ্যে বরখাস্ত করা হয়েছে। এই কর্মীরা ফেডারেল ভূমি ব্যবস্থাপনা, সামরিক ভেটেরানদের দেখাশোনা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। এই বরখাস্তের তালিকায় মূলত সেসব কর্মীই রয়েছেন, যাদের চাকরির বয়স বড়জোর এক বছর হয়েছে বা যাদের চাকরির সুরক্ষা কম।
বার্তা সংস্থা রয়টার্স এবং অন্যান্য গণমাধ্যমের ভাষ্য অনুযায়ী, এই বরখাস্তের পাশাপাশি প্রায় ৭৫ হাজার

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

The Weekly **Bangla Patrika**

বাংলা পত্রিকা

পথচলায় ২৯ বছর

www.banglapatrikausa.com ■ Vol. 29 ॥ Issue 22 / February 17, 2025, USA. Free in NY, Other State $1

বর্ষ ২৯ ॥ সংখ্যা ২২ ॥ সোমবার ফাল্গুন ০৪, ১৪৩১ ॥ শাবান ১৭, ১৪৪৬ ॥

বিপাকে নিউইয়র্কে থাকা বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: অভিবাসী বিরোধী অভিযান ও কঠোর নীতির কারণে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সহ বিভিন্ন স্টেটের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা চরম দু:শ্চিন্তা ও বিপাকে পড়েছেন। অনেক শিক্ষার্থী কর্মস্থলে কাজে যেতে আতংকে রয়েছেন। বিশেষ করে এক স্টেটের ভার্সিটিতে পড়ে অন্য স্টেটে থেকে কাজ করছেন এবং নির্দিষ্ট ঘণ্টার অতিরিক্ত সময় কাজ করছেন সে সকল শিক্ষার্থীরাই বিপাকে রয়েছেন। এতে এখানে থাকা শিক্ষার্থীরা অভিবাসনবিরোধী ধরপাকড়ের অভিযানের দু:শ্চিন্তার পাশাপাশি টিউশন ফি'র খরচ মেটাতে ও একইসাথে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে বেশ কঠিন পরিস্থিতিতে রয়েছে।
নিউইয়র্কে বসবাসরত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত একাধিক শিক্ষার্থীর সাথে সম্প্রতি কথা হয় বাংলা পত্রিকার এ প্রতিবেদকের সাথে। তারা নাম পরিচয় না প্রকাশ করার শর্তে



ডিপোর্টেশন অভিযানে পড়াশুনায় নেতিবাচক প্রভাব

জানান, তাদের অনেকেই স্টুডেন্ট ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে এসে শর্তকে পাশ কাটিয়ে এখানকার ব্যায় নির্বাহের জন্য অতিরিক্ত সময় কাজ করছেন। সম্প্রতি অবৈধ অভিবাসী বিতাড়নে আইস এর অভিযান শুরুর পর থেকে তারা এখন সপ্তাহে ১৫ থেকে ২০ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে পারছেন না। তাছাড়া যারা অন্য স্টেটের ভার্সিটির শিক্ষার্থী হয়ে নিউইয়র্কে কাজ করছেন এবং বসবাস করছেন তারা এখন পুরোপুরি কাজ বন্ধ রেখেছেন ভয়ে। কারণ তারা অনলাইনে ক্লাস করার পাশাপাশি নিউইয়র্কে বিভিন্ন চেইন ফুড স্টোর, গ্রোসরীসহ বিভিন্ন ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। এতে ভার্সিটির টিউশন ফি ও আবাসনসহ যাবতীয় খরচের সংস্থান হতো এ আয় থেকে। এখন কাজে যেতে না পারায় আর্থিক সংকটে চরম হতাশায় রয়েছেন। গত কয়েকদিন আগে স্টুডেন্ট শর্ত ভঙ্গের দায়ে তিন শিক্ষার্থীকে ডিপোর্টেশনের খবরে তাদের আতংক আরো প্রকট হয়েছে। এতে তাদের পড়াশুনায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।
ম্যানহাটনের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত এক শিক্ষার্থী বলেন, ২০২৩ সালে আমি স্টুডেন্ট ভিসায় নিউইয়র্কে আসি। এখানে প্রথমে একটি রেস্টুরেন্টে এবং পরে ডানকিনে কাজ শুরু করি। কারণ ভার্সিটির সেমিস্টার ফি ও বাসা ভাড়ার খরচ মেটাতে নির্দিষ্ট আওয়ারে কাজ করে চালানো সম্ভব হচ্ছিলোনা। তাই কিছুদিন পর ডানকিনে নির্দিষ্ট ওয়ার্ক আওয়ারে কাজের পাশাপাশি আরেকটি রেস্টুরেন্টে অতিরিক্ত সময় কাজ করতেছি। এখন আইসের অভিযান ও গ্রেপ্তার দেখে ভয়ে আছি। শুধু অবৈধ অভিবাসী না, স্টুডেন্ট ভিসার শর্ত ভঙ্গের দায়ে শিক্ষার্থীরাও গ্রেপ্তার হতে পারেন এমনটা শুনছি। এরকম পরিস্থিতিতে এখানে থেকে পড়াশুনা চালানোও অসম্ভব।
ওহাইয়ো'র একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী জানান, তিনি ওহাইয়ো'র একটি ভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে ভিসা নিয়ে বাংলাদেশ থেকে আসেন। সেখানে নিয়মিত থেকে পড়াশুনার পাশাপাশি কাজের তেমন সুযোগ পাচ্ছিলেন না। নিউইয়র্কে থাকা তার আত্মীয় স্বজনদের পরামর্শ নিয়ে তিনি অনলাইনে ক্লাসের আবেদন করেন। পরে নিউইয়র্কে চলে আসেন। এখান থেকে অনলাইনে ক্লাস করে দুই মাস পর পর একবার অফলাইনে ক্লাস করে আসছিলেন। নিউইয়র্কে একটি পিৎজা শপে ক্যাশ বেতনে কাজ করছেন। কিন্তু তিনি যে নিউইয়র্কে থাকছেন ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ সে বিষয়টি অবগত নয় এবং এ রকম নিয়ম নেই। অভিবাসীসহ

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

এবার ট্রাম্প প্রশাসনের টার্গেট নিউইয়র্ক!



- গভর্ণর ক্যাথি হোকুল, এটর্নী জেনারেল লেটিশিয়া জেমস ও ডিএমভি কমিশনার মার্ক স্কোর্ডাসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুশিয়ারী
- ফিরিয়ে নেয়া হলো অবৈধ অভিবাসীদের ফেমা তহবিলের ৫৯ মিলিয়ন ডলার

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ইলিনয়েসের পর এবার ট্রাম্প প্রশাসন টার্গেটে রেখেছে নিউইয়র্ক স্টেটকে। অবৈধ অভিবাসী বিতাড়নে প্রতিবন্ধকতার জন্য নিউইয়র্কের স্যাংক্চুয়ারি নীতিমালা ও স্টেট গভর্ণরসহ বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট প্রধানদের বিরুদ্ধে মামলাসহ কঠোর ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। ইতিমধ্যে নিউইয়র্কের অবৈধ অভিবাসীদের বিশেষ বরাদ্ধ ফিরিয়ে নিয়েছে ফেডারেল কর্তৃপক্ষ। এছাড়া অবৈধ ও আনডকুমেন্টেড অভিবাসীদের গ্রেপ্তারে প্রতিবন্ধকতা ও ফেডারেল কর্তৃপক্ষকে অভিবাসীদের তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জানানোয় নিউইয়র্ক স্টেট গভর্ণর ক্যাথি হকুল, স্টেট এটর্নী জেনারেল লেটিশিয়া জেমস ও ডিএমভি কমিশনার মার্ক স্কোর্ডাসের বিরুদ্ধে মামলার ঘোষণা দিয়েছেন ট্রাম্পের নতুন অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডী। অপরাধী অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ক্র্যাকডাউনে নিউইয়র্কে গ্রেপ্তারের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হওয়ায় এ ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসন।
বুধবার সংবাদ সম্মেলনে ক্ষোভ প্রকাশ করে পাম বন্ডী নিউইয়র্কসহ সকল স্যাংচুয়ারি সিটি সহ নিউইয়র্ক স্টেটের কর্তৃপক্ষকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আপনি যদি যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন মেনে না চলেন, তাহলে আমরা আপনাকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করব। আমরা এটা ইলিনয়েসে করেছিলাম, কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছিলাম। দ্বিতীয় স্ট্রাইক হল নিউইয়র্ক। একটি রাজ্য যা ফেডারেল আইন মেনে চলে না, তাহলে এ পদক্ষেপের পরবর্তী স্থানে থাকবে সেটি। তৈরি হয়ে নাও।"
এদিকে বৃহস্পতিবার বর্ডার জার টম হোম্যান নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট কার্যালয়ে মেয়র এরিক অ্যাডামসসহ একাধিক সিটি কাউন্সিলরদের সাথে রুদ্ধতার বৈঠক করেছেন। পরদিন শুক্রবার মেয়র এরিক অ্যাডামসকে সাথে নিয়ে টম হোম্যান ফক্স নিউজের লাইভ সাক্ষাতকারে বলেন, "আমি নিউইয়র্কে এসেছি, খালি হাতে ফিরে যেতে চাইনি। এ শহরের নাগরিকদের নিরাপদে বসবাসের উপযোগী করতে চাই।"
তিনি অ্যাডামসকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

আমি বাংলাদেশের নাগরিক না : যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগ সভাপতি



চয়ন রহমান: বাংলাদেশের নাগরিক না বলে সাফ জানিয়ে দিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগ সভাপতি ডক্টর সিদ্দিকুর রহমান। সম্প্রতি টাইম টেলিভিশনকে দেয়া একান্ত সাক্ষাতকারে এ কথা জানান তিনি। সাক্ষাতকারে তিনি বলেন, তিনি দলের সদস্যদের ব্যাংকের মালিকানার জন্য তদবির করেছেন। তবে তিনি মালিক হননি। জীবিত থাকলে শেখ হাসিনা দেশে ফিরবেন এমনটি জানিয়ে সিদ্দিকুর রহমান বলেছেন, সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, বাংলাদেশ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাবে।
টাইম টেলিভিশনে দেয়া সাক্ষাতকারে সিদ্দিকুর রহমান বলেন, তিনি বাংলাদেশের নাগরিক নন, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। তাই তাকে দেশদ্রোহী বলা ঠিক নয়। বাংলাদেশের নাগরিক না হলে, তিনি কেনো বাংলাদেশের ইস্যুতে বিক্ষোভে অংশ নেন-এমন প্রশ্নে সিদ্দিকুর রহমান বলেন, সেটি তার দল আর দলের কর্মসূচীর প্রয়োজনে। ১৩ ফেব্রুয়ারী,

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

এবার বরখাস্ত হলেন ২০ ইমিগ্রেশন বিচারক

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ কোন প্রকার ব্যাখ্যা বা পূর্ব সতর্কতা ছাড়া ২০ জন ইমিগ্রেশন বিচারককে বরখাস্ত করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। যদিও এটি ফেডারেল সরকারের আকার কমানোর প্রচেষ্টা বলে উলে খ করা হয়েছে।
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসে বরাত দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যমগুলো এ খবর প্রকাশ করেছে।
আন্তর্জাতিক ফেডারেশন অফ প্রফেশনাল অ্যান্ড টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়াসের সভাপতি ম্যাথিউ বিগস যিনি অভিবাসন বিচারকদের প্রতিনিধিত্বকারী একটি ইউনিয়নের প্রতিনিধি বলেছেন যে ১৩ জন বিচারক

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়











টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা'র ক্বিরাত প্রতিযোগিতা শুরু



























































(শেষ পৃষ্ঠার পর)
আত্মীয়-স্বজনরা উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে সকাল ১১টা থেকেই প্রতিযোগীরা তাদের অভিভাবদের সাথে নিয়ে টাইম টেলিভশন ও বাংলা পত্রিকার নিউজ রুমে সমবেত হন। শিক্ষার্থী শিশু-কিশোর ও কিশোরীদের কলকাকলীতে মুখরিত হয়ে উঠে মিডিয়া হাউজটি। এসময় কারো মুখে কোরআনের আয়াত কারো চোখে প্রতিযোগীতায় অংশ নেয়ার আনন্দ ছিলো চোখে পড়ার মতো। স্টুডিওতে বেলা ১২টার দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিযোগিতা শুরু হলে একে একে প্রতিযোগীরা অংশ নেয় এবং সন্ধ্যা ৫টা পর্যন্ত চলে এই প্রতিযোগিতা।
আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারী রোববার প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউন্ডের পর্ব অনুষ্ঠিত হবে এবং আগামী ১৬ মার্চ রোববার টাইম টেলিভশন ও বাংলা পত্রিকা'র বার্ষিক ইফতার মাহফিলের দিন চুড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এস্টোরিয়াস্থ ভ্যারাইটি বয়েজ এন্ড গার্লস স্কুলের ব্রকলী মিলনায়তনে এই ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে।

শেখ হাসিনার নির্দেশেই নির্বিচারে গুলি: গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রমাণ

জাতিসংঘ তথ্যানুসন্ধান দলের প্রতিবেদন

১ জুলাই থেকে ১৫ আগস্টের ঘটনা বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করেছে ওএইচসিএইচআর। ১১৪ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন জাতিসংঘ প্রকাশ করা হয়েছে।



ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত সরকার ও সেই সময়ের ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রমাণ পেয়েছে জাতিসংঘের তথ্যানুসন্ধান দল। স্বৈরাচারী সরকার নিরাপত্তা বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা এবং দল ও সহযোগী সংগঠনগুলোকে যুক্ত করে মাত্রাতিরিক্ত বল প্রয়োগ করেছে। বিচারবহির্ভূত হত্যা, নির্বিচার মারণাস্ত্র দিয়ে গুলি, গ্রেপ্তার, নির্যাতন, চিকিৎসা পেতে বাধা দেওয়ার মতো গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে সরকার। মূলত ক্ষমতায় টিকে থাকতে আন্দোলনকারীদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগে সরাসরি নির্দেশ দিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান।

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তরের (ওএইচসিএইচআর) তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদনে এ চিত্র উঠে এসেছে। ১১৪ পৃষ্ঠার এ প্রতিবেদনে ওই সময়ের নৃশংসতা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য বিগত সরকার ও শাসক দল আওয়ামী লীগকে সরাসরি দায়ী করা হয়েছে।

ওএইচসিএইচআরের তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদনটি আজ বুধবার জেনেভা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। গত মাসের শেষ সপ্তাহে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশ সরকারের কাছে প্রতিবেদনের খসড়া দিয়েছিল। কোনো মতামত থাকলে তাতে যুক্ত করার জন্য সময়সীমা দেয় ওএইচসিএইচআর।

জাতিসংঘের তথ্যানুসন্ধানী দল প্রতিবেদনটি তৈরির জন্য ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম, রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, বগুড়া, সিলেট ও গাজীপুর এই আট শহরে অনুসন্ধান চালায়। মূলত যে শহরগুলোতে বেশি মাত্রায় বিক্ষোভ হয়েছিল, সেসব স্থানে গিয়ে সরেজমিনে কাজ করে জাতিসংঘের দলটি। প্রতিবেদন তৈরিতে অভ্যুত্থানে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঘটনাপ্রবাহের সাক্ষী ব্যক্তিদের নিয়ে ২৩০টির বেশি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এ ছাড়া সরকার, নিরাপত্তা বাহিনী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের আরও ৩৬টি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এই ৩৬ জনের মধ্যে সরকারের সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তারাও আছেন, যাঁরা ওই সময়ের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আন্দোলনকারী ও বিরোধী মত দমনের কৌশল হিসেবে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমন্বিত দিকনির্দেশনায় মানবতাবিরোধী এসব অপরাধের ঘটনা ঘটেছে। আন্দোলনের সময় প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা পরিদপ্তর (ডিজিএফআই), জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই), ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেল (এনটিএমসি), পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি), পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি), কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্স ন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের মতো সংস্থাগুলো আন্দোলনকারীদের সহিংসভাবে দমনের মাধ্যমে সরাসরি মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে।

মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগের নানা পদক্ষেপ

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পুলিশ, আধা সামরিক বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত কোর কমিটিকে নিয়ে বৈঠকে নিয়মিতভাবে সভাপতিত্ব করতেন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কোর কমিটির বৈঠকে সামগ্রিক পদক্ষেপের কৌশলগত নির্দেশনার পাশাপাশি মাঠপর্যায়ে বাহিনী মোতায়েন ও সুনির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অভিযান নিয়ে আলোচনা হতো। এর পাশাপাশি সমন্বিতভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সমন্বয় প্রক্রিয়ার সম্পূরক হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ও এই প্রক্রিয়ায় সরাসরি যুক্ত ছিল। জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এসবি, ডিজিএফআই ও এনএসআইয়ের প্রধানদের কাছ থেকে নিয়মিতভাবে সরাসরি প্রতিবেদন পেতেন। এ ধরনের গোয়েন্দা প্রতিবেদনের মধ্যে ২১ জুলাইয়ের একটি প্রতিবেদনে আন্দোলনকারীদের ওপর নিরাপত্তা বাহিনীর মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগের বিষয়ে শেখ হাসিনাকে সতর্ক করা হয়েছিল। একই ধরনের উদ্বেগ আগস্টের শুরুতেও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরা হয়। ২৯ জুলাই মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে আন্দোলন-সংক্রান্ত বিষয়গুলো প্রধানমন্ত্রী তুলে ধরেন। আর আন্দোলনের সময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টারা সরাসরি ও টেলিফোনে নিরাপত্তা বাহিনীর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের আদেশ দিতেন ও সার্বিক অপারেশন পর্যবেক্ষণ করতেন।

যাঁদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে কিছু জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জাতিসংঘের কাছে দাবি করেছেন, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আইনের মধ্যে থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোকে বলপ্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু বাহিনীগুলো নিজে থেকে মাত্রাতিরিক্ত বল প্রয়োগ করেছে। তবে এসব তথ্যের যথাযথ সত্যতা খুঁজে পায়নি জাতিসংঘ। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো ঢাকা শহরসহ সারা দেশে একই ধরনের সমন্বিত বল প্রয়োগ করেছে। সরকারের শীর্ষ নেতৃত্ব মানবাধিকার লঙ্ঘনের একাধিক প্রতিবেদন মাঠ থেকে পেয়েছেন। তবে এগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে শেখ হাসিনাসহ অন্য জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা তা গোপন করতে সক্রিয় থাকার পাশাপাশি আন্দোলনকারী ও বিরোধী দলগুলোর ওপর দোষ চাপাতে মনোযোগী ছিলেন।

সাবেক ও বর্তমান কিছু জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার দেওয়া তথ্যমতে, শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্ব মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগে সরাসরি নির্দেশনা দিয়েছেন। ১৮ জুলাই কোর কমিটির বৈঠকে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকে (বিজিবি) আন্দোলনকারীদের ওপর আরও মারণাস্ত্র ব্যবহারের নির্দেশ দেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ১ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন স্বাধীনভাবে পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা ও তথ্য সংগ্রহ করেছে। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী পূর্ববর্তী সরকার, আইনশৃঙ্খলা ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো আওয়ামী লীগের সঙ্গে মিলে মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগের মাধ্যমে হাজারো আন্দোলনকারীকে গুরুতরভাবে আহত করে। নির্বিচার গ্রেপ্তার ও আটক রাখতে স্বেচ্ছাচারিতা, নির্যাতন এবং নানাভাবে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত ছিল তারা। ওই সময় তারা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে যুক্ত ছিল।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বাহিনীগুলোর সঙ্গে সমান্তরালভাবে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। দুজনই নিয়মিত বিভিন্ন উৎস থেকে মাঠের চিত্র নিয়ে প্রতিবেদন পেতেন। মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগ নিয়ে উদ্বেগের বিষয়ে ২১ জুলাই ও আগস্টের শুরুতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কাছে সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছিল। এরপরও রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিজিবি, র‍্যাব, ডিজিএফআই, পুলিশ, ডিবিকে বলপ্রয়োগের সরাসরি আদেশ ও নির্দেশনা দিয়েছিলেন। ৫ আগস্ট পর্যন্ত আওয়ামী লীগের পাশাপাশি নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর সদস্য, যাঁরা বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

বিএনপি-জামায়াত দ্বন্দ্ব আরও প্রকাশ্যে

নির্বাচন ইস্যু

ঢাকা ডেস্ক: নির্বাচনের দিনক্ষণ নিয়ে এক সময়ের রাজনৈতিক দুই মিত্র বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে দূরত্ব আরও প্রকাশ্যে এসেছে। বিএনপি দ্রুত নির্বাচন আয়োজনে সরকারকে চাপ দিয়ে আসলেও জামায়াত এগোচ্ছে ভিন্ন কৌশলে। দলটি প্রয়োজনীয় ও অতি জরুরি সংস্কার প্রক্রিয়া শেষে নির্বাচন চায়। এজন্য প্রয়োজনীয় সময় দিতে চায় সরকারকে। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়েও জামায়াত বিএনপি'র বিপরীত অবস্থানে। জাতীয় নির্বাচনের আগে বিএনপি কোনোভাবেই স্থানীয় নির্বাচন চায় না। জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় নির্বাচন হলে আপত্তি নেই বলে জানিয়েছে জামায়াত। এ ছাড়া সংখ্যানুপাতের ভিত্তিতে আসন নির্ধারণের পক্ষে নিজেদের অবস্থান জানিয়েছে দলটি। বিএনপি এই ব্যবস্থার বিপক্ষে। নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে গত রোববার বৈঠক করে বিএনপি। বৈঠকে ইসির নির্বাচন প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে চান বিএনপি নেতারা। ডিসেম্বরে নির্বাচন আয়োজনের লক্ষ্য নিয়ে ইসি কাজ করছে বলে বিএনপি নেতাদের জানানো হয়। বৈঠকের চারদিন পর জামায়াতের একটি প্রতিনিধিদল নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করে। দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। বৈঠকে প্রয়োজনীয় জাতীয় নির্বাচন, স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে মিয়া গোলাম পরওয়ার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জানান, প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে তারা নির্বাচন চান। এ ছাড়া জনগণের আকাঙ্ক্ষা হলো জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের আগে স্থানীয় নির্বাচন। জামায়াত এই আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান করে।

ওদিকে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জাতীয় নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেন, যত দ্রুত নির্বাচন ততই রাজনীতি সহজ হবে।

বাংলাদেশ স্থিতিশীল হয়ে আসবে। ইসি'র সঙ্গে সাক্ষাতে জামায়াত সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচন চেয়েছে- এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে ফখরুল বলেন, এটা (সংখ্যানুপাতিক ভোট) আমরা পুরোপুরি বিরোধী, একেবারে জোরালোভাবে বিরোধী। আনুপাতিকভাবে নির্বাচনের কোনো ব্যবস্থাকে আমরা সমর্থন করবো না। কারণ এখানকার মানুষ এটাতে অভ্যস্ত না। এরকম ভোটের প্রশ্নই উঠতে পারে না।

স্থানীয় নির্বাচনের বিষয়ে জামায়াতের অবস্থানের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে মির্জা ফখরুল বলেন, জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠান, এটাতেও আমরা একেবারেই একমত নই। এটা তো সমস্ত রাজনৈতিক বিবেচনায় দেশকে আরও ভঙ্গুর অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার একটা পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছু না।

জাতীয় নির্বাচন কেন এখন জরুরি তার ব্যাখ্যাও দেন বিএনপি মহাসচিব। তিনি বলেন, নির্বাচনটা হওয়ার প্রধানত দুইটা কারণ। একটি হচ্ছে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে নিয়ে আসা আরেকটা হলো সুশাসন চালু করা। এখন তো সুশাসনের খুব সমস্যা হচ্ছে, এটি কার্যকর করলেই তখন দেখবেন অর্থনীতি ভালো হয়ে আসবে। একটা নির্বাচিত সরকার না হলে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন তো।

জরুরি সংস্কারের পর ভোট চায় জামায়াত বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করে জরুরি সংস্কারের পর ভোট, সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি চালু এবং আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। বৈঠক শেষে দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার এই তথ্য জানিয়ে বলেন, নো ইলেকশন উইদাউট রিফর্মস। অন্তত নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যেসব প্রতিষ্ঠান জড়িত সেগুলোর সংস্কার করেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে হবে। তা না হলে নির্বাচন নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু হবে না। পূর্বের ৩টি নির্বাচনে জনগণ যে ভোট দিতে পারেনি, আবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে; দুই হাজার ছাত্র-জনতার জীবন এবং ৩০ হাজার আহত ছাত্র-জনতার রক্ত বৃথা যাবে। এ জন্য আমরা বলেছি শুধু নির্বাচনপ্রক্রিয়া সুষ্ঠু করতে যেসব সংস্কার প্রয়োজন- করতে হবে, আমরা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের সংস্কারের কথা বলিনি। এখানে অনেকে ভুল বোঝার চেষ্টা করেন। তিনি জানান, সংস্কার করতে গেলে সময় লাগে, এটা সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব নির্বাচনকে নিরপেক্ষ করা। সেজন্য যে সংস্কারটুকু ন্যূনতম প্রয়োজন, তার জন্য যতটুকু সময় যৌক্তিক প্রয়োজন, জামায়াতে ইসলামী সে সময় দিতে প্রস্তুত। কোনো দিন, মাস, ক্ষণ বেঁধে দেয়নি জামায়াত।

জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, জনগণের আকাঙ্ক্ষাই হচ্ছে স্থানীয় সরকার নির্বাচন আগে হোক। আমরা জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন এবং সম্মান ব্যক্ত করছি। তিনি বলেন, ৩০০ আসনে নির্বাচন করার সক্ষমতা জামায়াত ইসলামীর আছে। আমরা প্রার্থী প্রস্তুত করে ফেলেছি। প্রাথমিকভাবে প্রার্থীও চূড়ান্ত করা হয়েছে।

মিয়া গোলাম পারওয়ার বলেন, আমরা নির্বাচন কমিশনকে প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন (পিআর); আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব হারের নির্বাচন ব্যবস্থা চালুর সুপারিশ করেছি। বিশ্বের ৬০টি দেশে এ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। পেশী শক্তির প্রভাবমুক্ত রেখে অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য এই পদ্ধতিটি উপযোগী। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে ৯১ (এ) অনুচ্ছেদ পুনর্বহালের দাবিও করা হয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছিল। এ ছাড়া রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, নিবন্ধন আইনে কঠিন শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এ কঠিন শর্ত পূরণ করে (নিবন্ধন করা) রাজনৈতিক অধিকার খর্ব করা হয়েছে। এ আইনটা সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এটা বাতিল করতে হবে। দল ও রাজনীতি করার অধিকার সবার।

মিয়া গোলাম পরওয়ারের নেতৃত্বে জামায়াতের প্রতিনিধিদলে ছিলেন সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এএইচএম হামিদুর রহমান আযাদ, নির্বাহী পরিষদের সদস্য মতিউর রহমান আকন্দ, প্রকাশনা ও মিডিয়া বিভাগের সেক্রেটারি কর্মপরিষদ সদস্য এডভোকেট জসিমউদ্দিন সরকার, মজলিশে শূরার সদস্য এডভোকেট ইউসুফ আলী, মহানগর জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য এডভোকেট কামাল উদ্দিন। অন্যদিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দিন, চার নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার, আবদুর রহমানেল মাসুদ, তাহমিদা আহমদ ও আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ এবং ইসি সচিব আখতার আহমেদ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা'র ক্বিরাত প্রতিযোগিতা শুরু















The Weekly Bangla Patrika
Editor: Abu Taher
Tel: 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

নতুন রাজনৈতিক দল

জুলাই ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রদের উদ্যোগে নতুন একটি রাজনৈতিক দল আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। ১৪ ফেব্রুয়ারি আজকের পত্রিকায় 'ছাত্রদের দলে থাকবে না এক ব্যক্তির কর্তৃত্ব' শিরোনামে খবর থেকে জানা যায়, দলটির মূল লক্ষ্য হবে ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থা বিলোপ, গণতন্ত্রচর্চা নিশ্চিতকরণ ও তরুণ নেতৃত্বকে এগিয়ে নেওয়া। তবে বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশে নতুন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব বরাবরই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে নতুন রাজনৈতিক দল যাত্রা শুরু করলেও সময়ের ব্যবধানে নানা কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছে কিংবা প্রচলিত রাজনীতির ধারার বাইরে যেতে পারেনি।

নতুন দলটি আদৌ দীর্ঘস্থায়ী ও কার্যকর হতে পারবে কি না, সেটি এখন মূল প্রশ্ন। ছাত্রদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি মানুষের আগ্রহ ও প্রত্যাশা থাকলেও রাজনৈতিক বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রতিষ্ঠিত দু-একটি রাজনৈতিক দলের শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামো, অর্থ ও জনসম্পৃক্ততার বিপরীতে নবগঠিত দলটিকে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে।

নতুন দলটি তাদের গঠনতন্ত্রে একক নেতৃত্বের আধিপত্য ঠেকাতে চায়, যা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণত ব্যক্তিনির্ভর হয়ে ওঠে এবং গণতান্ত্রিক চর্চার বদলে একক নেতৃত্বের হুকুম বরদার হয়ে পড়ে। নতুন দলটি যদি সত্যিই অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র বজায় রাখতে পারে, তবে এটি রাজনীতিতে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবে।

সংগঠনটি জানিয়েছে, তারা ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে চায়। সরকারের কোনো সিদ্ধান্ত জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলে তারা তার বিরোধিতা করবে এবং মাঠে থাকবে। এটি কার্যকর হলে তাদের জন্য একটি রাজনৈতিক ক্ষেত্র তৈরি হতে পারে। তবে শুধু প্রতিবাদ ও আন্দোলননির্ভর রাজনীতি কতটা টেকসই হবে, সেটি নিয়ে চিন্তা করা দরকার।

উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তুরস্ক, চিলি, ভারত, পাকিস্তান, দক্ষিণ কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশের উদাহরণ পর্যালোচনা করা হচ্ছে; যেখানে তরুণদের নেতৃত্বে নতুন দল গঠিত হয়েছে। তবে বিদেশি মডেলের প্রতিলিপি তৈরি না করে, দেশীয় বাস্তবতার উপযোগী একটি রাজনৈতিক কাঠামো গঠন করা জরুরি।

নতুন দলটি আদৌ দীর্ঘস্থায়ী ও কার্যকর হতে পারবে কি না, সেটি এখন মূল প্রশ্ন। ছাত্রদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি মানুষের আগ্রহ ও প্রত্যাশা থাকলেও রাজনৈতিক বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রতিষ্ঠিত দু-একটি রাজনৈতিক দলের শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামো, অর্থ ও জনসম্পৃক্ততার বিপরীতে নবগঠিত দলটিকে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে।
নতুন দলটি তাদের গঠনতন্ত্রে একক নেতৃত্বের আধিপত্য ঠেকাতে চায়, যা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণত ব্যক্তিনির্ভর হয়ে ওঠে এবং গণতান্ত্রিক চর্চার বদলে একক নেতৃত্বের হুকুম বরদার হয়ে পড়ে। নতুন দলটি যদি সত্যিই অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র বজায় রাখতে পারে, তবে এটি রাজনীতিতে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবে।

নতুন দলটি যদি সত্যিকার অর্থে একটি বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে চায়, তবে শুধু আওয়ামী লীগ-বিরোধিতার পরিবর্তে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক দর্শন, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও নীতি থাকা দরকার। ইতিমধ্যে তারা ২০৩৫ ও ২০৪৭ সালকে কেন্দ্র করে মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচির কথা বলেছে, যা ইতিবাচক। তবে এগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সুশৃঙ্খল দলীয় কাঠামো, দক্ষ নেতৃত্ব ও মানুষের আস্থা অর্জন।

বাংলাদেশের তরুণসমাজের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণের আগ্রহ বাড়ছে। দলটি যদি সত্যিই নতুন কিছু করতে চায়, তবে তাদের জন্য এটি একটি সুযোগ। কিন্তু তারা যদি প্রচলিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির ফাঁদে পড়ে, তাহলে অন্য অনেক দলের মতো তারাও হারিয়ে যাবে। এখন দেখার বিষয়, তারা সত্যিকারের পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে কি না।

সফলতার ২৮ বছর
বাংলা পত্রিকা
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ও বহুল প্রচারিত প্রবাসী বাঙালি কমিউনিটির মুখপাত্র সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা পড়ুন, লেখুন ও আপনার ব্যবসার প্রসারে বিজ্ঞাপন দিন
এ ছাড়াও দেশ ও প্রবাসে সর্বশেষ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পেতে চোখ রাখুন আমাদের অনলাইন এবং ফেসবুক পেইজে
www.banglapatrikausa.com
Gmail banglapatrikausa@gmail.com

স্বৈরাচার যায়, স্বৈরতন্ত্র কেন থাকে?

সারোয়ার তুষার

অবৈধ পন্থায় ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ ক্ষমতা দখলকারী সামরিক স্বৈরাচার এরশাদের বিরুদ্ধে রাজপথে সর্বপ্রথম সক্রিয় হয় শিক্ষার্থী সমাজ; গণবিরোধী শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে। তবে আন্দোলনটি স্রেফ শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ছিল না। ১৯৮২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া ওই আন্দোলনের তিনটি দাবি ছিল এক. মজিদ খানের গণবিরোধী শিক্ষানীতি বাতিল; দুই. সব ছাত্র ও রাজবন্দির নিঃশর্ত মুক্তিদান; তিন. সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি শিক্ষার্থীদের ঘোষিত প্রতিবাদ কর্মসূচিতে পুলিশ গুলি চালায়। এতে জাফর, জয়নাল, মোজাম্মেল, আইয়ুব, কাঞ্চন, দিপালীসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী নিহত হন। তখন থেকে দিনটি 'স্বৈরাচার প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের পর দিবসটি পালনকালে কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হওয়া দরকার স্বৈরাচার প্রতিরোধের স্থায়ী পথ ও পদ্ধতি।

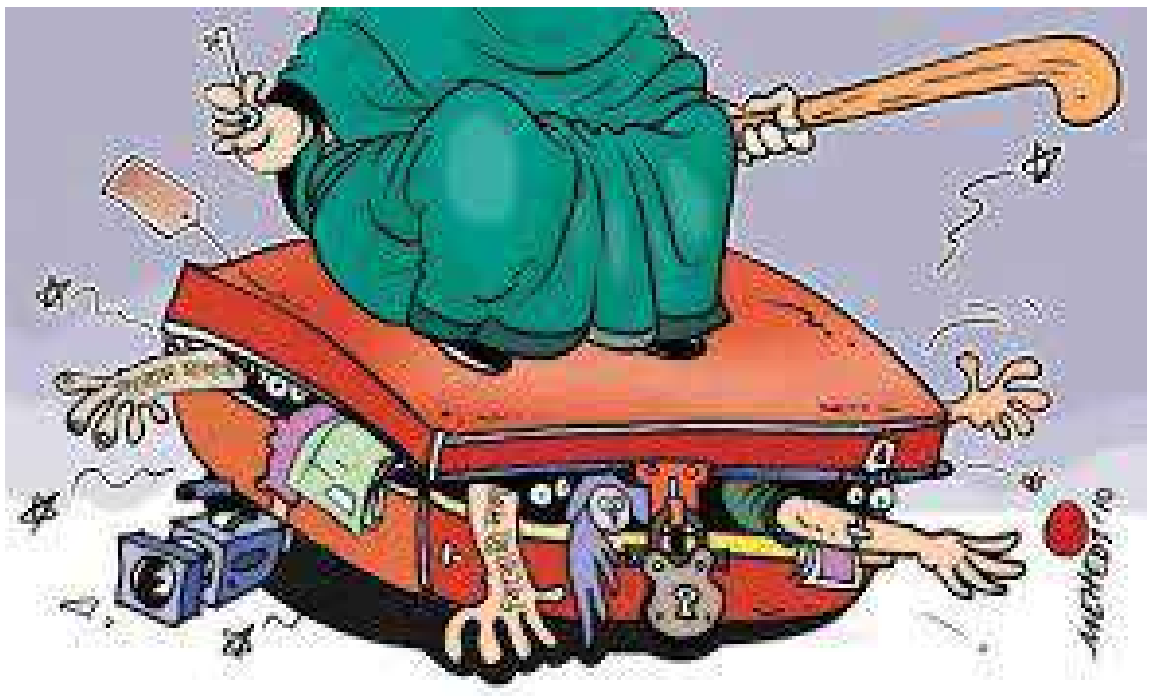
মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশে রাষ্ট্র গঠনের 'আদিপাপ' মীমাংসা না করেই আওয়ামী লীগের একক ইচ্ছায় সংবিধান প্রণীত হয়েছিল। কী সেই 'আদিপাপ'? স্বাধীন দেশের জন্য নতুন সংবিধান সভা নির্বাচনের (গণপরিষদ) মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সংবিধান প্রণয়ন না করা। ফলে দলীয় অনুগত আইনপ্রণেতাদের মাধ্যমে এক ব্যক্তির হাতে সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকারী সংবিধান প্রণীত হয়েছিল, যারা আসলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তৎকালীন পূর্ব বাংলা থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সংবিধান সভা এবং জনতার সম্মতির ভিত্তিতে এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বৈরাচারী ক্ষমতা বন্দোবস্তের সংবিধান পাল্টানোর দ্বিতীয় সুযোগ এসেছিল '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের সময়ে। আন্দোলনকারী কোনো কোনো পক্ষ থেকে তেমন আলাপও উঠেছিল। কিন্তু সেই আলাপ, দাবি ও গণঅভ্যুত্থানকে স্রেফ 'সাংবিধানিক ক্ষমতা হস্তান্তরের ধারাবাহিকতা'র দিকে নিয়ে গিয়েছিল তৎকালীন রাজনৈতিক দলগুলোর নানামুখী জোট। পরবর্তী রাজনীতিতে সামরিক স্বৈরাচার এরশাদের পুনর্বাসন ঘটেছিল এসব দলের হাতেই। কেবল পুর্নবাসন নয়; নির্বাচনী রাজনীতির অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হতে পেরেছিলেন। পতিত সামরিক স্বৈরাচার হয়ে উঠেছিলেন 'গণতন্ত্রের শোভা'। এসব রাজনৈতিক দলই আজতক আমাদের গণতন্ত্রের 'মাস্টার' হয়ে বসে আছে। তাদের গণতান্ত্রিক বুলির আড়ালে চাপা পড়ে যাচ্ছে রাষ্ট্র গঠনের 'আদিপাপ' শোধরানোর জরুরত ও দাবি।

বাংলাদেশের মানুষের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই-প্রতিরোধ গড়ে তোলার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে। স্বাধীন রাষ্ট্রেও তারা নাগরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরাচার এরশাদের পতন ঘটিয়েছে। কিন্তু জনতার বীরোচিত উত্থানকে অর্থবহ করতে একটি ন্যূনতম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের দায় রাজনৈতিক দলগুলোর পালন করেনি। বরং এরশাদকে ভোটের রাজনীতির পুতুলে পরিণত করেছিল। ফলে দেশ থেকে স্বৈরাচার যায়; কিন্তু নানা মোড়কে সাংবিধানিক স্বৈরতন্ত্র থেকেই যায়।

ছাত্রসমাজ ও সাধারণ মানুষ ভেবেছিল, আইয়ুব-ইয়াহিয়াকে হটানো গেছে; এরশাদকেও উৎখাত করা গেছে। এবার 'গণতান্ত্রিক' রাজনৈতিক দলগুলোকে পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় বসালেই গণতন্ত্র নিশ্চিত হবে।

বাস্তবে গণতন্ত্রের ধারণাকে নির্বাচনে সংকুচিত করা নব্বই-উত্তর রাজনৈতিক ডিসকোর্সের প্রধান সীমাবদ্ধতা। কোনো রাষ্ট্রের ক্ষমতাবিন্যাস যদি ন্যূনতম গণতান্ত্রিক না হয়, তাহলে নির্বাচন তেমন কাজে আসে না; বরং নির্বাচনের মাধ্যমে 'নির্বাচনী স্বৈরতন্ত্র' কায়েম হয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসরে এই বোঝাপড়া বরাবরই অনুপস্থিত ছিল এবং আছে।



নাগরিকের কাছে যদি কিছুই না থাকে; নিজের বাছাই করা প্রতিনিধি যদি তার জীবন-মৃত্যুর প্রভু হয়ে ওঠে, তাহলে শুধু নির্বাচনী ব্যবস্থা নির্মম পরিহাস মাত্র। গত ১৫ বছর সেই নামকাওয়াস্তে নির্বাচনী ব্যবস্থাই ছিল না। এতে প্রতীয়মান, রাষ্ট্র কাঠামো গণতান্ত্রিক না হলে এমনকি সুষ্ঠু নির্বাচনটুকুও বহাল রাখতে সক্ষম হয় না।

শুধু নির্বাচনী ব্যবস্থাকে 'গণতন্ত্র' বলে প্রচারের সংকট উন্মোচনের দায়িত্ব ছিল বুদ্ধিজীবীদের। অথচ বুদ্ধিজীবীরা গত ১৫ বছর সুষ্ঠু নির্বাচনের বিরোধিতা করেছেন; এখন গণতান্ত্রিক সংস্কারের প্রশ্ন এড়িয়ে স্রেফ নির্বাচনের দাবিকে সমর্থন জানাচ্ছেন।

বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় যে কোনো স্বৈরাচারবিরোধী, গণতন্ত্রমনা ও কর্তৃত্ববিরোধী মানুষের আসলে 'মহান' দোহাই আর সাইনবোর্ডের আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকা স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় নেই। বাংলাদেশের জনগণ এবং তাদের পক্ষের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তিগুলোর প্রধান কর্তব্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারভিত্তিক অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক সমাজ-রাষ্ট্র নির্মাণের লড়াই গড়ে তোলা।

গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদী শাসনের পতন ঘটেছে ঠিকই; রাষ্ট্রের ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা এখনও বহাল। এমন সময়ে ৯০-এর গণঅভ্যুত্থান থেকে শিক্ষা কী? শিক্ষা এটাই নির্দিষ্ট স্বৈরাচারী রেজিমের পতন ঘটা মানেই স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ঘটা নয়। নির্বাচন মাত্রই গণতন্ত্র নয়। স্বৈরতন্ত্র থেকে যাওয়ার মতো ক্ষমতা কাঠামো বদলানোর দিশা খোঁজার কোনো বিকল্প বর্তমানে নেই।

মনে রাখা জরুরি, গঠনতান্ত্রিক সংকটই বাংলাদেশের প্রধান সংকট। একে পাশ কাটিয়ে আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। স্বাধীনতার পরপরই প্রতিষ্ঠিত স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামো বহাল রেখে বাদবাকি সব প্রগতিশীল আকাঙ্ক্ষা আসলে কোনো কাজেই আসবে না। ৫০ বছর ধরে একটি শাসনতান্ত্রিক সংকট তৈরি করে রেখে গোটা দেশকে নানা মতাদর্শে বিভক্ত করার অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে সক্রিয়তার কোনো বিকল্প নেই। রাষ্ট্রকর্মের সীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সংবিধান যে নিরঙ্কুশ স্বৈরতান্ত্রিক হওয়ার সুযোগ করে দেয় ক্ষমতাসীন দলকে, তা বন্ধ করতে হলে সাংবিধানিক সংস্কার করা সময়ের দাবি।

কোনো দলের ক্ষমতায় থাকা না-থাকাকে বাংলাদেশের অস্তিত্বের সমার্থক করে দেখানোর দলবাজ বুদ্ধিবৃত্তিক শঠতার বিরুদ্ধে গণমুখী বুদ্ধিজীবিতা তৈরি করা প্রয়োজন।

রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা দেবে। থাকবে জনগণের অধীন। পাশাপাশি সমাজে নানাবিধ স্বাধীন উদ্যোগ ও সক্রিয়তা থাকবে। ব্যক্তি ও সমাজের স্বাধীনতাকে নিঃশর্ত ধরে আইন ও ক্ষমতা কাঠামোর বিন্যাস তৈরি করতে হবে। নাগরিককে আইনত জুলুম-নিপীড়ন করার ঔপনিবেশিক মডেলের আইনের সাপেক্ষে মৌলিক অধিকারকে বিচার করা যাবে না। সমাজের দ্বন্দ্বগুলোর শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথ থাকতে হবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী এবং গণক্ষমতাতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণ ছাড়া বাংলাদেশের সংকট কাটবে না।

বাংলাদেশের মানুষের মানবিক মর্যাদা ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনীতি গড়ে তোলার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো রাজনীতি এ মুহূর্তে নেই। রাষ্ট্র সংস্কারের সামাজিক বাসনাকে রাজনৈতিক ভাষা ও সাংগঠনিক রূপ দেওয়ারই অপর নাম গণরাজনৈতিক ধারা। এ রাজনৈতিক ধারা নির্বাচনবিমুখ নয়; কিন্তু নির্বাচনবাদী রাজনীতির চেয়ে মৌলিকভাবে আলাদা।

চব্বিশের প্রজন্মের সামনে ৯০-এর ভুল সংশোধনের ঐতিহাসিক মওকা হাজির হয়েছে। রাষ্ট্র ব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক রেখে শুধু ব্যক্তির পরিবর্তনে জনগণের ভাগ্যের মৌলিক পরিবর্তন হয় না। স্বৈরাচারকে অবশ্যই বিদায় নিতে হবে; পাশাপাশি স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রে রূপান্তরের রাজনীতি গ্রহণ করতে হবে।

নব্বইয়ে তিন জোটের রূপরেখা স্বৈরতন্ত্রকে ব্যবস্থা আকারে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার হাত বদল করাকে 'গণতন্ত্র' ভেবে ভুল করেছিল নব্বইয়ের প্রজন্ম। চব্বিশের প্রজন্ম স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করবে জুলাই ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান তেমন সম্ভাবনা হাজির করেছে। সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে গণপরিষদ তথা সংবিধান সভা নির্বাচনের মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নের কোনো বিকল্প নেই। বিদ্যমান সংবিধানই স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধাত্রী। গণপরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করাই হতে পারে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষেধক।

লেখক ও চিন্তক; যুগ্ম আহ্বায়ক, জাতীয় নাগরিক কমিটি



বিপাকে নিউইয়র্কে থাকা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শর্ত ভঙ্গকারী স্টুডেন্টদের ধরপাকড়ের ঘটনায় আতংকিত তিনি এখন কাজ বন্ধ রেখেছেন। সেখানে গিয়েও থাকা সম্ভব না। কি করবেন এখন সেই দু:শ্চিন্তায় রয়েছেন।

নিউইয়র্কের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া বাংলাদেশি এক ছাত্র বলেন, আমি ফ্লোরিডার একটি ভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে ভিসা নিয়ে এসেছি ২০২৩ সালে। এসে সেই ভার্সিটি পরিবর্তন করে নিউইয়র্কের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। পরবর্তীতে আই-২০ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে সমস্যায় পড়ি। এটা নিয়ে এখনো স্টুডেন্ট স্ট্যাটাস সংক্রান্ত জটিলতায় রয়েছি। পড়াশুনায় মনোযোগ দিতে পারছিনা। এখন স্টুডেন্ট ভিসার শর্ত ভঙ্গের কারণে শিক্ষার্থীরাও অভিবাসনবিরোধী অভিযানে ডিপোর্টেশনের শিকার হচ্ছে। এটা নিয়ে ভয়ে কাজে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। এরকম কতদিন থাকতে পারবো জানিনা।

চেইন শপে কাজ করছেন এমন এক শিক্ষার্থী জানান, মার্চের আগে দেশে যাওয়ার চিন্তা করেছিলাম। কিন্তু ফেরত আসার সময় শুনেছি অনেক শিক্ষার্থীকে জেএফকে এয়ারপোর্ট এ ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ ডিপোর্ট করে দিচ্ছে শুনছি। তাই আপাতত দেশে যাওয়া সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছি। সবকিছু নিয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে।

ম্যানহাটনের একটি গিফট শপে কাজ করতেন নিউজার্সীর একটি ভার্সিটির শিক্ষার্থী। তিনি জানান, আমি অনলাইনে ভার্সিটি ক্লাস করি। তাই কাজের জন্য নিউইয়র্কে আছি। কিন্তু এ মাসের প্রথম দিকে শপের মালিক আমাকে আপাতত কাজে না যাওয়ার জন্য বলেন। কারণ তিনিও ভয়ে আছেন যদি তার এখানে ওয়ার্কপারমিট ছাড়া কেউ কাজ করছেন, আইসের অভিযানে এমনটি ধরা পড়ে তখন ব্যবসাসহ তিনি বড় বিপদে পড়তে পারেন। তাই এখন কাজ বন্ধ রেখেছি। এভাবে দু'এক মাসের বেশি কাজ ছাড়া থাকতে পারবোনা। বাসা ভাড়াসহ সকল খরচ মেটাতে হিমশিম খেতে হয়। এতে পড়াশুনার ক্ষেত্রেও প্রভাব পড়ছে।

তাদের মতো অনেক বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা বর্তমান ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট এর অভিবাসনবিরোধী অভিযানে আতংক গ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞদের মতে, যারা স্টুডেন্ট ভিসায় এসে শর্ত ভঙ্গ করেছেন তাদের অবশ্যই এখন সচেতন থাকতে হবে। কারণ স্টুডেন্ট ভিসার শর্ত ভঙ্গ করলে ইমিগ্রেশন আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা এখন যেকোন ব্যবস্থা নিতে পারে। এ ব্যাপারে আগের থেকে তারা আরো কঠোর হয়েছে। তাছাড়া যারা নতুন এসেছে স্টুডেন্ট ভিসায় তাদেরকে নিয়মনীতি মেনে চলতে হবে। এসে হুট করে ভার্সিটি পরিবর্তন করা এবং নির্দিষ্ট ওয়ার্কপারমিট ছাড়া কাজ করার বিষয়ে আরো সতর্ক হতে হবে।

এবার ট্রাম্প প্রশাসনের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

"অবৈধদের বহিষ্কারে কেউ যাতে বাধা হয়ে না দাঁড়ান। আমি আবার এখানে আসবো। তখন এরকম এক সোফায় বসবোনা। অফিসে গিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবো।"

এসময় তিনি গভর্ণর হোকুলের প্রতি তিরস্কার করে বলেন" গভর্ণর হোকুলকে সরাতে হবে। স্টেটের গ্রীন লাইট আইন এখানে অবৈধদের ড্রাইভিং লাইসেন্স দিচ্ছে ও এদের রক্ষা করছে।"।

এদিকে ফক্স নিউজ ও দ্য নিউইয়র্ক পোস্ট পম বন্ডির বক্তব্য উল্লেখ করে তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, ফেডারেলকে তথ্য না দেওয়ায় নিউইয়র্ক মোটর ভেহিকেলস বিভাগের কমিশনার মার্ক শ্রোডারকেও অভিযুক্ত করা হয়েছে। নিউইয়র্কের গ্রিন লাইট আইন যা ড্রাইভারের লাইসেন্স আইন নামেও পরিচিত, যা অবৈধ অভিবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার অনুমতি দেয়। আইনটি নির্দিষ্ট ফেডারেল এজেন্সিগুলিকে নিউইয়র্ক রাজ্যের ড্রাইভিং লাইসেন্সের তথ্য অ্যাক্সেস করতে বাধা দেয়।

অবৈধ অভিবাসীদের রক্ষা করে ফেডারেল আইন মেনে চলতে ব্যর্থতার অভিযোগ এনে নিউইয়র্ক রাজ্য এবং এর গভর্নর ক্যাথি হোকুল এবং অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমসের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করছে।

ফক্স নিউজ একটি সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বর্ডার জার টম হোম্যান বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামসের সাথে বিগ অ্যাপলের পরিচিত অপরাধী অভিবাসীদের বিশেষত ভেনিজুয়েলার ট্রেন ডি আরাগুয়া গ্যাংয়ের সদস্যদের বিরুদ্ধে ফেডারেল কর্তৃপক্ষ এবং এনওয়াইপিডি-র মধ্যে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করার জন্য বৈঠক করছেন।

হোম্যান বলেন যে তিনি আশা করছেন যে তিনি মেয়রের সাথে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে পারবেন যেখানে এনওয়াইপিডি জননিরাপত্তার জন্য পরিচিত হুমকিগুলি অপসারণে সহায়তা করে। চুক্তির আরেকটি সম্ভাব্য ক্ষেত্র হল রিকার্স দ্বীপের শহরের প্রধান কারাগারে ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট আইসের একটি অফিস পুনরায় চালু করা।

নিউইয়র্কের মেয়র অ্যাডামস সীমান্ত জার টম হোম্যানের সাথে বৈঠকের পরে রিকার্স দ্বীপে আইসিই অফিস পুনরায় চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ জন্য তিনি একটি নির্বাহী আদেশ জারী করবেন। যাতে ওই দ্বীপে বিশেষ কারাগারে থাকা অপরাধীদের গণ ডিপোর্টেশনে আইস কার্যক্রম চালাতে পারবে।

অ্যাডামস এক বিবৃতিতে, বলেছেন যে তিনি সমস্যাযুক্ত কারাগার কমপ্লেক্সে একটি ফেডারেল অভিবাসন উপস্থিতি পুনরায় প্রতিষ্ঠার জন্য একটি নির্বাহী আদেশের দিকে নজর রাখছেন-অভিবাসী অপরাধী এবং গ্যাংব্যাঙ্গারদের লক্ষ্য করে তদন্তে ফেডগুলির সাথে কাজ করার জন্য একটি নতুন ম্যান্ডেট সহ।

তিনি বলেন, "আমরা এখন একটি নির্বাহী আদেশ বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছি যা রিকার্স দ্বীপে আইসিই এজেন্টদের কাজ করার ক্ষমতা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করবে, যেমনটি ২০ বছর ধরে ছিল। কিন্তু এখন, আইস এজেন্টরা বিশেষভাবে তাদের ফৌজদারি তদন্তে সংশোধনমূলক গোয়েন্দা ব্যুরোকে সহায়তা করার দিকে মনোনিবেশ করবে, বিশেষ করে যারা সহিংস অপরাধী এবং দলগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।"

মেয়র বলেন, "আমি বরাবরই বলে এসেছি, অভিবাসীরা আমাদের শহর নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এবং ভবিষ্যতেও তা আমাদের সাফল্যের চাবিকাঠি হয়ে থাকবে। কিন্তু আমাদের অবশ্যই আমাদের দীর্ঘদিনের ভাঙা অভিবাসন ব্যবস্থাকে ঠিক করতে হবে।"

এদিকে ফক্স নিউজ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ বলেছে যে তারা নিউইয়র্ক সিটিতে অভিবাসীদের আবাসন হোটেলগুলির জন্য নির্ধারিত ফেমা তহবিলে ৫৯ মিলিয়ন ডলার ফিরিয়ে নিয়েছে ।

ডিএইচএস-এর এক মুখপাত্র ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেন, "ফেমা ডিপ স্টেট অ্যাক্টিভিস্টরা একতরফাভাবে এনওয়াইসি-র অভিবাসী হোটেলগুলিকে যে পুরো অর্থ দিয়েছিল তা সচিব নোয়েম ফিরিয়ে দিয়েছেন। এমন এক পয়সাও ব্যয় করা হবে না যা আমেরিকান জনগণের স্বার্থ ও সুরক্ষার বিরুদ্ধে যায়।

সরকারী দক্ষতা বিভাগ বলেছে যে তারা দক্ষিণ সীমান্তে সাম্প্রতিক সঙ্কটের সময় অভয়ারণ্য শহরে প্লাবিত অভিবাসীদের জন্য বিলাসবহুল হোটেলগুলির জন্য ৫৯ মিলিয়ন ডলার অর্থ প্রদানের বিষয়টি উন্মোচন করেছে। ইলন মাস্ক বলেন, গত সপ্তাহে অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

ডিএইচএস মঙ্গলবার ঘোষণা করেছে যে তারা "নেতৃত্বকে এড়িয়ে চলার জন্য এবং একতরফাভাবে অর্থ প্রদানের জন্য চারজন কর্মচারীকে বরখাস্ত করেছে। বরখাস্ত হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ফেমার সিএফও, দুইজন বিশ্লেষক এবং একজন অনুদান বিশেষজ্ঞ।

এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত নিউইয়র্ক স্টেট গভর্ণর ক্যাথি হকুল, স্টেট এটর্নী জেনারেল লেটিশিয়া জেমস ও ডিএমভি কমিশনার মার্ক স্কোর্ডাস তাদের সম্পর্কে আনা অভিযোগের বিষয়ে কোন মন্তব্য দেননি।

দ্বিতীয় দফায় ১১৯ ভারতীয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভারতীয়কে ফেরত পাঠালো যুক্তরাষ্ট্র। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, শনিবার ভারতীয় স্থানীয় সময় রাত ১০টার দিকে পাঞ্জাবের অমৃতসর বিমানবন্দরে অবৈধ অভিবাসীদের নিয়ে অবতরণ করে যুক্তরাষ্ট্রের একটি সামরিক বিমান।

এদের মধ্যে ৬৭ জন পাঞ্জাবের, ৩৩ জন হরিয়ানার, ৮ জন গুজরাটের, ৩ জন উত্তর প্রদেশের, ২ জন করে গোয়া, মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানের এবং ১ জন করে হিমাচল প্রদেশ ও জম্মু-কাশ্মীরের নাগরিক। এ ছাড়া আরও একটি ফ্লাইটে তৃতীয় দফার অবৈধ ভারতীয়দের দেশে ফেরত পাঠানো হবে বলে জানা গেছে।

এর আগে, গত ৫ ফেব্রুয়ারি প্রথম দফায় ১০৪ ভারতীয়কে ফেরত পাঠানো হয়। তাঁদের মধ্যে ৩৩ জন করে ছিলেন হরিয়ানা ও গুজরাটের, ৩০ জন পাঞ্জাবের, ৩ জন করে মহারাষ্ট্র ও উত্তর প্রদেশের এবং ২ জন চণ্ডীগড়ের।

যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে বসবাসরত ভারতীয়দের ফেরত পাঠানোর এই প্রক্রিয়া আগামী সপ্তাহগুলোতেও চলবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। প্রত্যেক ১৫ দিন পর সামরিক বিমানের ফ্লাইটে ভারতীয় অভিবাসীদের ফেরত পাঠানো হবে, যত দিন পর্যন্ত না সবাই দেশে ফিরে আসে।

পিউ রিসার্চ সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সাল থেকে প্রায় ৭ লাখ ২৫ হাজার ভারতীয় নাগরিক অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। তাই আরও অনেককে ফেরত পাঠানো হতে পারে।

তবে ফেরত পাঠানো ভারতীয়দের সঙ্গে যে ধরনের আচরণ করা হয়েছে, তা নিয়ে ভারতে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে। একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের বর্ডার প্যাট্রল কর্মকর্তারা ভারতীয়দের হাতকড়া পরিয়ে এবং পা শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছেন।

এই ঘটনার পর ভারতের বিরোধী দলগুলো কেন্দ্রের তীব্র সমালোচনা শুরু করেছে। তারা প্রশ্ন তুলছে, কেন ভারত সরকার নিজস্ব উদ্যোগে একটি ফ্লাইট পাঠিয়ে নিজের নাগরিকদের সম্মানের সঙ্গে দেশে ফেরত আনতে পারেনি।

কংগ্রেস নেতা পি. চিদাম্বরম বলেন, 'আজ রাতে অমৃতসরে অবতরণ করা মার্কিন সামরিক বিমানের দিকে সবার দৃষ্টি থাকবে। এবারও কি তাঁরা হাতকড়া পরানো অবস্থায় থাকবেন? ভারতীয় কূটনীতির জন্য এটি একটি বড় পরীক্ষা।'

বিরোধীদের সমালোচনার জবাবে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন প্রয়োগকারী সংস্থা আইস এই প্রক্রিয়া পরিচালনা করছে এবং এই সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী নিরাপত্তার জন্য বন্দীদের হাতকড়া পরানো হয়। তবে, নারী ও শিশুদের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। তাদের খাবার, চিকিৎসা ও টয়লেট ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হয়।'

জয়শঙ্কর আরও জানান, এমন ঘটনা নতুন নয়। ২০০৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ১৫ হাজার ৭৫৬ ভারতীয়কে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ছিল ২০১৯ সালে সর্বোচ্চ ২ হাজার ৪২ জন এবং ২০২০ সালে ১ হাজার ৮৮৯ জন।

এদিকে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান অভিযোগ করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পিতভাবে পাঞ্জাবের 'বদনাম' করতে অমৃতসরকে অবতরণের স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছে।

ভগবন্ত মান বলেন, 'দ্বিতীয় দফায় ফেরত আসা ভারতীয়দের বহনকারী বিমানটি আবারও অমৃতসরে নামানো হচ্ছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ব্যাখ্যা করতে হবে, কেন এই শহরকে বেছে নেওয়া হলো? এটি পাঞ্জাবকে অসম্মান করার একটি ষড়যন্ত্র। যখন প্রধানমন্ত্রী মোদি ও ট্রাম্প বৈঠক করছিলেন, তখনই কি আমাদের লোকদের হাতকড়া পরানো হচ্ছিল?'

তবে বিজেপি ভগবন্ত মানের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, 'অমৃতসর যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা ফ্লাইটগুলোর জন্য সবচেয়ে কাছের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এটা কোনো ষড়যন্ত্র নয়, বরং ভৌগোলিক বাস্তবতা।'

বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র আরপি সিং বলেন, 'এই বিষয়ে অহেতুক রাজনীতি না করাই ভালো।'

যদিও কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নীতির কঠোর বাস্তবতা মেনে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। তবুও বিরোধী দলগুলো এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে সরকারকে চাপে রাখতে চাইছে।

যুক্তরাষ্ট্রে বরখাস্ত প্রায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্মীকে স্বেচ্ছায় চাকরি ছাড়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই সংখ্যা মার্কিন সরকারের ২৩ লাখ বেসামরিক কর্মিবাহিনীর প্রায় ৩ শতাংশ।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মতে, ফেডারেল সরকারের আমলাতন্ত্রের আকার অস্বাভাবিক বেড়েছে। এতে অপচয় ও প্রতারণার মাধ্যমে প্রচুর অর্থ অপচয় হচ্ছে। সরকারের প্রায় ৩৬ ট্রিলিয়ন ডলার ঋণ রয়েছে এবং গত বছর ১ দশমিক ৮ ট্রিলিয়ন ডলার বাজেট ঘাটতি ছিল।

এই সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান দুই দলই একমত। তবে কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাটরা মনে করেন, ট্রাম্প সংবিধান প্রদত্ত ফেডারেল ব্যয় সংক্রান্ত আইনসভার কর্তৃত্ব লঙ্ঘন করছেন।

ইলন মাস্কের এই ব্যাপক ছাঁটাই প্রচেষ্টার গতি ও ব্যাপকতা ট্রাম্পের কিছু সহযোগীর মধ্যেও হতাশা সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফ সুজি উইলসের বিষয়টি নিয়ে বিব্রত। এই ছাঁটাইয়ের পাশাপাশি ট্রাম্প ও মাস্ক ক্যারিয়ার কর্মকর্তাদের জন্য সিভিল সার্ভিস সুরক্ষা কমানোর চেষ্টা করছেন, বেশির ভাগ মার্কিন বৈদেশিক সহায়তা বন্ধ করে দিয়েছেন এবং কিছু সরকারি সংস্থা যেমন ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) এবং কনজিউমার ফাইন্যান্সিয়াল প্রোটেকশন ব্যুরো প্রায় পুরোপুরি বন্ধ করার চেষ্টা করছেন।

এই ব্যাপকভিত্তিক ছাঁটাইয়ের ফলে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেবা সংকটের মুখে পড়েছে বলে উদ্বেগ বাড়ছে। উদাহরণস্বরূপ, লস অ্যাঞ্জেলেসে দাবানলের এক মাস পরেও ফেডারেল সংস্থা ও কর্মসূচির আওতায় ঋতুকালীন ফায়ার ফাইটার নিয়োগ বন্ধ করে দিয়েছে এবং অগ্নি ঝুঁকি কমানোর জন্য বন থেকে মৃত গাছ অপসারণের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে।

ইলন মাস্কের এই কঠোর কৌশলের ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে। বিশেষ করে তাঁর তরুণ প্রকৌশলীদের দল, যাদের সরকারি কাজের অভিজ্ঞতা একেবারেই কম, তাঁরাই মূলত মাস্কের অধীন ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সির (ডিওজিই) কাজ করছেন। বাজেট বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ছাঁটাইয়ের পেছনে যতটা না খরচ কমানোর উদ্দেশ্য, তার চেয়ে আদর্শিক কারণ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে।

বরখাস্ত হওয়া ফেডারেল কর্মচারীরা হতাশ হয়েছেন। সেনাবাহিনীতে এবং প্রতিরক্ষা বিভাগে মোট ১৭ বছর কাজ করার পর ইউএসডিএর ইকোনমিক রিসার্চ সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন নিক গিওয়া। তিনি বলেন, 'আমি আমার দেশের জন্য অনেক কিছু করেছি এবং একজন ভেটেরান হিসেবে আমি মনে করি আমার দেশ আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে!'

ন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফেডারেল এমপ য়িজ ইউনিয়নের নির্বাহী পরিচালক স্টিভ লেনকার্ট বলেন, তিনি আশা করছেন, মাস্ক ও ট্রাম্প প্রশাসন শিল্প ও অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোর দিকে মনোযোগ দেবেন। এটাই আসল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। শিল্প এবং অতি ধনীদের খপ্পর থেকে থেকে সরকারকে মুক্ত করতে হবে।

অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীদের বরখাস্তের চেষ্টা ফেডারেল জজ বা পুনর্বিবেচনার কারণে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। জ্বালানি বিভাগের ১ হাজার ২০০ থেকে ২ হাজার কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছিল, যাদের মধ্যে ৩২৫ জন ন্যাশনাল নিউক্লিয়ার সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ছিলেন। তবে এই বরখাস্তের আদেশ 'আংশিক প্রত্যাহার' করা হয়েছে, যাতে অত্যাবশ্যকীয় নিউক্লিয়ার নিরাপত্তা কর্মীদের চাকরিতে বহাল রাখা যায়।

ফেডারেল কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বকারী ইউনিয়নগুলো এই ছাঁটাই পরিকল্পনা ঠেকাতে এরই মধ্যে মামলা করেছে। তিনজন ফেডারেল জজের এজলাসে ডিওজিইর বিরুদ্ধে গোপনীয়তা মামলার শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে মাস্কের দলকে ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের পেমেন্ট সিস্টেম এবং মার্কিন স্বাস্থ্য, ভোক্তা সুরক্ষা ও শ্রম সংস্থাগুলোর সংবেদনশীল ডেটায় প্রবেশাধিকার দেওয়া উচিত কি না, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নিউইয়র্কের একজন ফেডারেল জজ ডিওজিইকে ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের সিস্টেমে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বর্ধিত করেছেন।

আমি বাংলাদেশের নাগরিক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত মোদি-ট্রাম্প বৈঠকের সময়ে, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেট থেকে আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীদের জমায়েত প্রসঙ্গে সিদ্দিকুর রহমান বলেন, ওইদিন মোদী-ট্রাম্পের বৈঠকের বিষয়টি তাদের জানা ছিলো না। কাকতালীয়ভাবে এটা মিলে গেছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে তা এক অর্থে ভালো হয়েছে, কারণ এর ফলে দুই দেশ তাদের দাবির কথাটি জানতে পেরেছে। আওয়ামীলীগের বিক্ষোভের সময়, মোদিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ব্যানারের যে সব ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘুরে ফিরছে, তার প্রতিক্রিয়ায় ডক্টর সিদ্দিক বলেন, অভিযোগটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। এটি ভারতীয়দের মোদীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে টানানো ব্যানার। এর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই বলে জানান তিনি। এক প্রশ্নের জবাবে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগ সভাপতি বলেন, আওয়ামীলীগের শাসনকালে যুক্তরাষ্ট্রের তিনজন তিনটি ব্যাংকের মালিক হয়েছেন। এসব ব্যাংকের মালিকদের জন্য তিনি তদবির করেছেন বলে জানিয়েছেন সিদ্দিকুর রহমান। তবে কোনো ব্যাংকের মালিক তিনি নন বলে দাবি করেছেন। এফবিআইএর তদন্তে সজীব ওয়াজেদের দুর্নীতির সহযোগি হিসেবে তার নাম উঠে আসলেও, তিনি এফবিআইএর এই অভিযোগকে চ্যালেঞ্জ জানান। তিনি বলেন, সজীব ওয়াজেদের সঙ্গে তার সম্পর্ক রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক কিংবা অর্থনৈতিক নয়। ৫ আগস্টের পরে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত এক বিক্ষোভে সিদ্দিকুর রহমান বলেছিলেন, ডিসেম্বরে শেখ হাসিনা ফিরে আসবেন। ডিসেম্বরের পর ফেব্রুয়ারীতে তিনি ফিরে এলেন না কেনো-এই প্রশ্নের জবাবে সিদ্দিকুর রহমান বলেন, জীবিত থাকলে শেখ হাসিনা ফিরে আসবেন। আর বাংলাদেশের অবস্থা সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ফেরত আসবে বলে এ সময় দৃঢ় কণ্ঠে জানান তিনি। আয়নাঘরের সঙ্গে সম্পৃক্ত সবার বিচার দাবি করেছেন। গুম-খুন নিয়ে জাতিসংঘের তদন্ত রিপোর্ট প্রসঙ্গে সিদ্দিকুর রহমান বলেছেন, জাতিসংঘ মেরুদন্ডহীন সংগঠন। ওইসব রিপোর্ট টাকা দিয়ে করানো হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

এবার বরখাস্ত হলেন ২০

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যারা এখনও শপথ নেননি এবং পাঁচজন সহকারী প্রধান ইমিগ্রেশন বিচারককে শুক্রবার কোনো পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই বরখাস্ত করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, একইভাবে আরও দুইজন বিচারককে গত সপ্তাহে বরখাস্ত করা হয়েছিল। 'এখন আমাদের এমন একজন প্রেসিডেন্ট আছেন যিনি একদিকে অভিবাসন লোকদের দেশ থেকে বহিষ্কারের ওপর প্রচার চালিয়েছেন। আর অন্যদিকে তিনি সেই বিচারকদেরই বরখাস্ত করছেন যারা এই মামলাগুলো শুনে সিদ্ধান্ত নেন।

এনবিসি নিউজের প্রতিবেদন অনুসারে বিগস এক বিবৃতিতে বলেছেন এটি কোনোভাবেই যুক্তিযুক্ত নয়, সত্যিই বিভ্রান্তিকর। অভিবাসন আদালত ব্যবস্থা গুরুতরভাবে অতিরিক্ত মামলার চাপে রয়েছে। যেখানে বর্তমানে ৩.৭ মিলিয়নেরও বেশি মামলা মুলতুবি রয়েছে যা দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি করছে। বিশেষ করে আশ্রয় আবেদন নিষ্পত্তিতে কয়কে বছর লেগে যেতে পারে।

অতিরিক্ত বিচারক এবং সহায়তা কর্মী নিয়োগের জন্য দ্বিদলীয় সমর্থন থাকলেও ট্রাম্প প্রশাসনের দ্রুত মামলার নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা ইতোমধ্যেই অতিরিক্ত চাপের মধ্যে থাকা আদালত বিচারকদের ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করেছে।

সম্প্রতি ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে অভিবাসন পর্যালোচনা কার্যনির্বাহী অফিসে বড় পরিবর্তন হয়েছে যার মধ্যে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মেরি চেং-এর পরিবর্তে নতুন পরিচালক হিসেবে সির্সে ওউয়নের নিয়োগে অন্তর্ভুক্ত। সাবেক অভিবাসন বিচারক ওউয়নে অনেক নতুন নীতি প্রণয়ন করেছেন।

সম্প্রতি নিয়োগপ্রাপ্ত অভিবাসন বিচারক কেরি ডয়লে লিংকডইনে উলে খ করেছেন যে তিনিসহ অন্যান্য বাইডেন-নিযুক্ত বিচারকদের গত শুক্রবার ইমেলের মাধ্যমে বরখাস্তের খবর জানানো হয়।

এই নিয়োগের আগে ডয়লে বাইডেন প্রশাসনের অধীনে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের ডেপুটি জেনারেল কাউন্সেলের পদে কমব্রত ছিলেন। তিনি তার লিংকডইন পোস্টে উলে খ করেন এই বরখাস্তের ঘটনা এমন সময় ঘটলো যখন অভিবাসন আদালতে প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন মুলতুবি মামলা রয়েছে এবং বিচার বিভাগের (ডিওজে) পক্ষ থেকে কংগ্রেসের কাছে ইওআই আর-এ আরও লোক নিয়োগের জন্য অতিরিক্ত বাজেট চাওয়া হয়েছে!

গালি দিতে চাই, কাকে দেব

মাসুদ কামাল

এর মধ্যে দুই দিন হয়ে গেছে, কিন্তু দৃশ্যটা আমার মন থেকে সরছে না। একটা শিশুকে কোলে নিয়ে একজন মা দাঁড়িয়ে আছেন জলকামান থেকে ছোড়া প্রবল পানির তোড়ের সামনে। হতবিহ্বল শিশুটি ভয়ে আতঙ্কে জড়িয়ে ধরে আছে মাকে। পত্রিকার প্রথম পাতায় ছবিটি দেখে আমি থমকে গেলাম। আমি নিজে দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করেছি, রিপোর্টিং করেছি। অঘটন, দুর্ঘটনা, মৃতদেহ এসব যেন চোখে সয়ে গেছে। সেই অভ্যস্ত চোখও যেন এই দৃশ্যটিকে ঠিক সহ্য করতে পারছিল না।

পরে একজন আমাকে ওই ঘটনার একটা ভিডিও পাঠাল। দেখলাম পানির তোড়ে বাচ্চা কোলে ওই মা কংক্রিটের রাজপথে পড়েই গেলেন। পড়ে গেলেন, কিন্তু সন্তানকে ছাড়লেন না। ডান হাতে সন্তানকে ধরে রেখে পুরো শরীরের ভর শেষ মুহূর্তে দিলেন বাঁ হাতের ওপর। আমি নিশ্চিত, ওই বাঁ হাতে তিনি প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছেন, এমনকি মচকেও যেতে পারে।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই ঘটনা কোথায় ঘটেছে? কেন ঘটেছে? এই দেশেরই একটা ঘটনা এটি। কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, প্রকাশ্য রাজপথে। তাঁরা সমবেত হয়েছিলেন রাজধানীর শাহবাগ এলাকায়। তাঁদের দাবি ছিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যে নিয়োগের সুপারিশ এরই মধ্যে সরকার করেছিল, সেটা বাতিল করা যাবে না। তাঁদের নিয়োগের আদেশ পুনর্বহাল করতে হবে। বিষয়টা বরং আরও একটু খোলাসা করা যাক।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ হয়েছে কয়েক ধাপে। এর আগে প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের নিয়োগ হয়ে গেছে। তৃতীয় ধাপে ঢাকা ও চট্টগ্রামের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় ২০২৩ সালের ১৪ জুন। লিখিত পরীক্ষা হয় ২০২৪ সালের ২৯ মার্চ। লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় একই বছরের ২১ এপ্রিল। ১২ জুন সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। আইন মন্ত্রণালয় ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়ে ৩১ অক্টোবর ফল প্রকাশিত হয়। খেয়াল করুন, ভাইভাসহ পরীক্ষার যাবতীয় কার্যক্রম শেষ হয় হাসিনা সরকারের আমলে। ফল প্রকাশ হয় বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পুরো তিন মাস পর। এখন আগের সরকারের আমলে হয়ে যাওয়া পরীক্ষার রেজাল্ট নতুন সরকারের আমলে প্রকাশ করা ঠিক হবে কি নাড়এ নিয়ে দ্বিধা কিন্তু থাকতেই পারে। সে কারণে পরামর্শ চাওয়া হয় আইন মন্ত্রণালয় ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের। তারা সম্মতি দেয়। সে অনুযায়ীই ৩১ অক্টোবর নিয়োগের জন্য ৬ হাজার ৫৩১ জনের নাম চূড়ান্তভাবে সুপারিশ করা হয়। এমন অবস্থায় চূড়ান্ত তালিকায় নাম না থাকা কয়েকজন হাইকোর্টে রিট করেন। হাইকোর্ট ৬ ফেব্রুয়ারি এই পুরো নিয়োগ কার্যক্রমই বাতিল করে দেন। এ রকম পরিস্থিতিতে এই সাড়ে ৬ হাজার মানুষ রাস্তায় নামেন তাঁদের নিয়োগের দাবিতে।

কথা হলো, হাইকোর্ট কেন এমন একটা রায় দিলেন? আসলে আদালত চলে আইনের ভিত্তিতে। এই যে নিয়োগটা, সেটা হয়েছে ২০১৮ সালের আইনের ভিত্তিতে। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, সেবার কোটা পদ্ধতি সংস্কারের দাবিতে ছাত্ররা আন্দোলন করেছিল। সেই সময়ের সরকারপ্রধান শেখ হাসিনা একপর্যায়ে রাগ করে পুরো কোটাই তুলে দিয়েছিলেন। তবে সেটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য প্রযোজ্য ছিল না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য তখন বলবৎ ছিল ৬০ শতাংশ নারী কোটা, ২০ শতাংশ পোষ্য কোটা এবং ৪ শতাংশ অন্য কোটা। এই নিয়ম মেনেই চলেছে নিয়োগ কার্যক্রম। এরপর ২০২৪-এর আন্দোলনের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে দাবির মুখে সরকার আরও একবার কোটা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনে। সে অনুযায়ী ২০২৪-এর ২৩ জুলাই সরকার একটা প্রজ্ঞাপন জারি করে বলে, এর মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২০১৮ সালের পরিপত্রসহ আগের এ-সংক্রান্ত সব পরিপত্র ও প্রজ্ঞাপন বা আদেশ রহিত করা হলো। অর্থাৎ আগের সব বাদ। এবার থেকে নিয়োগ হবে নতুন নিয়মে। এর আলোকেই হাইকোর্টের আদেশটি আসে।

উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তে অবশ্যই যুক্তি আছে। কিন্তু এই নির্বাচন প্রক্রিয়া তো শুরু থেকে শেষ



শিক্ষক হিসেবে যোগদানের দাবি করতে এসে জলকামানের মুখোমুখি হলেন এক মা।

হয়েছে ২০২৪-এর ২৩ জুলাইয়ের আগেই। তাহলে আগের ঘটনায় নতুন নিয়ম কীভাবে প্রযোজ্য হবে? অথবা যদি হয়, তাহলে এই একই চাকরির প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপে যে নিয়োগগুলো হয়েছে, সেগুলোইবা কীভাবে বৈধ হবে? আবার সুপারিশকৃতদের তালিকা প্রকাশের আগে তো আইন মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ নেওয়া হয়েছে। সেই পরামর্শ অনুযায়ীই ৩১ অক্টোবর তালিকা প্রকাশ করা হলো। এরপর তিন মাস পার হয়ে গেছে। এই সময়ে এই সাড়ে ৬ হাজার মানুষের মানসিক অবস্থাটা কেমন ছিল? তাদের আজকের অবস্থাটাই-বা কেমন? আমি কোনো পক্ষ নিচ্ছি না, কেবল প্রশ্নগুলো করছি।

অনেককে বলতে শুনি, তারা রাস্তায় কেন নামে? কেন রাস্তা অবরোধ করে? দুই দিন আগেও যারা কোটা আন্দোলনের জন্য রাস্তা অবরোধ করেছে, সেই আন্দোলনের ফল হিসেবে এখন সরকারে গিয়ে বসেছে, তারাও দেখি একই প্রশ্ন করে! সরকারকে প্রায়ই বলতে শুনি, দায়িত্ব গ্রহণের পর এই ছয় মাসে তাদের নাকি দেড় শতাধিক আন্দোলন দমন করতে হয়েছে! তাদের এমন মন্তব্য আমাকে আহত করে। আমি বুঝতে পারি না, আন্দোলনকে দমন করতে হবে কেন? মানুষ আন্দোলন কেন করে? তাদের যা কিছু পাওয়ার কথা, তা যখন না পায়, তখনই তো তারা ক্ষুব্ধ হয়। আর এই ক্ষোভেরই চূড়ান্ত প্রকাশ হচ্ছে আন্দোলন। আন্দোলন কেউ শখে করে না। মাঝরাতে সুচিকিৎসার দাবিতে আহত ব্যক্তিদের রাজপথে বসে থাকাটা আরামদায়ক কোনো কাজ নয়। এই সাড়ে ৬ হাজার মানুষ প্রখর রোদে শাহবাগের রাস্তায় বসে ছিলেন, তাঁরা এখানে পিকনিকের মুডে ছিলেন না। তাঁদের প্রত্যেকের চোখেমুখে ছিল অনিশ্চয়তা আর উৎকণ্ঠার ছাপ। তাঁরা জানেন না, কী আছে তাঁদের সামনের জীবনে।

সরকারে যাঁরা আছেন, আন্দোলনকারীদের নিয়ে তাঁদের নানা মন্তব্য প্রায়ই দেখি। দেখি আর হতাশ হই। তাঁরা যেন এই আন্দোলনের মধ্যে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পান! ঠিক আগের সরকারের ফর্মুলা। হাসিনা সরকারও এ রকমই আচরণ করত, মন্তব্য করত। মাঝে একবার দেখলাম প্রধান উপদেষ্টা বললেন, 'রাস্তা বন্ধ করবেন না, আপনাদের দাবি লিখিতভাবে আমাদেরকে জানান।' সন্দেহ নেই, খুব ভালো প্রস্তাব। তাহলে এমন প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে উচিত ছিল কোথায় কীভাবে জানাতে হবে, সেটা জানিয়ে দেওয়া। তা হয়েছে কি? হয়নি। আমি অন্তত কোথাও সে রকম কিছু দেখিনি। অথচ সরকার কিন্তু পারত, একটি বা দুটি ই-মেইল অ্যাড্রেস দিয়ে দিতে। যেখানে ক্ষুব্ধ ব্যক্তিরা তাঁদের অভিযোগগুলো লিখে জানাতে পারবেন। তারপর সেসব অভিযোগ বিচার-বিবেচনা করে সরকারের পক্ষ থেকে তাদের বক্তব্য জানিয়ে দিলে হতো। সরকার বলতে পারতড়এই এই সমস্যার সমাধান হবে, এখনই হবে অথবা একটু সময় লাগবে, এই এই সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারব না, ইত্যাদি। সব সমস্যার সমাধান হয়তো হতো না, কিন্তু মানুষ এতটুকু অন্তত বুঝতে পারত যে তাদের কথাটা সরকার শুনছে। এ কাজে তো অনেক বেশি খরচও হতো না। তাহলে কেন হচ্ছে না?

কারণ ওই একটাই এরা ক্ষমতায় বসেছে, আর বসে ভুলে গেছে কেন বসেছে।

লেখাটি শেষ করার আগে আবার ওই মায়ের কথায় আসি। তাঁদের শত অপরাধকে যদি মেনেও নিই, তারপরও মানবিকতা বলে তো একটা কথা থাকে। একজন মানুষকে, এক মাকে এভাবে আঘাত করা যায়? বিগত স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের আমলে এ রকম দৃশ্য আমরা প্রায়ই দেখতাম। মন খারাপ করতাম। সমালোচনা, এমনকি গালাগালি পর্যন্ত করতাম ওই সরকারকে। এখনো গালি দিতে চাই। কিন্তু কার উদ্দেশে গালি দেব? তাহলে সে গালি যে নিজের গায়েই লাগবে।

NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
OPEN 24 HOURS
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

বাংলাদেশ-ভারতসহ বিভিন্ন দেশে আর্থিক সহায়তা বাতিল করল যুক্তরাষ্ট্র

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বাংলাদেশ ও ভারতসহ বিশ্বের অনেক দেশে বড় ধরনের সহায়তা অর্থায়ন বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এর মধ্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য বাংলাদেশের ২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের কর্মসূচিও বাতিল করা হয়েছে।

একই সঙ্গে ভারতের জন্য নির্ধারিত ২১ মিলিয়ন ডলারের কর্মসূচিও বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনকুবের ও বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ইলন মাস্কের নেতৃত্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন দপ্তর ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সি (ডিওজিই) এই ঘোষণা দিয়েছে।

গত রোববার (১৬ ফেব্রুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে। এতে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রশাসন বাজেট কমিয়ে আনার জন্য নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং এর আওতায় ভারত-বাংলাদেশসহ বেশ কয়েকটি দেশের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের তহবিল বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

ইলন মাস্কের ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সি (ডিওজিই) রোববার বলেছে, ভারতে ভোটারদের উপস্থিতি বাড়ানোর লক্ষ্যে ২১ মিলিয়ন ডলারের একটি প্রোগ্রাম এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক ল্যান্ডস্কেপকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে নির্ধারিত ২৯ মিলিয়ন ডলারের কর্মসূচি কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক সাহায্যে বৃহত্তর কাটছাঁটের অংশ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ভারতে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় উন্নতির লক্ষ্যে নেওয়া মূল উদ্যোগগুলোকে



প্রভাবিত করবে।

ইলন মাস্ক অবশ্য বারবারই জোর দিয়ে বলেছেন, বাজেট কাটছাঁট ছাড়া চলতে থাকলে "আমেরিকা দেউলিয়া হয়ে যাবে" এবং এই উদ্যোগটি প্রশাসনের পরিকল্পনা করা বাজেট ওভারহলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে।

ইন্ডিয়া টুডে বলছে, ভারতের জন্য বরাদ্দ করা ২১ মিলিয়ন ডলারের তহবিলটি বিশেষভাবে দেশটির নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছিল। যাইহোক ভারত এখন আর এই তহবিল পাবে না বলে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সি (ডিওজিই) ঘোষণা করেছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে দেখা করার কয়েকদিন পরেই ভারতে সহায়তার বিষয়ে এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। যদিও বৈঠকের পর দুই নেতা মার্কিন-ভারত সম্পর্ককে শক্তিশালী করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দিয়েছিলেন। তবে যৌথ বিবৃতি বা সংবাদ সম্মেলনে এর উল্লেখ পাওয়া যায়নি।

আর বাংলাদেশে ২৯ মিলিয়ন ডলারের প্রোগ্রামটি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি এবং গণতান্ত্রিক শাসনকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছিল। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান ও ব্যাপক বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে গত বছরের আগস্টে স্বৈরাচার শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। হাসিনা পালিয়ে ভারতে চলে যান এবং ড. মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার এখন দেশ শাসন করছে এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছে।

এদিকে ইলন মাস্কের ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সির (ডিওজিই) এই সিদ্ধান্তের ফলে বাংলাদেশ ও ভারত ছাড়াও অন্যান্য দেশও প্রভাবিত হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক সাহায্যে বৃহত্তর কাটছাঁটের অংশ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ভারতে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় উন্নতির লক্ষ্যে নেওয়া মূল উদ্যোগগুলোকে প্রভাবিত করবে।

ইলন মাস্ক অবশ্য বারবারই জোর দিয়ে বলেছেন, বাজেট কাটছাঁট ছাড়া চলতে থাকলে "আমেরিকা দেউলিয়া হয়ে যাবে" এবং এই উদ্যোগটি প্রশাসনের পরিকল্পনা করা বাজেট ওভারহলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে।

এর মধ্যে মোজাম্বিকের জন্য ১০ মিলিয়ন ডলার, কম্বোডিয়ার জন্য ২.৩ মিলিয়ন ডলার, সার্বিয়ার জন্য ১৪ মিলিয়ন ডলার, মলদোভায় ২২ মিলিয়ন ডলার, নেপালে দুটি উদ্যোগে ৩৯ মিলিয়ন ডলার এবং মালিতে ১৪ মিলিয়ন ডলারের প্রকল্পের ওপর প্রভাব পড়বে।

এছাড়া বিশ্বের আরও অনেক দেশ ও অঞ্চলও তহবিল বাতিলের এই তালিকায় রয়েছে।

ট্রাম্প প্রশাসনকে বিদেশি সহায়তা চালুর নির্দেশ আদালতের



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনকে বিদেশি সহায়তা চালু রাখার জন্য সাময়িক অনুমতি দিতে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। গত বৃহস্পতিবার ডিস্ট্রিক্ট আদালতের বিচারক আমির আলী এক রায়ে এই নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ ট্রাম্প প্রশাসনের আন্তর্জাতিক সহায়তা স্থগিত রাখার প্রচেষ্টায় একটি বড় ধাক্কা।

সংবাদমাধ্যম এনবিসি নিউজের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশের বিরুদ্ধে মামলা করা বেশ কয়েকটি অলাভজনক সংস্থার আবেদনের পর এই রায় আসে। গত মাসে স্বাক্ষরিত আদেশটির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র সহায়তায় সামগ্রিকভাবে বিরতি ঘোষণা করা হয়। এরপর পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও প্রায় সব ধরনের বৈদেশিক সহায়তা তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধের নির্দেশ দেন।

তবে বিচারক আমির আলী বৃহস্পতিবার পুরো নির্বাহী আদেশের বিরুদ্ধে রায় না দিয়ে একটি সীমিত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'ট্রাম্পের ক্ষমতা গ্রহণের আগে অনুমোদিত বৈদেশিক সহায়তা আপাতত স্থগিত বা বাতিল করা যাবে না।'

রায়ে বিচারক আলী বলেন, 'আদালত প্রেসিডেন্ট বা তাঁর নির্বাহী আদেশের ওপর সরাসরি নিষেধাজ্ঞা আরোপকে উপযুক্ত বা প্রয়োজনীয় মনে করছে না।'

তিনি আরও বলেন, 'প্রশাসন এখনো অগণিত যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসার ক্ষতির বিস্তারিত এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণগুলো অর্থপূর্ণভাবে চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি। ক্ষতির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচি বন্ধ হওয়া, কর্মীদের সাময়িক ছুটিতে পাঠানো ও ছাঁটাই করা এবং সংস্থাগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়া।'

তবে এই রায়ের বিষয়ে হোয়াইট হাউস তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি। আন্তর্জাতিক সহায়তা নিয়ে কাজ করে এমন একটি সংস্থা গে াবাল হেলথ কাউন্সিল। তারা আদালতের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট এলিশা ডান-জর্জিও বলেন, 'এটি মার্কিন বৈদেশিক সহায়তা কর্মসূচি পুনরুদ্ধারের পথে গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ।'

তিনি আরও বলেন, 'এই রায় বিভিন্ন সংস্থাকে তাদের জীবন রক্ষাকারী কাজ পুনরায় শুরু করতে সহায়তা করবে, যা যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যবোধের শ্রেষ্ঠত্ব সহানুভূতি, নেতৃত্ব এবং বৈশ্বিক স্বাস্থ্য, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির প্রতি প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে।'

বিচারক আলী উভয় পক্ষকে শুক্রবার বিকেল ৫টার মধ্যে একটি যৌথ প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন, যেখানে মামলার পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা থাকবে।

ট্রাম্প প্রশাসন বৈদেশিক সহায়তা স্থগিত করার পরপরই মার্কিন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাকে (ইউএসএইড) লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। এই সংস্থাটির কয়েক হাজার কর্মী এবং ঠিকাদারকে ইতিমধ্যে ছাঁটাই করা হয়েছে। অনেককে সাময়িক বরখাস্ত বা প্রশাসনিক ছুটিতেও পাঠানো হয়েছে।

ইউএসএইড প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক সহায়তা প্রদান করে। তবে ট্রাম্প এবং সরকারি দক্ষতা বিভাগের প্রধান ইলন মাস্ক এই সংস্থাকে 'অপ্রয়োজনীয় ব্যয়' বলে সমালোচনা করেছেন। মাস্ক ইউএসএইডকে 'অপরাধী সংগঠন' বলেও অভিহিত করেছেন।



ফরিদপুর জেলা সমিতির নতুন কমিটি

সভাপতি সাকিব, সাধারণ সম্পাদক লাকিবুল



নিউইয়র্ক: ফরিদপুর জেলা এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক নিউইয়র্কে বসবাসরত ফরিদপুরবাসীদের সংগঠন। গত দুই মাস যাবৎ একাধিক সভায় উপদেষ্টা এবং সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে এসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে সাকিব হায়দার এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মোহাম্মদ লাকিবুল ইসলাম নির্বাচিত হন। এছাড়াও সহ সভাপতি নির্বাচিত হন যথাক্রমে মনিজল চৌধুরী, মোহাম্মদ এনামূল হক হেলাল, এনামূল এহসান ত্বহা, মোহাম্মদ জাকির সিকদার, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ও কাজি মেহেদি হাসান। কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তারা হলেন: যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- খান নাজমুল হাসান, মোহাম্মদ খায়রুজ্জামান, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান, শিহান রেজা, লিয়াকত আলী শরীফ ও মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক- সেলিম আল মামুন, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক- মোহাম্মদ সুমন মিয়া, দফতর সম্পাদক- মোহাম্মদ ফজলে হোসেন, আইন ও নিরাপত্তা বিষয়ক সম্পাদক- মোহাম্মদ মাসুদ রানা, কোষাধ্যক্ষ- এসকে হিরু, সহ কোষাধ্যক্ষ- মুকুল হাসান, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক- শিমুল সিং রয়, প্রচার ও যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক- মোহাম্মদ রিদয় মিয়া, ক্রিড়া সম্পাদক- মোহাম্মদ আকাশ ইসলাম, সহ ক্রীড়া সম্পাদক- শুভ সাহা, নারী ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক- সাজেদা করিম এবং সহযোগী নারী ও শিশু বিষয়ক বিষয়ক সম্পাদক- রিক্তা সিকদার, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- নাজমুল হাসান সোহাগ এবং ধর্মবিষয়ক সম্পাদক- মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান। কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে কাজী ফখরুল হাসান, মোহাম্মদ আবুল বাশার মিয়া, মোহাম্মদ জাকির হোসেন, পিযুষ কুমার মিত্র, মোহাম্মদ আক্তার মাতুব্বর, মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, হাবিবুর রহমান ও মোহাম্মদ রেজাওয়ান সিদ্দিকী। খুব শীঘ্রই একটি জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মাধ্যমে নব নির্বাচিত কমিটি অভিষিক্ত হবে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

আমেরিকায় যাওয়ার সময় হবিগঞ্জের আ.লীগ নেতা আটক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ও শিবপাশা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলী আমজাদ তালুকদার (৬৮) কে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আটক করেছে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত মধ্যরাত আনুমানিক ৩টায় তাকে বিমানবন্দর থেকে আটক করা হয়।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, আটক আলী আমজাদ তালুকদারের বিরুদ্ধে আজমিরীগঞ্জ থানায় দায়েরকৃত একটি মামলা রয়েছে। তিনি প্রায় সময়ই আমেরিকায় বসবাসরত তার পরিবারের কাছে যাওয়া আসা করতেন।

এরই প্রেক্ষিতে আজমিরীগঞ্জ থানা পুলিশ মামলার বিষয়টি ঢাকার বিমানবন্দর পুলিশকে অবগত করেছিলেন। গত বৃহস্পতিবার রাতে আলী আমজাদ তালুকদার আমেরিকায় যাওয়ার জন্য বিমানবন্দরে গেলে বিমানবন্দর পুলিশ তাকে আটক করেন।

আজমিরীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এবিএম মাঈদুল হাছান আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, 'উনাকে আজমিরীগঞ্জ থানার একটি মামলায় আটক করা হয়েছে। এর আগে আমরা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবগত করেছিলাম।'

উল্লেখ্য, গত বছরের ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে হবিগঞ্জ শহরে ছাত্র-জনতার উপর হামলার ঘটনায় আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল দায়েরকৃত একটি মামলায়ও তার নাম রয়েছে।

প্রবাসী শেরপুর জেলা সমিতির নতুন কমিটি গঠিত

সভাপতি প্রদোষ সাধারণ সম্পাদক ঝন্টু



নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক প্রবাসী শেরপুর জেলা সমিতি'র নতুন কমিটিতে প্রকৌশলী প্রদোষ চক্রবর্তীকে সভাপতি ও মোহাম্মদ ছামেদুল হক ঝন্টুকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছে। গত ২৫ জানুয়ারী শনিবার জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে সংগঠনের এক বর্ধিত সভায় ২৩ সদস্য বিশিষ্ট দুই বছর মেয়াদি (২০২৫-২০২৬) সালের নতুন কমিটি গঠন করা হয়। সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা সাংবাদিক মোহাম্মদ আবুল কাশেমের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে পূর্ণাঙ্গ কার্যকরি কমিটির অনুমোদন করেন। এর আগে ১১ জানুয়ারী ব্রঙ্কসের আল-আকসা পার্টি হলে সংগঠনের বর্তমান সভাপতি নাহিদ রায়হান লিখনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রাথমিক কমিটি গঠন করা হয়েছিল।

কমিটির নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যরা হলেন: সিনিয়র সহ সভাপতি- মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান ও সাবেরা জামান চৌধুরী, সহ সভাপতি- মোহাম্মদ আল আমিন ও এস এম আসাদুজ্জামান সেলিম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- নাইস চৌধুরী, সহ সাধারণ সম্পাদক- লিটন জামান, কোষাধ্যক্ষ- মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম (রাসেল), সাংগঠনিক সম্পাদক খন্দকার মেহেদী হাসান, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- মোহাম্মদ সফিউল আলম (সোহাগ), সমাজকল্যাণ সম্পাদক- মোছাঃ সাবিনা ইয়াসমিন, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক- শিহাব কিবরিয়া (শ্রাবণ) এবং কার্যকরী কমিটির সদস্যরা হলেন যথাক্রমে-নাহিদ রায়হান লিখন, মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ মুক্তা, মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, মোস্তফা সাদী, মোহাম্মদ সাহিদুল আলম (শাহীন), রেখা জামান চৌধুরী, গৌতম চক্রবর্তী মিন্টু, মোহাম্মদ শাহিনুর আলম শাহীন, মোস্তারীন আক্তার লিমু, ও মোহাম্মদ শহিজুদ্দিন মিয়া (শিমুল)।

একই বর্ধিত সভায় সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ আবুল কাশেমকে প্রধান সমন্বয়কারী এবং মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম রাসেলকে আহবায়ক করে ৬ সদস্যবিশিষ্ট অভিষেক উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়। উদযাপন কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দরা হলেন গৌতম চক্রবর্তী মিন্টু, যুগ্ম আহবায়ক, নাইস চৌধুরী সদস্য সচিব, লিটন জামান ও খন্দকার মেহেদী হাসান সদস্য। আগামী ২২ ফেব্রুয়ারী জ্যামাইকার তাজমহল রেস্তোরাঁয় পার্টি হলে নতুন কমিটির অভিষেক সম্পন্ন হবে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





২৭ এপ্রিল কুলাউড়া এসোসিয়েশনের নির্বাচন: যৌথসভায় সিদ্ধান্ত



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: আগামী ২৭ এপ্রিল নিউইয়র্কে কুলাউড়াবাসীর সংগঠন "কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক" এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ৯ ফেব্রুয়ারী রোববার সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদ, কার্যকরী পরিষদ ও নির্বাচন কমিশনের সমন্বয়ে এক যৌথসভা ৯ ফেব্রুয়ারী এস্টোরিয়াস্থ একটি ৩৬ এভিনিউয়ে একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্তনুযায়ী এসোসিয়েশনের ত্রিবার্ষিক নির্বাচনের তারিখ চলতি বছরের ২৭ এপ্রিল রোববার নির্ধারন করা হয়। এছাড়া পবিত্র মাহে রামাদ্বানে ইফতার মাহফিল আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সভায় সংগঠনের সভাপতি শাহ আলাউদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমদের পরিচালনায় এসোসিয়েশনের ত্রিবার্ষিক নির্বাচন, ইফতার ও সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। যৌথসভায় আলোচনা করেন উপদেষ্টা মো: আব্দুল জলিল, উপদেস্টা মোঃ নজরুল ইসলাম , উপদেষ্টা মোঃ এ এম চৌধুরী শফি উপদেষ্টা ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার সিরাজ উদ্দিন আহমেদ (সোহাগ), উপদেষ্টা ও নির্বাচন কমিশন সদস্য মোঃ তজমুল আলী, নির্বাচন কমিশন সদস্য মোঃ মুকিত চৌধুরী, নির্বাচন কমিশন সদস্য মো: আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ ওবায়দুর রহমান কামাল, প্রচার সম্পাদক এনামুল ইসলাম খান ও কার্যকরি পরিষদ সদস্য মঈনুর রহমান সুয়েব। সভাপতি শাহ আলাউদ্দিন এসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার সিরাজ উদ্দিন আহমদ (সোহাগ) এর কাছে নতুন হালনাগাদ ভোটার তালিকা হস্তান্তর করেন।

এ সময় সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

জামালপুর জেলা সমিতির নতুন কমিটি গঠিত

এ বি সিদ্দিক সভাপতি জাস্টিস সাধারণ সম্পাদক



নিউইয়র্ক: বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গঠন করা হলো জামালপুর জেলা সমিতি ইউএসএ ইনকের নতুন কমিটি। ২০২৫-২৬ সালের নতুন গঠিত কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নব-নির্বাচিত যুগ্ম সম্পাদক ও সাপ্তাহিক আজকাল-এর জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন মশিউর রহমান জাস্টিস। গত ১০ ফেরুয়ারী সন্ধায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্টের এই অনুষ্ঠানে সংগঠনের সদস্য-কর্মকর্তারা ছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্ট্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

নতুন কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে সংগঠনের উপদেষ্টা ফরিদ আলম বলেন, আমরা অনেক আগে থেকেই নিউইয়র্কে সংগঠনের একটি নিজস্ব ভবন করার চিন্তা-ভাবনা করছি। আমি আশা করবো এই কমিটির মাধ্যমে আমাদের সেই স্বপ্ন পুরণ হবে। তিনি ভবন ক্রয়ের ব্যাপারে কমিটির পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, নতুন প্রজন্মকে এই সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।

উপদেষ্টা জিল্লুর রহমান বলেন, জামালপুর জেলা সমিতির সদস্যদের মধ্যে যেন কোন প্রকার ভুল বোঝাবুঝি না হয়, সে ব্যাপারে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

উপদেষ্টা আলমগীর হোসেন নতুন কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুশরন করে এবং এর আদর্শ-উদ্দেশ্য মেনে চললে এই সমিতি নিউইয়র্কে সবার দৃষ্টি কেড়ে নিতে সক্ষম হবে।

নতুন কমিটির সাফল্য কামনা করে উপদেষ্টা ডিউক খান বলেন, এই কমিটির প্রত্যেক সদস্যের মধ্য আছে সংগঠন চালানোর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা। তাদের এই শক্তি দিয়ে সংগঠন চালালে এটি গতীশীল হবে।

নব নির্বাচিত সভাপতি আবু বকর সিদ্দিকী তার বক্তব্যে সংগঠনকে আরও গতীশীল, কার্যকর ও যুক্তরাষ্ট্রের মূলস্রোতের সাথে কাজ করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করে বলেন, নতুন কমিটির মাধ্যমে জামালপুর জেলা সমিতি একটি শক্তিশালী ও যুগোপযোগী সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। আমরা সবার সহযোগিতা নিয়ে এই সংগঠনকে এগিয়ে নিতে চাই।

সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান জাস্টিস বলেন, জামালপুর জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য নিউইয়র্কের মাটিতে তুলে ধরতে এই সংগঠনটি আন্তরিক ভাবে কাজ করে যাবে।

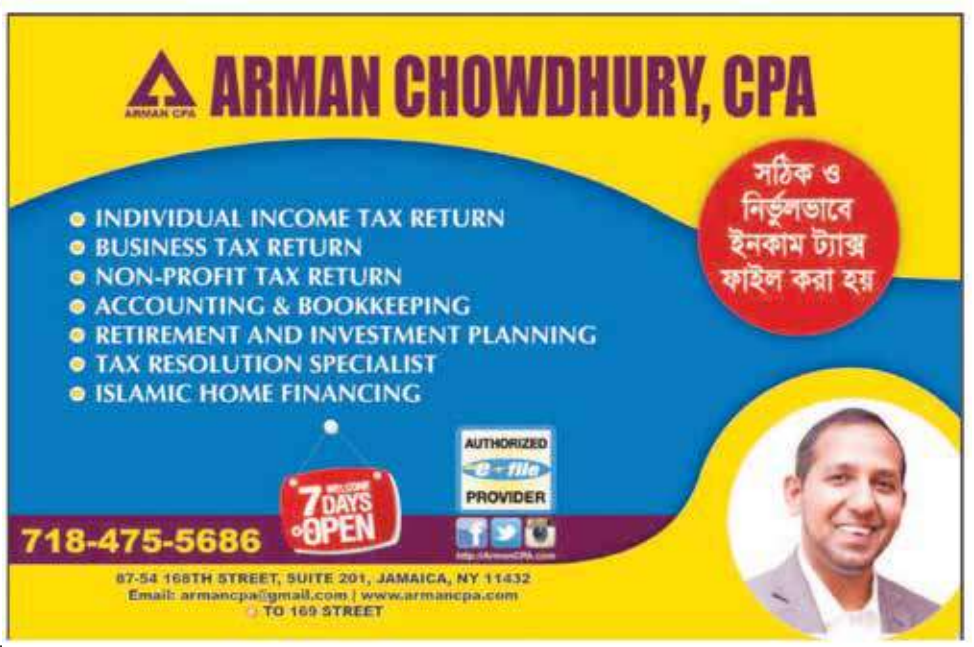
সংগঠনের অন্যান্য বক্তরা বলেন, আমরা সবাই মিলে একটি সুন্দর জামালপুর জেলা সমিতি গঠন করবো। এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আমরা চাই ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে। এই সংগঠনকে আরও ওপরে দেখতে চাই।

দুই বৎসর মেয়াদীর কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি- মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দীকী, সহ সভাপতি- আজিজুল হক, সাইদুর রহমান ও সাইফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক- মশিউর রহমান জাস্টিস, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- খোরশেদ আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক- মোহাম্মদ সেলিম রেজা, সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক- মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, কোষাধ্যক্ষ- মিজানুর রহমান, প্রচার সম্পাদক- সাইম ইসলাম, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক- মোহাম্মদ মোক্তার, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- মোহাম্মদ আনিছ মিয়া, ক্রীড়া সম্পাদক- সাকির উল্লাহ, মহিলা সম্পাদক- মোছা: কনিকা, আপ্যায়ন সম্পাদক- কানিজ ফাতেমা, সমাজকল্যান ও ত্রাণ সম্পাদক- মোহাম্মদ মিলন কবির। কার্যকরী সদস্যঃ মোহাম্মদ হোসেন মোক্তার, শফিকুল ইসলাম সাবু, আব্দুর রশিদ, মোহাম্মদ আব্দুল বাছেদ, ফজলুর রহমান, আব্দুল্লাহ আল মামুন, সিফাত উল্লাহ, রাকিবুল হাসান সবুজ, সিদ্দীক শেখ ও আব্দুল আল মামুন।

উল্লেখ্য, উপদেষ্টা জিল্লুর রহমান, আলমগীর হোসেন, ফরিদ আলম ও ডিউক খানসহ আরও অনেকের পরামর্শে, নেতৃত্বে ও দিকনির্দেশনায় এই কমিটি গঠন করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।







SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DFBI KJ, DFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1000709

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9806	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6062	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-9790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist
আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেট ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

GLOBAL MULTI SERVICES, INC



তারেক হাসান খান, সিইও

অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়

- INCOME TAX
- IMMIGRATION
- ACCOUNTING
- TAX AUDIT
- BUSINESS SETUP
- TRAVELS



37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864, Email: globalmsinc@yahoo.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে

প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



আমরা বাংলায় কথা বলি

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

SEEMA GULIANI, ESQ / ATTORNY AT LAW

LAW OFFICE OF SEEMA GULIANI

BY APPOINTMENT ONLY

☎ 212-691-4343

Em@il *seemagulianiesq@gmail.com*

198-42 FOOTHILL AVE. HOLLIS NY. 11423

WE SPECIALIZE IN

- VAWA
- ASYLUM
- NVC PROCESS
- NATURALIZATION
- TOURIST VISAS (B1/B2)
- RELIGIOUS WORKER
- UNCONTESTED DIVORCES
- FAMILY BASED PETITIONS
- FIANCE/MARRAIGE VISAS
- LEGAL PERMANENT RESIDENCY
- EMPLOYMENT BASED VISAS

(H-1B. PERM, I-140. EB1, EB2, EB3



চলচ্চিত্রশিল্পের সমস্যা সমাধানে কাজ করবেন ফারুকী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : চলচ্চিত্রশিল্পের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। গতকাল শনিবার দুপুরে শিল্পকলা একাডেমিতে ঢাকা বিভাগের চলচ্চিত্র ওয়ার্কশপের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এ কথা জানান তিনি।

এ সময় একই সঙ্গে তিনি নিজের দায়িত্বকালের মধ্যেই এই সমস্যাগুলো সমাধানে কাজ শুরু করে যাওয়ার প্রত্যাশ-াও ব্যক্ত করেন।

ফারুকী আরো বলেন, 'বাংলাদেশে অনুদানের তৈরি করা ছবি মানুষ দেখে না।

রাষ্ট্রের পরিকল্পনার মাধ্যমে ফান্ড তৈরি করে সিনেমা বানানো উচিত। দেশে একটি নতুন প্রজন্ম সংস্কৃতিমনা হয়েছে, যারা রাষ্ট্রের কোনো সহযোগিতা নিয়ে বড় হয়নি। নতুনরা সবাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে গল্প বলার দিকে এগিয়েছে।'

নামের বানান ভুল একদম মানতে পারি না : কনকচাঁপা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : গান, ছবি আঁকার বাইরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশ সরব নন্দিত কণ্ঠশিল্পী রুমানা মোর্শেদ কনকচাঁপা। কাজের পাশাপাশি ব্যক্তিজী-বনের নানা ঘটনা তিনি শেয়ার করেন ভক্ত-শ্রোতাদের সঙ্গে। সেই ধারাবাহিকত-ায় কনকচাঁপা এবার তার নামের নামের বানান নিয়ে ভুল ধরিয়ে দিলেন।

এক ফেসবুক পোস্ট বরেণ্য এই কণ্ঠশিল্পী লেখেন, 'আমি রুমানা মোর্শেদ কনকচাঁপা।

অথচ ৮০ ভাগ মানুষ আমার নাম লেখে রোমানা! রুমানাকে রুমানা লেখা কি এতই কঠিন! ইংরেজিতেও এর তফাত মেলা। জঁসধহধ, জড়সধহধ-তে তফাত আছে না? উকার, ওকার-এ তফাত আছে না? নামের বানান ভুল আমি একদম মানতে পারি না।'

তিন দশকেরও বেশি সংগীত ক্যারিয়ারে অসংখ্য শ্রোতাপ্রিয় গান উপহার দিয়েছেন কনকচাঁপা। সিনেমায় তার গাওয়া গানের সংখ্যা তিন হাজারেরও বেশি।

তার গাওয়া জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে রয়েছে– 'অনেক সাধনার পরে আমি পেলাম তোমার মন', 'তোমাকে চাই শুধু তোমাকে চাই', 'ভালো আছি ভালো থেকো', 'যে প্রেম স্বর্গ থেকে এসে জীবনে অমর হয়ে রয়', 'তোমায় দেখলে মনে হয়', 'অনন্ত প্রেম তুমি দাও আমাকে', 'তুমি আমার এমনই একজন' ইত্যাদি।



বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন অভিনেত্রী মেহজাবীন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : নির্মাতা আদনান আল রাজীবের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই প্রেম করছেন অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী। শোবিজাঙ্গনে সেই খবর কারোই অজানা নয়। এবার সেই সম্পর্ককেই বিয়েতে রূপ দিচ্ছেন এই জুটি।

চলতি মাসেই রাজীবের সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন মেহজাবীন। অভিনেত্রীর ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকেই জানা গেছে সেই তথ্য।

সবকিছু ঠিক থাকলে, আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারবেন মেহজাবীন-রাজীব। এর একদিন আগে ২৩ ফেব্রুয়ারি সম্পন্ন হবে গায়ে হলুদ। ঢাকার অদূরের এক রিসোর্টে নাকি চলছে বিয়ের আয়োজন।

এদিকে রাজীবের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে শুরু থেকেই নীরব মেহজাবীন। বিয়ের খবরেও নিশ্চুপ এই অভিনেত্রী। তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কোনো সাড়া মেলেনি।

আমার ব্যক্তিগত ফটোগ্রাফার মেহজাবীন : রাজীব ২০১৯ সালে রাজীবের সঙ্গে ঢাকার একটি বিপণিবিতানে মেহজাবীনের হাত ধরাধরি করে হাঁটার একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। এরপরই তাদের সম্পর্কে গুঞ্জন ছড়ায়। পরবর্তীতে এই জুটিকে কখনো কক্সবাজার আবার কখনো দেশের বাইরেও ঘুরতে দেখা গেছে।

মেহজাবিন চৌধুরী ২০০৯ সালে একটি রিয়েলিটি শোয়ের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মিডিয়াতে পা রাখেন। এরপর নাটকে নিয়মিত অভিনয় করে আসছেন। তবে তিনি এখনও কোনো চলচ্চিত্রে অভিনয় করেননি। অন্যদিকে আদনান আল রাজীব দেশের জনপ্রিয় নির্মাতাদের মধ্যে অন্যতম।

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ

কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা

গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে

বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য

ফেডারেল ডিজএবিলিটি

(ফোস অফিস ফি নেয়া হয় না)

Immigration

(To Schedule Appointment Only)



Timothy Bompart
Attorney at Law

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY

ATTORNEY AT LAW

ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE

ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স

বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ

ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার

MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK

347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com

37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372



বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জার্সি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বড় কোনো টুর্নামেন্ট মানেই নতুন জার্সি-এ নিয়ে বাংলাদেশে আলোচনা-সমালোচনাও হয় অনেক। এবার যখন চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ঘনিয়ে আসছে, তখনো অনেকের আগ্রহ-কেমন হলো এবারের জার্সি? সবার কৌতূহল মিটিয়ে আজ সন্ধ্যায় নিজেদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে একটি ভিডিও পোস্ট করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বাংলাদেশ দলের চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জার্সি উন্মোচন করা হয়েছে ওই ভিডিওতে।

জার্সির নিচের অংশে সোনালি রঙে বাঘের মুখের অবয়ব। সঙ্গে চিরাচরিতভাবেই লাল ও সবুজের মিশ্রণও আছে বাংলাদেশের জার্সিতে। জার্সি উন্মোচনের ভিডিওতে দেখা গেছে অধিনায়ক নাজমুল হোসেন, তাসকিন আহমেদ, মেহেদী হাসান মিরাজ, জাকের আলি, নাহিদ রানা, তানজিম হাসান ও নাসুম আহমেদকে।

আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্দা উঠছে এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফির। বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ পরদিন দুবাইয়ে ভারতের বিপক্ষে। রাউয়ালপিন্ডিতে পরের দুই ম্যাচ ২৪ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি নিউজিল্যান্ড ও স্বাগতিক পাকিস্তানের বিপক্ষে।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে বাংলাদেশের সহ-অধিনায়ক মিরাজ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : পাঁচ দিন ধরে মিরপুরের শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জন্য অনুশীলন করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। আজ রাতে তাদের উড়াল দেওয়ার কথা রয়েছে দুবাইয়ের উদ্দেশে। এর মধ্যেই সন্ধ্যায় সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জাতীয় দলের সহ-অধিনায়ক হিসেবে মেহেদী হাসান মিরাজের নাম ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

সর্বশেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে চোটের কারণে ছিলেন না নিয়মিত অধিনায়ক নাজমুল হোসেন। তাঁর জায়গায় ওই সিরিজে ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক হন মিরাজ। এবার নাজমুলের ফেরার পর তিনি হয়ে গেছেন সহ-অধিনায়ক। এখন পর্যন্ত দেশের হয়ে ১০৩টি ওয়ানডেতে মাঠে নেমেছেন মিরাজ।

মিরাজের নেতৃত্বের অভিষেক হয়েছিল অবশ্য আগেই। নভেম্বরে শারজায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে শেষ ওয়ানডের আগে চোট পান নাজমুল। এরপর ওই ম্যাচে অধিনায়ক ছিলেন মিরাজ। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটিতে ৬৬ রান করেন। তিন ওয়ানডের সিরিজে ক্যারিবিয়ানদের বিপক্ষে দুটিতে ৭৪ ও ৭৭ রান করেন এই ডানহাতি ব্যাটসম্যান। অফ স্পিনে অধিনায়কত্বের চার ম্যাচে নেন দুই উইকেট।

একই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি জানিয়েছে, দুবাইয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে অনুশীলন করবেন হাসান মাহমুদ ও সৈয়দ খালেদ আহমেদ। টুর্নামেন্ট শুরু হলে ২০ ফেব্রুয়ারি দেশে ফিরে আসবেন তারা দুজন।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে বাংলাদেশ দলের প্রথম ম্যাচ ২০ ফেব্রুয়ারি ভারতের বিপক্ষে। গ্রুপ পর্বে নাজমুলদের অন্য দুই প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তান।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফিতে ভালো করবে বাংলাদেশ, বিশ্বাস সিমন্সের



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হবে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। সেই লক্ষ্যে মিরপুরে চলছে বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটারদের অনুশীলন। সেখানেই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দলের কোচ সিমন্স বলেছেন, এই আসরে বাংলাদেশ ভালো করবে বলেই বিশ্বাস তার, তিনি তো শিরোপা জেতার ব্যাপারেই আত্মবিশ্বাসী।

সিমন্স বলেন, 'চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে বাংলাদেশের ভালো করার সম্ভাবনা আছে। আমরা সেরা ক্রিকেট খেলতে পারলে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। ট্রফি জেতার ব্যাপারে বিশ্বাস না থাকলে এখানে থাকতাম না।'

ট্রফি জেতার ব্যাপারে আশাবাদী হলেও বাংলাদেশের সেরা প্রস্তুতি হচ্ছে না বলে মনে করেন সিমন্স। তিনি বলেন, 'আমি একমত যে সেরা প্রস্তুতি হচ্ছে না চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে। তবে আমরা সাদা বলের ক্রিকেটের সাথে ছিলাম। প্রস্তুতি নেব এখন। ৬ দিনের প্রস্তুতি ক্যাম্প আছে।'

গত অক্টোবরে চট্টিকা হাথুরুসিংহে বরখাস্ত হওয়ার পর বাংলাদেশের দায়িত্ব পেয়েছিলেন সিমন্স।

তার সঙ্গে বিসিবির চুক্তি হয়েছে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি পর্যন্ত। এরপর ভবিষ্যৎ কী, সেটা সিমন্স নিজেও জানেন না। চুক্তি বাড়লে বাড়তেও পারে তার। তিনি বলেন, 'আমি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি পর্যন্ত আছি। এরপর কী হবে এখনই বলতে পারছি না।

আর্জেন্টিনাকে সব জেতার স্বাদ দিয়েও নিজেই এখনো ভুগছেন অবসাদে



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ২০২১ কোপা আমেরিকা বললে ফাইনালে ব্রাজিলের বিপক্ষে তাঁর দারুণ লবের কথা মনে পড়বে আর্জেন্টিনা ভক্তদের। লা ফিনালিসিমা ছোট টুর্নামেন্ট বলে সেটি আর এত গুরুত্ব পায় না, আর্জেন্টিনা পরে বিশ্বকাপও জিতে যাওয়ায় তো আরও দাম হারিয়েছে ট্রফিটা, তবে সে শিরোপার পথেও একটা গোল আছে তাঁর। আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জেতানোর পথে ফাইনালে অসাধারণ টিম মুভের পর তাঁর গোল তো বিশ্বকাপ ইতিহাসেই জায়গা পাওয়ার মতো।

আনহেল দি মারিয়ার আর্জেন্টিনার হয়ে আর কোনো আক্ষেপ তো থাকার কথা নয়। শুধু সিনিয়র দলের হিসাবই কেন, অলিম্পিকেও তো আর্জেন্টিনাকে সোনা এনে দিয়েছেন তিনি, এবং সে ফাইনালেও তাঁর অসাধারণ লবই আর্জেন্টিনার শিরোপানির্ধারক। তবু সে দি মারিয়াই এখনো ডিপ্রেশনের ওষুধ খেয়ে চলেছেন!

কারণ? সাফল্যে ঘেরা এই সময়ের আগে ২০১৪ বিশ্বকাপ থেকে শুরু করে পরের দুই বছরে দুই কোপা আমেরিকা, টানা তিন ফাইনালে হেরে আর্জেন্টিনার দুঃস্বপ্নের সে সময়ের আঁচ যে এখনো যায়নি দি মারিয়ার মন থেকে!

ইনফো বে-র সঙ্গে আলাপে তা-ই জানিয়েছেন দি মারিয়া, 'ওটার কারণে (টানা তিন বছরে তিন ফাইনালে হার) আমি এখনো ওষুধ খাচ্ছি। (মাত্রা) কিছুটা কমিয়ে আনতে পেরেছি। এখন আগের চেয়ে অনেক ভালো আছি। তবে এই ওষুধগুলো তো কিছুটা আসক্তও করে ফেলে! এই ব্যাপারগুলো থেকে যায়, জীবনে চিহ্ন রেখে যায়।'

চিহ্ন যে রেখে যায়, তা দি মারিয়ার কথায়ই বোঝা যায়। ৩৭ বছর বয়সী দি মারিয়া আর্জেন্টিনার হয়ে গত জুলাইয়ে টানা দ্বিতীয় কোপা আমেরিকা জিতে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় বলে দিয়েছেন। পেছনে ফিরে তাকালে তাঁর ক্যারিয়ারে অপূর্ণতা বলতে আর কিছু থাকার কথা নয় বটে। তবে এখনো ওই তিন বছরে বারবার ফিরে তাকায় তাঁর মন। আর যতবার ফিরে তাকায়, দি মারিয়ার মনে পড়ে যায় সে সময়ে জাতীয় দলের সতীর্থদের কথা।

দে পল, এনসো ফের্নান্দেস, ম্যাকঅ্যালিস্টার, এমিলিয়ানো মার্তিনেসদের এই প্রজন্মকে নিয়ে বিশ্বকাপ জিতলেও ইগুয়াইন-আগুয়েরোদের সে প্রজন্মের কথা ভোলেন না দি মারিয়া। তাঁদের জন্য খারাপ লাগার কথাটা উঠে এসেছে ইনফো বে-র সঙ্গে আলাপেও, 'বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠেও শিরোপা জিততে না পারা ওই দলটার কথা এখন আর কজন মনে রাখে! সংখ্যাটা খুব কম। আমার কাছে ব্যাপারটাকে অন্যায্য মনে হয়। ওই ছেলেদের কথা কে বলে? কেউ না! খুব কম মানুষই এখন আপনাকে বলতে পারবে ওই দলটা কেমন খেলেছে!'

আর্জেন্টিনা ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে দীর্ঘ অপ্রাপ্তি ঘোচানোর পর লিওনেল মেসি যেমন কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন ২০১৪ বিশ্বকাপের সে প্রজন্মের প্রতি, দি মারিয়ার সুরও একই, 'আমরা বিশ্বকাপ জেতার পর, কোপা আমেরিকা জেতার পর অনেকবার কথাটা বলেছি, যে, এই ট্রফিগুলোর পেছনে আগের

২১ বছর বয়সেই ক্রিকেটকে বিদায়



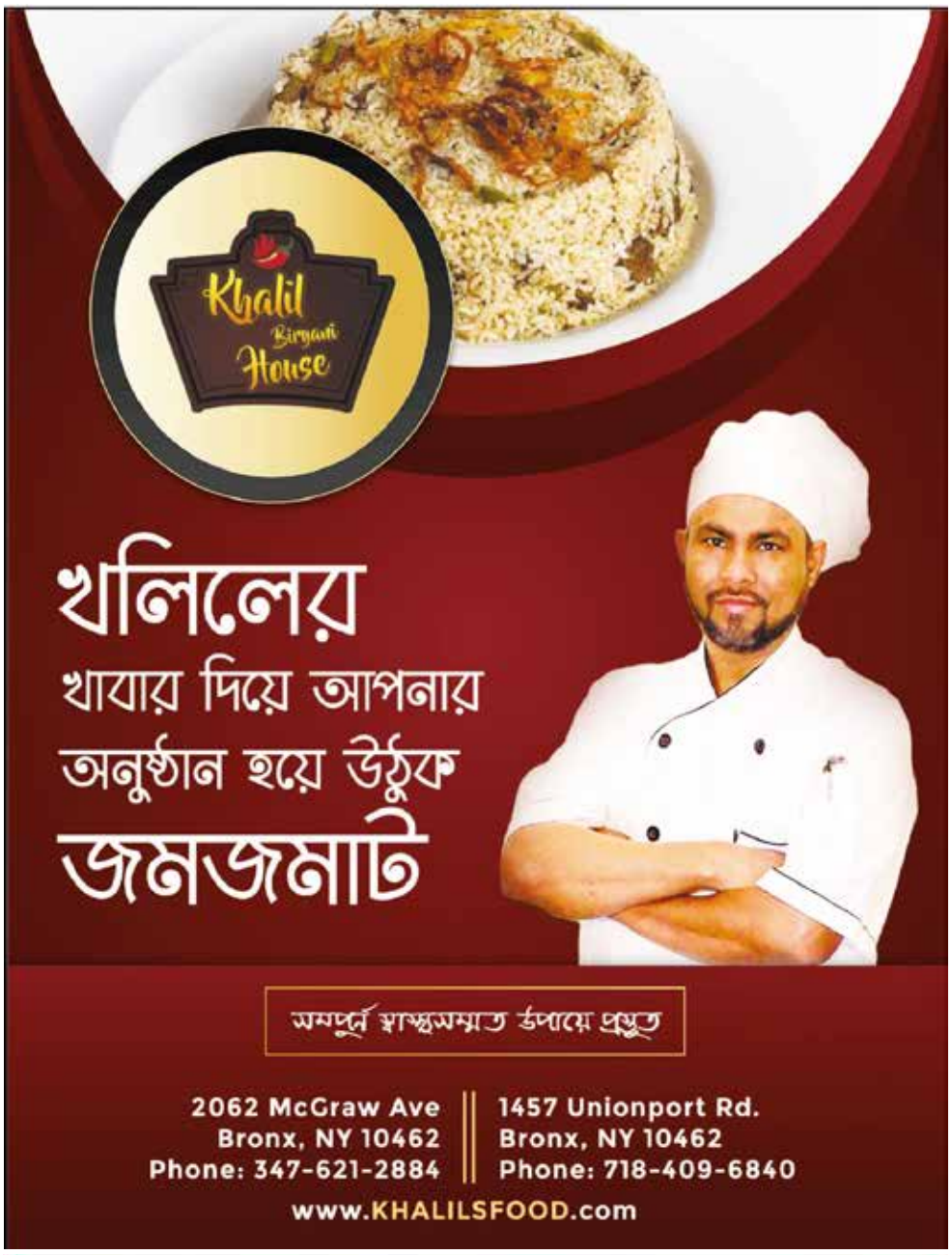
বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বয়স সবে মাত্র ২১ বছর। ফলে ক্রিকেটে দীর্ঘ এক ক্যারিয়ারই গড়তে পারতেন প্রান্তিক নওরোজ নাবিল। কিন্তু গড়ার আগেই ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন তিনি। হঠাৎ করেই আজ জানিয়েছেন, আর ক্রিকেট খেলবেন না তিনি।

বড়-ছোট মিলিয়ে বাংলাদেশ পুরুষ দলের সবচেয়ে বড় অর্জন অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ। ২০২০ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় দলের ওপেনার ছিলেন প্রান্তিক। তবে বিশ্ব জয়ের পর মাঠে খুব একটা দেখা যাচ্ছিল না।

আসলে তার অসুস্থতাই তাকে ভোগাচ্ছিল। শ্বাসকষ্টের সমস্যার কারণে খেলায় ধারাবাহিক হতে পারছিলেন না। তাই পেশাদার ক্রিকেটে ৩৫ ম্যাচেই তাকে থামতে হলো। সবমিলিয়ে রান করেছেন ৯৩৮।

অবসরের সিদ্ধান্ত অনেক দিন ধরেই ভাবছিলেন বলে জানান প্রান্তিক। পরে নির্বাচকদের জানিয়েও দেন তিনি। এখন পড়াশুনোয় মনোযোগ দিতে চান তিনি। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ণরত তিনি। ক্রিকেট থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ায় এখন নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন।




Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300 OFF
* Minimum $10000 cash purchase required
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel


Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
MIRZA M ZAMAN
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

কমিউনিটির কল্যাণের অঙ্গীকার সিটি মেয়র প্রার্থীদের







(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সিটি নির্বাচনে প্রার্থীদের এজেন্ডা নিয়ে খোলামেলা আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে পছন্দের প্রার্থী বাছাইয়ের পথ সুগমের হয়েছে বলে সংশ্লিরা অভিমত ব্যক্ত করেছে। এটি ছিল 'রাইজ আপ নিউইয়র্ক সিটি' দ্বিতীয় সমাবেশ। সমাবেশে মূলধারায় জোরালো সম্পর্কের মধ্য দিয়ে নিজেদের অধিকার ও মর্যাদা আদায়ে এ ধরনের সমাবেশের গুরুত্ব অপরিসীম বলে সিটি মেয়র, সিটি কম্পট্রোলার, পাবলিক এডভোকেট ও কাউন্সিলম্যান প্রার্থীরা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন।

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট মো. শামসুল হক তার স্বাগত বক্তব্যে তথ্য-উপাত্তের আলোকে উল্লেখ করেন যে, আমেরিকায় বাঙালীদের আগমণ শুরু হয়েছে ১৮৮৭ সালে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আগমণের হার ক্রমান্বয়ে বাড়তে বাড়তে এখোন বিশেষ একটি পরিচিতি অর্জনে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশীরা। তবে সংখ্যার অনুপাতে আমেরিকান রাজনীতি ও প্রশাসনে যেভাবে ঠাঁই পাওয়া উচিত ছিল তা এখনো দৃশ্যমান হয়নি। সেই সংকট কাটিয়ে উঠার অভিপ্রায়ে 'রাইজ আপ নিউইয়র্ক সিটি' কাজ করছে। আজকের এ আয়োজনে অনেক ভাল লাগছে। নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন পর্যায়ের প্রার্থীর সমাগম ঘটায় আশা করছি কমিউনিটি আরো উজ্জীবিত হবে।

সমাবেশে নিউইয়র্ক সিটির আগামী নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী ব্র্যাড লেন্ডার নিজেকে 'বাংলাদেশী লিডার' হিসেবে দাবি করে বলেন, 'ব্রুকলীনের চাচ-ম্যাকডোনাল্ড এলাকা থেকে ২০১০ সালে সর্বপ্রথম আমি সিটির কাউন্সিলম্যান নির্বাচিত হয়েছি সেখানকার বাংলাদেশীদের অকুণ্ঠ সমর্থনে। এরপর আমি ২০২১ সাল পর্যন্ত একই আসনে বিজয়ী হয়েছি। এরপর আমার আসনটি ছেড়ে দিয়েছি বাংলাদেশী আমেরিকন শাহানা হানিফের সমর্থনে। শাহানা হয়েছেন এই সিটির প্রথম বাংলাশী এবং প্রথম নারী কাউন্সিলম্যান। ২০২১ সালের নির্বাচনে আমি বিজয়ী হয়েছি সিটি কম্পট্রোলার পদে। চার বছরের দায়িত্ব শেষে লড়ছে মেয়র পদে। ডেমক্র্যাটিক পার্টির মেয়র হিসেবে বিজয়ী হতে পারলে এই সিটির অভিবাসী সমাজের মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে কাউকে টানাটানি করতে দেব না। ব্র্যাড লেন্ডার বলেন, আমি হচ্ছি নিউইয়র্ক সিটির সর্বোচ্চ পর্যায়ে জুইশ কমিনিটির একজন। সে আলোকে সকল কমিউনিটির স্বার্থকে আমি বরাবরই প্রাধান্য দিয়ে আসছি। শুধু তাই নয় নিউইয়র্ক স্টেটে আমিই প্রথম জুইশ লিডার, যিনি গাজায় যুদ্ধ বিরতির আন্দোলনে সরব ছিলাম।'

সিটি মেয়র পদে ডেমক্র্যাটিক পার্টির মনোনয়নের দৌড়ে অবতীর্ণ একমাত্র মুসলিম প্রার্থী যোহরান মামদানি বলেন, '৩০ বছর ধরে এই সিটিতে বাস করছি। আমি জানি, অভিবাসীদের স্বপ্নের পরিধি কত বিস্তৃত। এই সিটির ৫ বরোর অভিবাসীদের একই স্বপ্ন। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গেছে যে, সেই স্বপ্নগুলোর কথা স্মরণ করতেও কষ্ট হচ্ছে। কীভাবে এই সিটিতে নিরাপদে বসবাসের উপযোগী একটি পরিবেশ তৈরী করা যাবে-সেটিও অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট-৩৬ থেকে ডেমক্র্যাটিক পার্টির ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান যোহরান মামদানী ইতিমধ্যেই খেটে খাওয়া অভিবাসীদের সব আন্দোলনে সরব রয়েছেন। গাজায় ইসরায়েলী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার রয়েছেন শুরু থেকেই। ট্যাক্সি ড্রাইভারদের দাবি আদায়ের আন্দোলনের সময় অনশন করেছেন। গ্রেফতারও হয়েছিলেন অভিবাসীদের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষার আন্দোলনের সময়। এভাবেই নিজেকে বাংলাদেশীদের অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে পরিগণিত করতেও সক্ষম হয়েছেন।' তিনি আরো বলেন, 'নিউইয়র্ক সিটির অধিবাসিরা প্রতিনিয়ত দুশ্চিন্তায় থাকেন কীভাবে বাসা ভাড়া কিংবা মর্টগেজ পরিশোধ করবেন, কোত্থেকে সংগৃহীত হবে কনএডিসন অথবা পানির বিল। এমনকি সাবওয়ে/বাসের টিকিটের অর্থ নিয়েও অনেকে দুশ্চিন্তায় থাকেন। কারণ, যা আয় হচ্ছে তার পুরোটাই ব্যয় হয় খাদ্য-সামগ্রী ক্রয়ে। কেন হয়েছে এমন অসহনীয় পরিস্থিতি? কে দায়ী এ জন্য? এসবের জবাব খুঁজতে হবে এবং সে অনুযায়ী সামনের নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হবে।' তিনি বলেন, 'নিউইয়র্ক সিটিতে কারোরই নিরাপত্তা নেই। সকলেই সন্ত্রস্ত। নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে সকলের সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে।'

আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল বার এসোসিয়েশনের পরিচালক ও ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এটর্নী মঈন চৌধুরী বলেন, 'আমরা যদি আলোচনার টেবিলে বসতে না পারি তাহলে কেউই আমাদের সমস্যা নিয়ে সরব হবেন না। আমি ২০১৬ সাল থেকে ডিস্ট্রিক্ট লিডারশীপে আছি, আমি সব সময় চেষ্টা করি কমিউনিটির গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুসমূহ রাজনীতি ও প্রশাসনের সামনে উপস্থাপনের জন্য। যারা সুপ্রিম কোর্টে জজ হিসেবে প্রার্থী হোন তাদের মনোনয়ন আমাকে দিতে হয়। এভাবেই আমরা কমিউনিটির গুরুত্ব আমেরিকান ধারায় নিয়ে আসার চেষ্টা করছি।'

মঈন চৌধুরী আরো বলেন, 'আমরা শুধু সিটি কাউন্সিলের মেম্বার অথবা স্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান কিংবা সিনেটর-মেয়র হলেই বুঝি যে লিডার হয়েছি। অথচ বহুজাতিক এ সমাজে সব ক্ষেত্রেই লিডার হবার সুযোগ রয়েছে এবং সে সবের গুরুত্বও আছে। আমি সব সময় ভালো কাজের সাথে আছি। ভবিষ্যতেও পাশে থাকবো।'

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার শাহনেওয়াজ বলেন এই সিটির স্বল্প ও মাঝারি আয়ের কর্মচারিদের নিদারুন কষ্টের কথা। 'বাসা ভাড়াসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে বেতন-ভাতা বাড়ানো হচ্ছে না। একই অবস্থা অন্য পেশার লোকজনেরও। সিটি প্রশাসনকে এ ব্যাপারে মনোযোগী হতে হবে এবং নাগরিকদের নিরাপত্তাকে আরো গুরুত্ব দেয়াও জরুরি।'

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক গিয়াস আহমেদ বলেন, '২০ বছর আগে আমি নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি। তাই, আমি জানি মূলধারার রাজনীতিতে সম্পৃক্ততা কতটা জরুরী। কারণ, রাজনীতি ও প্রশাসনের পরতে পরতে অভিবাসন আর মুসলিম বিদ্বেষীরা দিন-রাত আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। এ জন্যই আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে; যাতে রাজনীতি ও প্রশাসনের সকলের বোধোদয় ঘটে যে আমরাও একটি অবস্থানে আছি। সব নির্বাচনে কেন্দ্রে গিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হবে আরো যত্নসহকারে।' তিনি বলেন, ২০ বছর আগে কোথাও কোন প্রবাসী বাংলাদেশী ছিলেন না। এমনকি কমিউনিটি বোর্ডেও দেখিনি। 'আর এখন অনেক সিটির মেয়র, কাউন্সিলম্যান, স্টেট সিনেটর, স্টেট রিপ্রেজেনটেটিভ রয়েছে আমাদের কমিউনিটির। অন্তত: ৫০ জন কমিউনিটি বোর্ডের মেম্বার ছাড়াও জজ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিতরা আছেন। অর্থাৎ দিন বদলের সাথে সাথে আমেরিকান রাজনীতিতে সম্পৃক্ততাও বেড়ে চলছে।'

বাংলাদেশী আমেরিকান এডভোকেসি গ্রুপের (বাগ) প্রেসিডেন্ট জয়নাল আবেদীন বলেন, 'ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্ত হতে হবে এবং কেন্দ্রে যেতে হবে। তাহলেই কমিউনিটির গুরুত্ব বাড়বে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের ন্যায্য হিস্যা নিয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হবে না।'

সিটি কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট-২৫ থেকে রিপাবলিকান পার্টির সনোনয়ন প্রার্থীর লড়াইয়ে অবতীর্ণ শাহ শহীদুল হক সাঈদ বলেছেন, 'আমরা অন্য কমিউনিটি ও ভাষার মানুষের জন্যে নির্বাচনী তহবিল গঠন করি। ওদেরকে ভোট দিয়ে সিনেট-কংগ্রেস-সিটি কাউন্সিলে পাঠাচ্ছি। এভাবে আর চলতে পারে না। এখন নিজেদেরকেই ঐসব আসনে জিততে হবে। এ জন্য দরকার ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং সংগঠিত হলেই জ্যাকসন হাইটসের মত বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকার নিরাপত্তা সুসংহত করা সম্ভব হবে। তার ফলে কমিউনিটি এগিয়ে চলার পথও বিস্তৃত হবে।' তিনি আরো বলেন, 'সাম্প্রতিক গাজা ইস্যুতে কেউ সেভাবে কথা বলেননি। আমাদের কমিউনিটির গিয়াস আহমেদ সর্বপ্রথম স্লোগান উঠিয়েছেন 'মুসলিম ভোটার্স ম্যাটার'। তিনি সোচ্চার রয়েছেন গাজায় যুদ্ধ-বিরতি দাবিতে। অন্য যাদের জন্যে আমরা তহবিল গঠন করেছি তারা ভোট শেষে কোন উচ্চবাচ্য করেননি ফিলিস্তিনিদের পক্ষে।'

সমাবেশে সিটির বিভিন্ন পদে সম্ভাব্য প্রার্থীগণের মধ্যে আরো ছিলেন হায়রাম মনসেরাত, জেনিফার রাজকুমার, ইসমাইল মালাভি, মাইকেল ব্ল্যাক, জাস্টিন ব্র্যানন, মার্ক লেভিন, জুমানি উইলিয়ামস, স্টেট সিনেটর জন ল্যু প্রমুখ। এছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনিক রাজ, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি বদরুন নাহার মিতা, বিশিষ্ট হোমকেয়ার ব্যবসায়ী আকাশ রহমান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট খোরশেদ খন্দকার, অজিৎ ভৌমিক, এনওয়াইপিডি'র কর্মকর্তা জামিল সরোয়ার জনি, ডিটেকটিভ মাসুদ প্রমুখ।



সাহিত্য সাময়িকী

চেতনা হারানোর উৎসবে

মতিন বৈরাগী

যে থালাটায় আমি ভাত খেতাম আয়েশে
মজা করে ডাল খেতাম চুমুক লাগিয়ে;
ভাবতাম থালার বিবর্তন ইতিহাস
খেতে বসে দেখি ফুটো দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে
প্রোটিন তরল।
যে বালিশে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতাম বর্ণমালার
কখন যে ইঁদুর তাকে কেটেকুটে
ছিটিয়ে রেখেছে ঘরময় উৎসব আনন্দে
আমি চেয়ে চেয়ে দেখি স্মৃতির
অপসৃয়মানতা।

আমার অত্মার আত্মধ্বনি হৈচৈ সোরগোলে
মধ্যদুপুরের নিঝুম হাসপাতালের করিডোর,
প্রতীক্ষার শব্দ নেই, দীর্ঘশ্বাসের অলিখিত কবিতা।
ডুকরে ওঠে অতীতের আমতলা মর্গের কোঠাঘর
প্রতিধ্বনিগণ মুছে গেছে।
বোধের বধিরতায়
তামাশারা লোভের নানা ফন্দিতে চোখতারায় হাসে।

একুশ থমকে গেছে, রোরুদ্ধ্যমান শীতের বিকেল,
যে পাখিটি জানালার কার্নিশে গাইছিল গান
সেখানে গোক্ষুরের দোলায়িত ফণা
থেমে গেছে চেতনা হারানোর উৎসবে।

অদৃশ্য

আশরাফ আহমদ

আজান আর উলুধ্বনি শেষে, সন্ধ্যায়,
আমাদের যে কেচ্ছার হাট উঠোন ভর্তি ছিল,
মন ভর্তি ছিল, তাকে, টেনেহিঁচড়ে
নাগরিক ও আধুনিক করি,
অপন্যাস করি রাত্রির।
যাকে বলছ-- স্মৃতিকথা!
আসলে তা বেদনার, ব্যর্থতার স্থিরচিত্র,
খালি চোখে দেখাই যায় না,
মনে মনে তো একেবারেই না।





একুশ শুধু একুশ নয়

নাসরীন নঈম

একুশ হলো মায়ের মুখ
একুশ আমার ভাষা
একুশ আমার জীবন যাপন
একুশ বাবার আশা।
একুশ হলো ছোট ভাইটার
ছড়া পড়ার সুখ
একুশ হলো নদীর তীরে
ঢেউগুলো উন্মুখ।
একুশ শুধু একুশ নয়
একুশ একটি কথা
একুশ এলে যায় ভেঙে যায়
জাতির নীরবতা।

কিসের ভয়

জাফরুল আহসান

হঠাৎ তুমি বললে হেসে,
"পালিয়ে যাও পালিয়ে যাও–
প্রেমের নদী, মাতাল স্রোত,
ডুবছে নাও ডুবছে নাও"।
তোমার কথা শুনবো কেনো?

ডুবছে নাও, ডুবতে দাও
কিসের ভয়? কিসের ডর!
ডুবুক যদি ডুবতে দাও।

লাল সবুজের মানচিত্র

নার্গিস আক্তার

লালে লাল দুনিয়া শহীদদের
রক্তের প্রতীক।
লাল সবুজের পতাকা
শহীদদের রক্তের ঋণ।

সবুজ শ্যামল ঘেরা সৌন্দর্যে
ভরপুর আমার সোনার বাংলাদেশ।
একুশে ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলন
বায়ান্নের বীর সন্তানদের জীবন বলি।
ছিনিয়ে এনেছে মুখের ভাষা বাংলা।

রক্তের বিনিময়ে ছিনিয়ে এনেছে
মাতৃভাষা বাংলা ভাষা।
এরই নাম একুশে ফেব্রুয়ারী
বীর সন্তানদের রক্তের ঋণ।

শহীদের পাদদেশে

দিলীপ কির্ত্তুনিয়া

শহীদের পাদদেশে যত ফুল
সব আমাদের হৃদয় নিঙড়ানো
ভালবাসা।

শহীদ মিনারের কাছে কাছে
যত কথা-- যত গান-- যত সুর
সব আমাদের স্বপ্ন উজাড় করা।

শহীদ মিনারের কাছে যত নদী
যত জল স্রোতবহুল দূর থেকে আসা
সব আমাদের মিলন মোহনা
আমরা এক সাথে আছি
এক সাথে বাঁচি

তারই কামনা।

শহীদ মিনারের কাছে আমরা
বহুক্ষণ থেমে থাকি।
শহীদ মিনারের পাদদেশে দাঁড়াই
ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না
মিনার আমাদের অবিচল ঠিকানা

ভাষার অমর্ত্যলোক

সায়ীদ আবুবকর

ভাষা তো হৃদয়ে জন্ম নেওয়া উচ্ছ্বাস--নিঃশব্দ, নিশ্চুপ;
আর ভাষার চিত্রিত রূপ
দুচোখের সব ছবি। মানুষ তো চলমান ভাষা, পাহাড় নিশ্চল--
আর মহাসমুদ্রের ফেনায়িত জল
অফুরন্ত শব্দময়
যেন এক বঙ্কিম হৃদয়।

অরণ্যের সব ফুল, ভাষা এক--রূপসী, সুগন্ধী;
সুরের খাঁচায় বন্দী
ডানা ঝাপটানো ভাষা অরণ্যের যত পাখি; আর নিশীথের নক্ষত্ররা
যেন নিঃশব্দ লিরিক, সুরের আলোয় ভরা।

কিন্ত, প্রিয়তমা, ভাষার অমর্ত্যলোক
শুধু তোমার দুচোখ।

শব্দবিন্যাস ও তুমি

আশরাফ হাসান

তুমি বইকে মনে করো নির্মোহ ঝামেলা
কবি কিংবা লেখকের অনুৎপাদনশীল নেশামগ্নতা
অবশ্য নগদ অর্থবলে তুমি শাণিত হও বেশি
যেভাবে সোনার প্রলেপ মাখা ক্ষয়িষ্ণু রাতের গভীরে
পা ডুবিয়ে কেউ কেউ হতে চায়
অমর প্রেমিক

তুমি মুদ্রাপীঠে শব্দবিন্যাস দেখলেই
চারপাশে পাগলের প্রলাপ শুনতে পাও,
যে বর্ণমালা আমি কিনেছি কৃষ্ণচূড়ার দামে
সূর্যের মতো তাজা রঙ স্থিত হয়ে আছে
যে আগ্রাসি অন্ধকারের গায়
তুমি সেই গল্প ও তার প্রেমিক- প্রেমিকাদের
কতটুকুই বা জানো?

আমি এখন বই কিনছি
তোমার উদগীরণকৃত বিরক্তিমূল্যে,
ধাবমান দুঃশাসনের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে;
আমি এখন বই কিনছি
দীপের ম্রিয়মান আলোকোদ্ভাসকে বাঁচাবো বলে

সাহিত্য সাময়িকী



একটা সময় ছিল

তমিজ উদ্‌দীন লোদী

একটা সময় ছিল বুকের ভেতর ওঁত পেতে থাকা বাঘের
একটা সময় ছিল নদীর মতো জোয়ারের
ছিল প্রতিবাদের সাহস আর আত্মত্যাগের মহিমা
সীমাহীন অসাধারণত্ব আর আদর্শের শিকড়।

একটা সময় ছিল তীব্র আবেগে উত্তাল
খালি পায়ে স্নিগ্ধ হাওয়ায় প্রভাত ফেরির গান
ফ্যাকাসে আকাশ কিংবা চরম রৌদ্রে
কখনো যা রুদ্ধ হয়ে যেতো না ।

একটা সময় ছিল অগ্নির ও বারিপাতের।

হে একুশ, নেই কেন সেই পাখি?

গোলাম রববানী

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ আমার ভাষা বাংলা-
সর্বনাশা, দুর্দশা সুখ! কথাশহিদ কান্না!

সোনার ছেলে রক্ত ঢালি মোদের গরব আনলে,
বাংলা নামের একাডেমি লজ্জিত লাল করলে!

এগারো মাস পড়ে থাকি অনাদরের জঞ্জাল,
উথলে ওঠে ফেব্রুয়ারি- চেতনালোকের ফুল!

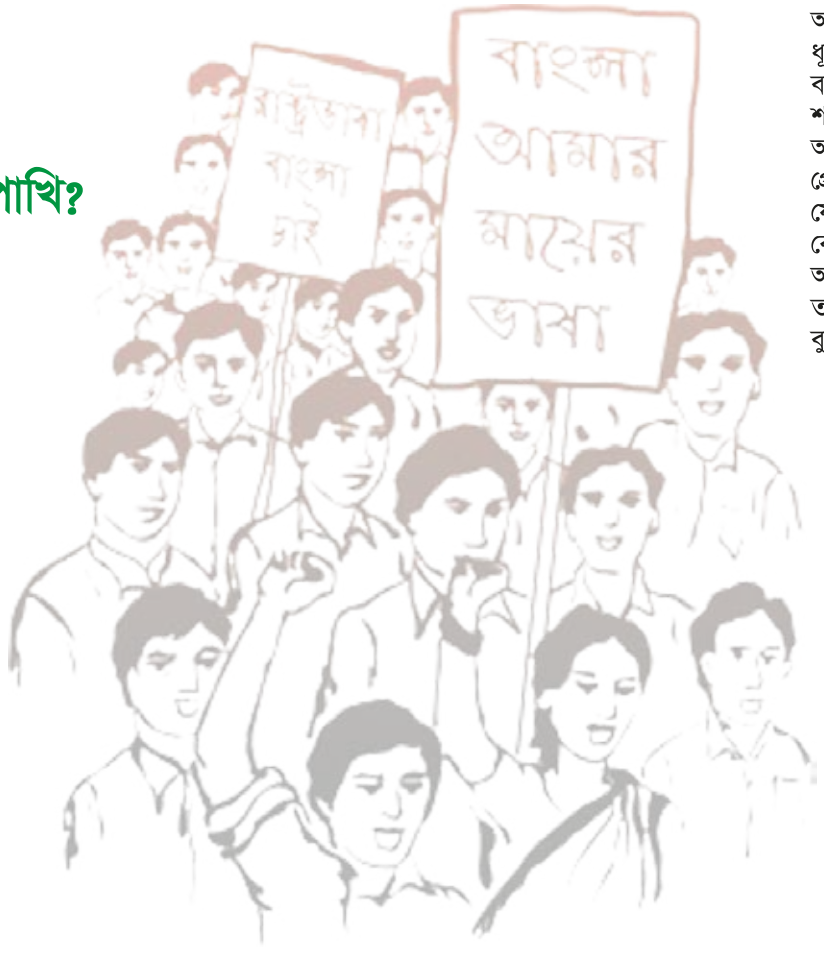
গৌরবেরই আলোক গতি শহিদ মিনার টানে;
প্রভাতফেরি আঁধার কালি কোটি ফুলের ঢলে!

পথগুলো সব ধন্য হলো সূর্যতাপের আলোয়,
বাংলার মাটি জল যে আরো রক্ত ফুলের বন্যায়!

একুশ আমার একুশ তোমার কণ্ঠস্বরের দ্যুতি,
ফেব্রুয়ারির যাতন বেদন স্বর্গসুখের খনি।

অনন্তপ্রেম বরফবীথি নিরঞ্জনের পৃথিবী,
বাংলা আমার চিরকালীন অচল পদাবলী।

জন্ম আমার বাংলাতে তাই, বাংলার কথা বলি,
বুকের পাঁজর খুলে দাঁড়াই- নেই কেন সেই পাখি!



একুশ

এইচ বি রিতা

রক্তের দাগ শুকোয়, স্মৃতি শুকোয় না।
একুশ আসে, একুশ যায়
রাস্তার মোড়ে পতাকা ওড়ে
ফুল পড়ে শহীদ মিনারে,
তারপর?

তারপর বাংলা ভাষা,
চায়ের দোকানে, প্রেমের চিঠিতে,
রাজপথের শ্লোগানে
অথচ শব্দেরা আজ কেমন যেন ক্লান্ত
নীরবতার কাছে হেরে যায় মাঝে মাঝে।

সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার
নামগুলো এখন স্মৃতিফলকে বন্দি
অথচ একদিন তারা ভাষার জন্য মরেছিল
ভাষা এখন কার জন্য বাঁচে?

একুশ আসে, একুশ যায়,
আমরা ভাষার গান গাই-
তারপর?

সহজাত কথা

জেবুন্নেছা জোৎস্না

আমি সহজাত কথা বলি-
শ্রবণের বোধগম্য দুপুরের ঝিমুনিতে
জ্যাজ নয়, লালন সংগীত শুনি!
কে চৈনিক, কে বৈদিক, আফ্রিকান
স্প্যানিশ অথবা জাতিতে আরব
বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য চিনতে নাও পারো তাকে

কাকের বাসায় যেমন কোকিল ছানা
কা কা স্বরে নয়, কুহু সুরে ডাকে-
রুদালীর কুম্ভীরাশ্রু, বিয়োগ বিলাপ
জন্মোৎসব- প্রার্থনা- উল্লাস
পৃথিবীর অংকুরিত ভাষার উন্মুক্ত স্রোতে
আমি চাইনা ভিনদেশে মধুসূদন হতে!

কমলা লেবুর কোয়ার কোষেতে
মাউথব্রিড়ার মৎস্যের প্রজন্মের প্রজননে
লালিত আমার মাতৃভাষা- বাংলা
বাহান্নতে কিনেছি রফিক, জব্বারের রক্তে

শহিদ মিনার

সোহেল রানা

রক্তে রাঙানো বুক!
যেন সহস্র প্রাণের উদীপ্ত মুখ,
সূর্যের নির্মলতর রূপ।
আকাশ গহিন অন্ধকারের অতলে!
নক্ষত্র শোকে বিবর্ণ! মোমবাতির
ঝড়োকান্না এবড়োখেবড়ো শিখায় জ্বলছে...
প্রতীক্ষার প্রহরে বাগানের ফুল,-
হৃদপিঞ্জর চন্দনকাঠের চিতায় দাউদাউ জ্বলছে...!
সেই আগুন ঢেলে দেবে!
কখন রাত্রির মধ্যপ্রহর অতিক্রম করবে
ভোর;
আকাশে রক্তের গন্ধ!
ধূসর ডানার চিল এলোমেলো মাতালের মতো!
বাতাসে করুণ স্পন্দন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত-
শান্ত সাগরে অশান্ত ঢেউ : রক্তস্রোতে দাঁড়িয়ে আছে মা!
আর পাহাড়-শূন্যতায় খাঁ খাঁ হৃদয়ে বাবা!
প্রেয়সীর শীতে-ভিজা কানাকুয়োর চোখ
যেমন বেতঝোপের- শীষে ডোবায় আটকা-পড়া কানাকুয়া!
বোনের চোখে অগ্নিশিখা- ধুলো বাষ্প হয়ে উড়ছে...
আর ভাইয়ের বুকে বিদ্ধ বুলেটে সহোদরের হৃদয় খান খান!
তাই কপালে কাফনের কাপড় বাঁধা- রক্তাভা,
বুকে কালো ব্যাজ!

পোড়া আগুনের ভাষা

বশির আহমেদ

গর্হিত অন্ধকারে হেঁটে যাচ্ছে আলোর সময়!
আমি বৃক্ষের জীবন পাঠ করি অথবা পাখির,
সবুজের পাঠশালায় মানুষের পদচিহ্ন খুঁজি।
কত শতাব্দী কেটে গেছে আলো অন্ধকারে,
পথে পথে মানুষের আকৃতি দেখি অথচ মানুষ দেখি না।
অবাসযোগ্য শহর
মৃত্যুর কোরাস গাইতে গাইতে দিগ্বিদিক শহরের
কালো কাক,
চারদিকে দমন পীড়ন,
চক্রান্তের মৃদু বাতাস ফিসফিস করে পাড়ায় পাড়ায়,
কারো বোঝার ক্ষমতা নেই পোড়া আগুনের দার্শনিক ভাষা।

ইমিগ্রেশন সংকটে করণীয় বিষয়ে বাংলাদেশ সোসাইটি'র পরামর্শ সভা





















(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রেসিডেন্ট মহিউদ্দিন দেওয়ান ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

পরামর্শ সভায় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণ প্রবাসীরা উপস্থিত হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের কয়েকজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নি তাদের বক্তব্য তুলে ধরে পরামর্শ দিয়েছেন। সভায় বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মো: নাজমুল হুদা, অ্যাটর্নি স্ট্যানলি এম ওয়াইন, অ্যাটর্নি সুজান স্কোইয়্যার, অ্যাটর্নি খায়রুল বাশার,কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ, সোসাইটির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার, সোসাইটির বর্তমান সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল প্রমুখ।

অ্যাটর্নি খায়রুল বাশার বলেন, গত ২০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশ জারির পর জেএফকে এয়ারপোর্টে অবতরণ করেও অনেক বাংলাদেশি ও ভারতীয় স্টুডেন্ট যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশাধিকার পাননি। যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশান নীতিমালার বিভিন্ন ভায়েলশনের অভিযোগে বিমানবন্দর থেকেই তাদেরকে নিজ নিজ দেশে পাঠিয়ে দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। এজন্যে আমি স্টুডেন্ট ভিসায় যারা আছেন কাংবা আসবেন তাদের সতর্ক করতে চাই যে, স্টুডেন্ট ভিসাধারীর অনেকে সঙ্গতকারণেই টুকটাক কাজ করেন। ব্যাংকে অনেকের ডলারও জমা হয়। যারা বাংলাদেশ থেকে আসছেন তারা যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবন্দরে নানাবিধ প্রশ্নবাণে জর্জরিত হচ্ছেন। কেন এত ডলার জমা হয়েছে? কোত্থেকে এসেছে এই অর্থ? এমন বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়ানোর অভিপ্রায়ে সাথে সেলফোন না রাখাই শ্রেয়। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সময় ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস কর্মকর্তারা সার্চ করে দেখতে পারেন যুক্তরাষ্ট্রে কোন ঠিকানায় থাকবেন। সেই ঠিকানা সার্চ দিলে হয়তো দেখা যাবে ঐ ঠিকানায় কয়েকজন অবৈধ অভিবাসীও থাকছেন।

ইমিগ্রেশান অ্যাটর্নি বাশার আরো জানান, ট্যুরিস্ট ভিসায় আগত একজনকে জেএফকে এয়ার পোর্ট থেকেই বহিষ্কার করা হয়েছে। সে সময় জিজ্ঞাসাবাদকালে ঐ ভিসাধারী বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস কর্মকর্তাকে জানিয়েছিলেন যে তিনি তিন সপ্তাহের জন্যে এসেছেন। অথচ তার ফোন ঘেঁটে দেখা যায় যে, তিনি হোটেল বুকিং দিয়েছেন মাত্র দুদিনের। এমন ঘটনা ঘটছে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন এয়ারপোর্টেও।

অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশান অ্যাটর্নি বাশার আরো বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আপাতত: টার্গেট হচ্ছে ক্রিমিনাল অবৈধ অভিবাসীরা। এছাড়া যাদের রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার আবেদন নাকচ হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধেও বহিষ্কারের আদেশ জারি হয় যদি তারা আপীল না করেন। তেমন লোকজনকে খুঁজে পেলেই গ্রেফতার করা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কারের জন্যে। আইসের এজেন্ট যদি বহিষ্কারাদেশের নথিও দেখায়, তবুও দরজা না খোলা যেতে পারে যদি আইস অফিসারের কাছে জুডিশিয়াল ওয়ারেন্ট না থাকে। আইস অফিসার যদি আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানা দেখায় তাহলে ভিন্ন কথা। গ্রেফতারি পরোয়ানা ব্যতিত কোন বাসায় জোরপূর্বক প্রবেশের অধিকার কোন সংস্থারই নেই। এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেই নিজের আইনজীবীকে ফোন করতে হবে। এছাড়া, আইসের এজেন্টের কোন কথারই জবাবদান থেকে বিরত থাকা উচিত। বলতে হবে আইনজীবী ছাড়া আমি কথা বলবো না।

অ্যাটর্নি বাশার আরো উল্লেখ করেন, যারা ওয়ার্ক পারমিট পেয়েছেন তারা সবসময় তা সাথে রাখবেন। আরা যারা রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, কিন্তু ওয়ার্ক পারমিট পাননি, তারা আবেদনের রশিদটি সাথে রাখবেন। সেটিও আইসের অভিযান থেকে আপনাকে রক্ষা করতে সহায়ক হতে পারে।

পরামর্শ সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দীন সাগর, ল ফার্ম লীগ্যাল নেটওয়ার্কের জ্যাকব মিল্টন ও নীরা রাব্বানী, ল ফার্ম কিম এন্ড এসোসিয়েটস এর ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, বর্তমান সহ সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ভুঁইয়া ও সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউক খান, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক মোহাম্মদ হাসান জিলানী, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনিক রাজ, জ্যাকসন হাইটস এলাকা থেকে সিটি কাউন্সিল মেম্বার প্রার্থী শাহ শহিদুল হক সাঈদ, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, রুপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি আমিন খান জাকির প্রমূখ।



অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ
পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো
Micro Credit ও Micro Finance



- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট
তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

FSR
Multiservices Inc

মাল্টিসার্ভিস অফিস



বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য
আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পুণঃ মুদ্রণ/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- তালাক নোটিশ তৈরী করা।
- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- ওয়ার্ক পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- রেন্টাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্ল্যাটের বাৎসরিক পৌর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- সৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।

Tel (917)-776-1235 646-461-0919

বিশ্বস্ত সেবার অন্যতম বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com

GRAND OPENING!
JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911



Naresh Gehi, Esq.

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট
অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

Call: 718-263-5999

- তুলনামূলকভাবে কম ফি
- সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।



Suryia Rahman, Esq

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn

20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights

70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য



আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (স্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং প্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন ব্যক্তি ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগে মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

আমাদের ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আমাদের মাধ্যমে সহজে স্থানান্তর করতে পারেন।

দেশে কোন মোকদ্দমা বা সম্পত্তি/পরিবারের জন্য আপনি ও আপনার পরিবার ব্যবসার ভিসার নিতে পারেন এবং দুবছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এমাইলামসহ সর্বপ্রকার ক্রিমেল এসেটেট ক্লেজিং, পারসোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্লিপ ট্রিপ্পিং
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য জন্য
- ফ্যাক্টরী বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- ভ্যাসকেটিস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিসিস্যাপ গ্রহণ বা প্রেসক্রাইব না পাওয়া
- বর্ষ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইঞ্জিরেন্স কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিশ্বস্ততা -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ুম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member: naea



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

আবশ্যক

দোভাষী আবশ্যকঃ ম্যাডিকেল অফিসে দোভাষী আবশ্যক। ৩৫ ডলার ঘন্টা দুই ঘন্টা মিনিমাম। বাংলা- ইংরেজী।

Ebt Associates. Text করুন ৯১৭ ৫৭৫ ৬১২৫

আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

লোক আবশ্যকঃ
Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

লোক আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (Over night) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন- ৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

আবশ্যকঃ
ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ
এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০
southeasternmgm@gmail.com

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাইঃ ফ্যামিলি-ওরিয়েন্টেড, ভদ্র, সায়েন্টিস্ট (পিএইচডি অধ্যায়নরত-**CS**), বয়স: ২৭, উচ্চতা: ৫'৮", কমপ্লেক্সশন: উজ্জ্বল শ্যামলা, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পাত্রের জন্যে কমপ্যাটিবল পাত্রী চাই। পাত্র ব্রিফলি ডিভোর্সড।
যোগাযোগ:
abdurrahman.bd144@gmail.com (পাত্র নিজে)

পাত্র চাইঃসম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ইউএসএ সুন্দরী, শিক্ষিত পাত্রীর জন্য শিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। যাদের স্টুডেন্ট ভিসা আছে তাদের কে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কল করুন-৩৪৭-৪০০-৮৮০১.

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
অথবা ৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

রুমমেট

রুমমেট আবশ্যক : নিউইয়র্ক সিটির ইস্ট এলমাস্টের নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্টিটের উপরে এক তলায় এবং দ্বি-তলায় রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

রুমমেটঃ এ মাস থেকে ১ জন রুমমেট আবশ্যক। এলমহার্স্ট সাবওয়ে সাথে। একজন মেয়ের সাথে শেয়ারে থাকার জন্য। একজন মেয়ে বা মহিলা আবশ্যক। ৪২-২৫, লেটন স্ট্রীট। ৯২৯-৪০১-৯৫০১.

রুমমেট আবশ্যকঃ ৯০ স্ট্রীট ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ অধূমপায়ী একজন হিন্দু রুমমেট আবশ্যক। জুলাই শেষ থেকে ভাড়ার যোগাযোগঃ ৩৪৭-৮৩২-৮১৫৫.

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। এস্টোরিয়া স্টাইনওয়ে স্ট্রীট এম, আর ট্রেনের অতি নিকটে একজন অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৭১৮-৭৭২-৪৮৭৯.

রুমমেটঃ জ্যামাইকায় জুলাই মাস থেকে একজন রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৯৭-৮৯৭৮.

রুমমেটঃ জ্যাকসন হাইটস প্রাইম লোকেশন ৭৩ স্ট্রীট ৩৫ এভিনিউ, (আপনা বাজারের সামনেই) এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ কর্মজীবী পুরুষ ১জন, জুলাই মাস থেকে (বিল সহ ৫৬০ ডলার) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬ ৬৬৭ ৯০২০

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। জ্যাকসন হাইটস এলাকায় সাবওয়ের নিকটে মনোরম পরিবেশ জুলাই থেকে রুমমেট আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৪৫- ৯৩২৪.

রুমমেটঃ রুমমেট চাই। জ্যাকসন হাইটস/ সানিসাইডের সাবওয়ের সন্নিকটে ব্যাচেলারদের সাথে থাকার জন্য অধূমপায়ী, মদ্যপ নহে পরিচ্ছন্ন রুমমেট চাই। ৯২৯-৩২৮-৭০৭৯, ৬৪৬-৯৪৪-২২১২.

রুম ভাড়াঃ ১লা জুলাই হতে জ্যাকসন হাইটস এলমহার্স্ট হসপিটাল, এম ও আর সাবওয়ের সাথে একটি বড় বেডরুম সাবলেট দেয়া হবে। (স্বামী- স্ত্রী/ ছাত্রীর) কাছে। যোগাযোগঃ ৭১৮-৬৯৬-৭৬৮১, ৪৭৫-২০৯-০৩৯৪.

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়াঃ
ব্রঙ্কসের ৬ ট্রেন এর জেরেগা সাবওয়ের নিকটে মসজিদ, স্কুল ও মেডিকেল সেন্টার এর পাশে একটি ৩ বেডরুমের বাসা লিভিংরুম, ডাইনিং রুম, কিচেন ও বাথরুম সহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭- ৭৪৮-৮৭৪৫। সময়- সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা।

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: **917 863-9002.**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ
নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : **917-495-1391**
917-495-3908.

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়াঃ
ছোট পরিবারের সাথে থাকার জন্য হিলসাইড এভিনিউ ২২০ স্ট্রীট এ মাস্টার বেডরুম, সেপারেট বাথরুম এবং ফার্নিচারসহ কর্মজীবী মহিলা, স্টুডেন্ট অথবা স্বামী-স্ত্রীর নিকট ফেব্রুয়ারি ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেয়া হবে। বাস কিউ- ৪৩, কিউ-১, এন-২৪, কিউ-২৭, কিউ-৮৮। রেস্টুরেন্ট, গ্রোসারী সংলগ্ন। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৫৯৯-৮০৭৯.

বাসা ভাড়াঃ
১লা ফেব্রুয়ারি থেকে হি-লসাইড এফ ট্রেনের ২ ব্লকের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী অথবা ১/২ জন ব্যাচেলারের কাছে বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯৩৫-২৮৭০.

বাসা ভাড়াঃ
ইস্ট এলমহার্স্টে সুন্দর নিরিবিলি পরিবেশে বাস স্টপ ৪৭,৩৩, ১৯, ৬৯ এর খুবই সামনে লাক্সারী প্রাইভেট হাউজে ৩ বেডরুম, বিশাল লিভিংরুমসহ ৩য় তলা ভাড়া হবে। বাসা এখন থেকে রেডি আছে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৩৫৫-৫০৩৭.

বাসা ভাড়াঃ
উড হ্যাভেন ৮০ স্ট্রীট J ট্রেনের সাবওয়ের নিকটে 1st ফ্লোরে ১বেড, ১ লিভিং, কিচেন ও বাথরুমসহ মার্চ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৬০৭-৮১৬৮।

বাসা ভাড়াঃ
১৬১-৪৪, ৮৬ এভিনিউ জ্যামাইকা, হিলসাইড, ৩ বেডরুমের ১ম তলায় একটি বাসা ভাড়া হবে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে। পাশে সাবওয়ে এফ ট্রেন। যোগাযোগঃ ৭১৮-৬৮৭-৯৭৩৫ আলম, ৭১৮-৬৮৭-৯৩৮১ ফরিদা।

রুম ভাড়াঃ
১ অক্টোবর থেকে একটি বড় রুম ভাড়া দেয়া হবে. শুধুমাত্র একজন মহিলার/মেয়ের জন্য। জামাইকার হিলসাইড অ্যাভিনিউ এবং ১৮৭ রাস্তার কাছে। পাতাল রেল এবং সমস্ত বাস থেকে হাটার দূরত্ব। বিস্তারিত জানতে কল করুন: ৯১৭-৫৬১-২৭৪৫, ৯২৯-৬০৩-৬৬৯৬.

বাসা ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ১৭৭-২২, ১০৬ রোড, এক ব্লক দূরে বাস স্টপ এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে ১০/১২ মিনিট হাঁটার পথ। বাসার কাছেই মসজিদ। একটি তিন বেড, দুই বাথ, লিভিং রুম, কিচেন, ভাড়া দেয়া হবে। নভেম্বর মাস থেকে। মাসিক ভাড়া ৩০০০ ডলার (সব বিলসহ)। যোগাযোগ করুনঃ ৬৪৬-৩৩১-৫৬৫২.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার মান্নান গ্রোসারী ই ট্রেন হি লসাইড এবং টিলি পার্কের সন্নিকটে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫ ৪৮৪৬.

বাসা ভাড়াঃ
October থেকে 2 room full attic বাথরুম কিচেন। গ্যাস বিদ্যু ওয়াইফাইসহ বাংলাদেশি গ্রোসারী, মসজিদ ও F train subway এর নিকটে 187/91 avenue Jamaica ভাড়া হবে।
ফোনঃ ৯১৭- ৬৩৪-৪৮৬৫.

এপার্টমেন্ট ভাড়াঃ
উডসাইড, কুইন্স, নিউইয়র্ক এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ৩ বেডরুম, লিভিং এবং এক বাথরুম। যোগাযোগঃ সৌরভ: ৯২৯-৩৬৪-৬১৭৪, ৭১৮-২০৫-৯৬৩৬.

বাসা ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজের পাশে ই ট্রেন সংলগ্ন ২ বেডরুম ২ বাথ রুমসহ বাসা ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগঃ
৭১৮-৩৫০-৬৫৬৭, ৯২৯-৬০৬-৫১৩৪.

banglapatrikausa@gmail.com
সফলতার ২৮ বছরের বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
for More information Call: 718-482-9935

ডাক্তার পাত্রের জন্য পাত্রী চাই
৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড, সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য সরাসরি অথবা ঘটক যোগাযোগ করুন।
Email: hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850 866 9012

বাসা ভাড়া:
Queens G 3 bedrooms, 2 Full Bathrooms, Kitchen, Living Room mn Private house এর ৩ floor ভাড়া হবে। Q53, Q22, MQ16 Bus Ges A Train 1 ব্লক এর মধ্যে। ভাড়াটিয়া বিদ্যুৎ, রান্নার গ্যাস, গরম পানি, হিটিং বিল pay করবে। Section 8 এবং NYCHA program গ্রহণযোগ্য।
Address: 216 Beach 97 street, Rockaway Beach NY 11693.
যোগাযোগ : 347-635-0705.

বাসা ভাড়াঃ
১০৭-৪৬ গাই-আর ব্রিউয়ার বুলেভার্ড, জ্যামাইকা, ২ ফ্যামিলির বাসার ২য় তলার তিন বেড, প্রশস্ত কিচেন, লিভিং রুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে (ব্যাচেলার/ফ্যামিলি)। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৬৫৪-৬৫০২.

বাসা ভাড়াঃ
২৪৫ স্ট্রীট বেলরোজ কুইন্স এ সেমিবেসমেন্টে এক বেডরুমের বাসা (লিভিং / ডাইনিং, কিচেন) এবং প্রথম তলায় একটি সিঙ্গেল রুম ভাড়া হবে পহেলা আগস্ট হতে। LIRR 3 minutes walk. Parking available. Ph: 917-605-9315.

বাসা ভাড়াঃ
জ্যামাইকা পারসন্স বুলেভার্ড এলাকায় এফ ট্রেন এর ২ মিনিট হাঁটার দূরত্ব, ৩ বেডরুম এর বাসার একটি রুম/ শেয়ারে ভাড়া হবে। শুধুমাত্র পুরুষ ব্যাচেলারের জন্য।
যোগাযোগঃ 929-261- 9941.

বাসা ভাড়াঃ
রিচমন্ডহিল ৮৬ এভিনিউ ১২৭ স্ট্রীট ২য় তলা জুলাই ১ তারিখ থেকে ৩ রুম, কিচেন, ডাইনিং ১ বাথরুম সম্পূর্ণ নতুন ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩০২ ৭১৫৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে ১লা আগস্ট থেকে কুইন্স ভিলেজ ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে (ফ্যামিলি কেস) কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা, বাসার নিকেটঃ কিউ ২ এবং কিউ-৭৭ বাস। ১০১ এভিনিউ, ২০৮ স্ট্রীট কুইন্স ভিলেজ। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-৭২৯৫.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জুলাই মাস অথবা ১লা আগস্ট, ২০২৪ হতে স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন কর্মজীবী মহিলা- ৪৬৯ জর্জজিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২০৭। সাবওয়ে ৩ এবং এল ট্রেন। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২ ৩১৯০.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-
স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার।
ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫

House for rent: (1) Renovated 4 bed ,1 bathroom. (1) New 3 bed and 1 bathroom basement. Queen Village. 631-568-6061. Close to Bus or train.

House For Rent: October 1st 3 bedroom 1 bath For rent in 2nd floor one block away from Mosque & Grocery . Q6 bus 3 stop to Sutphin Blvd E train . zip code 11433 . Next to Fresh Farm Halal Supermarket.
Contact- 347-925-3356 or 929-542-6400.

House for rent :
3551 Rochambeau Ave, 2nd Floor, 3 Bedroom, Big Living Room eat in Kitchen, Bronx NY 10462. Call or text-718 690-4556, 631-337 6029.

Apartment for rent:
1 BDRM in Ozone Park near Woodhaven Blvd. 1st Fl, all included. Mul tiple Bachelors preferred $1,900, available immediately. 646-267-7919.

Apartment for rent:
2 bedrooms 1st floor or 3 bedrooms 2nd Floor with living room at 143 Street and 84th Drive, Briarwood, Walking distance to E/F train. Good Credit and income re quired. Contact 646 389-8259.

Apartment For Rent

3-bedroom apartment in private house in Jamaica near 177th St and Liberty Avenue available for rent.
Please contact Mojib at (347) 234-8295.

টিএলসি কার ভাড়াঃ টিএলসি ভাড়া হবে। লং টাইমের জন্য হাইব্রিড কার ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৭১৮- ২৪৯-৯৫২৫. টিএলসি গাড়ি ভাড়াঃ টিএলসি গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। হাইব্রিড হোন্ডা একরড ২০১৮। ভাড়া সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার। আগ্রহীগণ যোগাযোগ (৭১৬) ৮০০-৭৬২৩

ড্রাইভারঃ জ্যাকসন হাইটস ও উডসাইড এলাকায় র‍্যাভ-৪ ইয়েলো ক্যাব গাড়ির জন্য দিনের শিফটের জন্য একজন ড্রাইভার আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯২৯-২২৯-৬৮৩৬.
ড্রাইভারঃ TLC **বাৎসরিক চুক্তিতে, চারশত মাস করে, আগ্রহীরা নিম্নের নম্বরে যোগাযোগ করুন। মোবাঃ ৬৪৬-৭০৪-৫৭৪৯.**

অর্থ ও যশ জীবনের সব নয়

জাফর আহমাদ

অর্থ-সম্পদ, যশ, খ্যাতি মানুষের জীবনের সব নয়। এ গুলোর বাইরে আরেকটি মানবিক বিশ্ব আছে, যাকে টাকা. যশ-খ্যাতি দিয়ে মূল্যায়ণ বা পরিমাপ করা যায় না। সেটি হলো, মনের গিনা বা মনের ঐশ্বর্য। মনের ঐশ্বর্য হলো, বাস্তবে লোকটির কোন ধন-দৌলত, টাকা-পয়সা বিত্ত-বৈভব কিছু নেই কিন্তু মনের দিক থেকে সে ঐশ্বর্যশালী। অর্থাৎ তাকে আল্লাহ যে হালতে রেখেছেন তাতেই সে সন্তুষ্ট। সে কখনো খাই-খাই করেনা এবং কখনো কৃপণতাও করে না। এ ধরণের গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো মুখাপেক্ষী হয় না। কারণ তারা মনের দিক থেকে ঐশ্বর্যশালী। তাদেরকে মহান আল্লাহ এ গুণটি দান করেন। দুই হলো, মনের ঔদার্য অর্থাৎ দয়া-মায়া ও ভালবাসা। মানুষের প্রতি দয়া করা, মানুষকে ভালবাসা। মানুষের সুখে সে আনন্দিত হয়, মানুষের -দু:খে সে ব্যাথিত হয়।

এই গুণগুলো কেউ বাহু বলে লাভ করতে পারে না। মনের ঔদার্য ও ঐশ্বর্য আল্লাহর কাছে চাইতে হয়। এগুলো আল্লাহর এমন এক নিয়ামত যা আল্লাহর দয়া ও করুণায়ই কেবল কারো ভাগ্যে জুটতে পারে। রাসুলুল্লাহ সা: আল্লাহর কাছে তা প্রার্থণা করতেন। আব্দুল্লাহ রা:এর সুত্রে বর্ণিত। নবী সা: এ বলে দু'আ করতেন,"আল্লাহুম্মা ইন্নি আস আলুকাল হুদা ওয়াত তুকা ওয়াল আফাফা ওয়াল গিনা।"অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে চাই হিদায়াত, তাকওয়া সচ্ছলতা ও সংযম শালীনতা। (মুসলিম: ৬৭৯৭)

সুরা হাশরে ৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে " আর যাদেরকে অন্তরের কৃপণতা হতে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।" এই গুণের অধিকারীরা দৃষ্টি ও মনের সংকীর্ণতা, পরশ্রীকাতরতা এবং মনের নীচতা থেকে মুক্ত থাকে। স্বয়ং আল্লাহ তাদেরকে এই নীচতা থেকে মুক্ত রাখেন যা উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ বলেছেন। কৃপণ মানে বখিল, যে নিজের প্রয়োজন পূরণে বখিলতা করে কিন্তু এর সাথে যখন শুহ্ শব্দটি যোগ হয় তখন তা বখলী বা কৃপণতার চেয়েও ব্যাপক অর্থ বহন করে। এ ধরণের গুণ-বৈশিষ্ট্যের লোক নিজের প্রয়োজন তো পূরণ করেই না বরং অন্যের খরচ দেখেও সে হিংসা করে। সে অন্যের অধিকার স্বীকার করা এবং তা পূরণ করা তো দুরের কথা তার গুণাবলী স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করে। সে চায় দুনিয়ার সবকিছু সে-ই লাভ করুক। অন্য কেউ যেন কিছুই না পায়। নিজে অন্যদের কিছু দেয়া তো দুরের কথা, অপর কোন ব্যক্তি কিছু দেয় তাহলেও সে মনে কষ্ট পায়। তার লালসা শুধু নিজের অধিকার নিয়ে কখনো সন্তুষ্ট নয়, বরং অন্যদের অধিকারেও সে হস্তক্ষেপ করে, কিংবা অন্তত পক্ষে সে চায় তার চারদিকে ভাল বস্তু যা আছে সে নিজের জন্য দু'হাতে লুটে নিবে অন্য কারো জন্য কিছু রাখবে না। এ জন্য জঘন্য স্বভাব থেকে রক্ষা পাওয়াকে কুরআন মাজিদে সাফল্যের গ্যারান্টি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যারা ঔদার্য ও ঐশ্বর্য গুণের অধিকারী তারা এই জঘন্য স্বভাব থেকে মুক্ত। তা ছাড়া রাসুলুল্লাহ সা: এটিকে মানুষের নিকৃষ্টতম স্বভাব বলে গণ্য করেছেন যা বিপর্যয়ের উৎস। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমরের বর্ণনার ভাষা হলো, "তোমরা কৃপণতা থেকে নিজেকে রক্ষা করো। কারণ এটিই তোমাদের পূর্বের লোকদের ধ্বংস করেছে। এটিই তাদেরকে পরস্পরের রক্তপাত ঘটাতে এবং অপরের মর্যাদা হানি নিজের জন্য বৈধ মনে করে নিতে মানুষকে প্ররোচিত করেছে। এটিই তাদের জুলুম করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। পাপের নির্দেশ দিয়েছে তাই পাপ করেছে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে বলেছে তাই তারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে।"

ঈমান ও বখিলতা বা মনের সংকীর্ণতা কারো মধ্যে এক সাথে পাশাপাশি বিরাজ করতে পারে না। হযরত আবু হুরাইরা রা: বর্ণনা করেছেন যে, নবী সা: বলেছেন:" ঈমান ও মনের সংকীর্ণতা একই সাথে কারো মনে অবস্থান করতে পারে না।"(ইবনে আবী শাইবা, নাসাঈ) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা: বর্ণনা করেন, নবী সা: বলেছেন:"দুইটি স্বভাব এমন যা কোন মুসলমানের মধ্যে থাকতে পারে না। অর্থাৎ কৃপণতা দুশ্চরিত্রতা।"(বুখারী ফিল আদাব ও আবু দাউদ, তিরমিযি)

কিছু সংখ্যক ব্যক্তির কথা বাদ দিলে পৃথিবীতে জাতি হিসাবে মুসলমানরা আজো সবচেয়ে বেশী দানশীল ও উদারমনা। সংকীর্ণমনা ও কৃপণতার দিক দিয়ে যে সব জাতি পৃথিবীতে নজিরবিহীন সে সব জাতির কোটি কোটি মুসলমান তাদের স্বগোত্রীয় অমুসলিমদের পাশাপাশি বসবাস করছে। হৃদয়-মনের ঔদার্য ও সংকীর্ণতার দিকে দিয়ে তাদের উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। তা ইসলামের নৈতিক শিক্ষার অবদান। এ শিক্ষা মুসলমানদের হৃদয়-মনকে বড় করে দিয়েছে। রাসুলুল্লাহ সা: এই ধরনের মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ তৈরী করেছিলেন। যারা অর্থ, বিত্ত, বৈভব ও যশ-এর মধ্যে জীবনের সফলতা খোঁজ করেননি। নিম্নের হাদীসখানা থেকে আমরা তাঁর অনুসারীদের উন্নত মানসিকতা অনুমান করতে পারি।

আবু হুরাইরা রা: থেকে বর্ণিত, এক লোক নবী সা: এর খেদমতে এলো। তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে লোক পাঠালেন। তাঁরা জানালেন, আমাদের নিকট পানি ছাড়া কিছুই নেই। তখন রাসুলুল্লাহ সা: বললেন, কে আছ যে এই ব্যক্তিকে মেহমান হিসেবে নিয়ে নিজের সাথে খাওয়াতে পার? তখন এক আনসারী সাহাবী (আবু তালহা রা:) বললেন, আমি। এ বলে তিনি মেহমানকে নিয়ে গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, রাসুলুল্লাহ সা: এর মেহমানকে সম্মান কর। স্ত্রী বললেন, বাচ্চাদের খাবার ছাড়া আমাদের ঘরে অন্য কিছুই নেই। আনসারী বললেন, তুমি আহার প্রস্তুত কর এবং বাতি জ্বালাও এবং বাচ্চারা খাবার চাইলে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দাও । সে বাতি জ্বালাল, বাচ্চাদের ঘুম পাড়াল এবং সামান্য খাবার যা তৈরী ছিল তা উপস্থিত করল। বাতি ঠিক করার বাহানা করে স্ত্রী উঠে গিয়ে বাতিটি নিভিয়ে দিলেন। তারপর তারা স্বামী-স্ত্রী দু'জনই অন্ধকারের মধ্যে আহার করার মত শব্দ করতে থাকলেন এবং মেহমানকে বুঝাতে লাগলেন যে, তারাও সঙ্গে খাচ্ছেন। তাঁরা উভয়েই সারারাত অভুক্ত অবস্থায় কাটালেন। ভোরে যখন তিনি রাসুলুল্লাহ সা:এর নিকট গেলেন, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাদের গতরাতের কাণ্ড দেখে হেসে দিয়েছেন অথবা বলেছেন খুশি হয়েছেন এবং এ আয়াত নাযিল করেছেন। "তারা অভাবগ্রস্ত সত্ত্বেও নিজেদের উপর অন্যদেরকে অগ্রগণ্য করে থাকে। আর যাদেরকে অন্তরের কৃপণতা হতে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।"(সুরা হাশর-৯) বুখারী:৩৭৯৮, মুসলিম:২০৫৪)

প্রকৃতপক্ষে সংকীর্ণমনাদের দৃষ্টিতে নিজের ধন-সম্পদ, খ্যাতি ও যশই সাফল্যের চুড়ান্ত মানদণ্ড। তাই তারা সব সময় সম্পদ আহরণের নতুন নতুন ফন্দি-ফিকির করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক মনে করে। যাদের দুশ্যমান ধন-সম্পদ ও যশ-খ্যাতি নেই কিন্তু মনের দিক থেকে ঐশ্বর্যশালী তাদেরকে তারা বোকা মনে করে। কিন্তু যারা আল্লাহর কাছ থেকে অন্তরদৃষ্টি লাভ করেছে তাদের মতে এটা নেহাত নিবুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের মতে, মানুষ যা কিছু উপার্জন করবে, নিজের মাঝারী পর্যায়ের প্রয়োজন পূর্ণ করার পর সেগুলো প্রাণ খুলে সৎকাজে ব্যয় করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। দুনিয়ায় হাতে গোণা কয়েকদিনের জীবন প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় জনের তুলনায় হয়তো অনেক বেশী প্রাচুর্যের অধিকারী হতে পারে । কিন্তু মানুসের জন্য এই দুনিয়ার জীবনটাই সম্পূর্ণ জীবন নয়। বরং এটি আসল জীবনের একটি সামান্যতম অংশমাত্র। এই সামান্য ও ক্ষুদ্রতম অংশের সমৃদ্ধি ও স্বচ্ছলতার বিনিময়ে যে ব্যক্তি যে ব্যক্তি বৃহত্তম ও সীমাহীন জীবনের জন্য অসচ্ছলতা, দারিদ্র ও দৈন্যদশাকে কিনে নেয় সে বুদ্ধিমান এবং সে-ই প্রকৃত সফল ব্যক্তি। আর যে ব্যক্তি এই সংক্ষিপ্ত জীবনের সচ্ছলতা, যশ ও খ্যতির জন্য সীমাহীন জীবনের জন্য কিছুই করে না আসলে সে নিরেট বোকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আল্লাহ বিশ্বাসী ও দুনিয়া পূজারীর মানসিকতার দিন ও রাতের মতো পার্থক্য বিদ্যমান। দুনিয়া পূজারী নিজের প্রবৃত্তির আকাংখা পূর্ণ করার জন্য সবকিছু করে। কোন বৈষয়িক উদ্দেশ্য চারতার্থ করার ওপরই তার প্রবৃত্তির সুখ ও আনন্দ নির্ভর করে। এ উদ্দেশ্য লাভে সক্ষম হলেই সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। আর উদ্দেশ্য লাভে ব্যর্থ হলে সে ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। তারপর বস্তুগত কার্যকারণই প্রায় তার সমস্ত সহায় অবলম্বনের কাজ করে। সেগুলো অনুকুল হলে তার মনোবল বেড়ে যেতে থাকে। আর প্রতিকুল হলে সে হিম্মত হারাতে থাকে।

অন্যদিকে যারা আল্লাহ বিশ্বাসী মানুষ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই সবকিছু করে। এ কাজে সে নিজের শক্তি ও বস্তুগত উপায়-উপকরণের উপর ভরসা করে না বরং সে পুরোপুরি নির্ভর করে আল্লাহর সত্তার ওপর। সত্যের পথে কাজ করতে গিয়ে সে বিপদ-আপদের সম্মুখীন হলে অথবা সাফল্যের বিভিন্ন পর্যায়ে অতিক্রম করলে, উভয় অবস্থায় সে মনে করে আল্লাহর ইচ্ছায়ই পূর্ণ হচ্ছে। বিপদ-আপদ তার মনোবল ভাংতে পারে না। আবার সাফল্যও তাকে অহংকারে লিপ্ত করতে পারে না।



Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates | السعودية SAUDIA | الإتحاد ETIHAD AIRWAYS | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY 25th Anniversary 1990 2015

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorised IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন,
হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get 25% Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

MATRIMONIAL SERVICE
(NYC REGISTERED)



নিউইয়র্ক সিটির রেজিষ্টার্ড কাজী
নিউইয়র্ক যে কোন ব্যুরোতে
* শরীয়ত সম্মত বিবাহ পড়ানো হয়।
* প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের জন্য ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
Contact
QAZI ASHRAF HASAN
Phone: (929) 705 2645

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

NIGAR SULTANA
LICENSED REALESTATE AGENT
929-561-9226
TEXT NSL TO 85377 FOR DIGITAL BUSINESS CARD



ইজারা রিনিউ!

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কপচাতে ঠোটের কোনে ঘা বানিয়ে ফেলেছে! এতটুকু লজ্জাবোধ নাই, একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাস্টের ভাগ্য নির্দ্ধারণ করছেন ভিন দুই দেশের নেতারা! বাংলাদেশে একটা সরকার আছে, সংবিধান আছে, আঠার কোটী মানুষ আছে, তারা কোন গাবের বস্তা! দুই নেতায় বলে দিলেন আর বাংলাদেশ আবার একটা করদ রাজ্য হয়ে গেল! ওইসব মারানীর ছেলেদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে মোদী সাহেব দেশে ফিরে পরের দিনই সৈন্য পাঠিয়ে বাংলাদেশ দখল করে নেবে, শেখ হাসিনাকে কোলে করে নিয়ে গদীতে বসিয়ে দিয়ে আসবে!

কত বড় কামিনা টাইপের মানুষ এই বরাহ শাবকেরা। দেশপ্রেমের 'দ' নেই, পনের বছর খেয়েছে চেটেপুটে, দেশটাকে অন্যের হাতে তুলে দিয়েছে। এখনও আশায় আছে ভারত কবে বাংলাদেশ দখল করে নেয় আর তাদের হারানো স্বর্গরাজ্য ফিরিয়ে দেয়! এই হচ্ছে এদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা! ভাড়াটিয়া সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে মিঃ ট্রাম্পের কথাটা দ্ব্যর্থবোধক। উনি কোন অর্থে বলেছেন তা তিনিই ভাল জানেন। বাংলাদেশকে দেখভালের দায়িত্ব মিঃ মোদীর ওপর ন্যস্ত করেছেন, না ওই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য মোদী সাহেবকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন- যে যেভাবেই অনুবাদ করুন ব্যখ্যা করুন, বিষয়টা বাংলাদেশের জন্য কোন অবস্থায়ই মর্যাদাকর না। বাংলাদেশের ভাগ্য নির্দ্ধারন করবে এ দেশের জনগন। বাইরের কারও তা দেখভালের কোন দরকার নেই। এ নিয়ে কোন আলোচনাও অনাবশ্যক। যদি মিঃ ট্রাম্প আসলেই বাংলাদেশের ভার মিঃ মোদীর হাতে তুলে দেওয়া বুঝিয়ে থাকেন, প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিকের উচিত তার প্রতিবাদ করা। মিঃ ট্রাম্প তো বাংলাদেশের মালিক মোক্তার নন। তিনি এ দেশের ভার অন্যের হাতে তুলে দেন কিভাবে! সরকার এ ব্যপারে 'মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে ব্যখ্যা' চাইতে পারে। প্রফেসর ইউনুস স্পষ্ট করে বলতে পারেন বাংলাদেশের ভাগ্য নির্দ্ধারনে বাংলাদেশের জনগনই যথেষ্ট। বাইরের কোন খবরদারি আমাদের দরকার নেই। এ ধরনের মন্তব্য বাংলাদেশের মানুষের মনে আঘাত দেয়। যদিও আমার ধারনা মিঃ ট্রাম্প বিষয়টা সেভাবে বোঝান নাই। যেটা বুঝতে পেরেছেন মিঃ মোদী, যে কারনে তিনি কোন কথা বলেন নাই।

তবে বলিহারি আওয়ামী রাজনীতি! চুরি বাটপারি লুটপাট করতে করতে দেউলিয়াত্ব এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে এখন ভিন্ন এক দেশের নেতার নামে জয়ধ্বনী দিচ্ছে! ভারতীয়রা আমাদের চাইতে বেশ সভ্য। রাজনৈতিক দলগুলো দেশপ্রেমিক। ওরা দেশের রাজনীতি বিদেশের মাটীতে নিয়ে যায় না। দুনিয়ার অন্য কোন দেশে ভারতের কোন রাজনৈতিক দলের শাখা নেই। তাদের নেতানেত্রী বা সেলিব্রেটিরা গেলে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের ব্যনারে ঘরের ভেতর সম্বর্ধনার আয়োজন করে। দেশীয় স্টাইলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গলা ফাটায় না গুতাগুতি মারামারি করে না। যুক্তরাষ্ট্রেও সে দেশের কোন দলের কোন শাখা নেই। ক্ষমতাসীন বিজেপিরও নেই। সে অভাবটা এবার পুরণ করলো আওয়ামী লীগ! মিঃ মোদীর সফর উপলক্ষ্যে ওয়াশিংটন ডিসিতে শোডাউন করে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে! যেন মিঃ মোদীই তাদের নেতা, মিঃ মোদীর দলই তাদের দল! বাংলাদেশটা শুধুই তাদের একটা লুটপাটের আখড়া!

ছিঃ! এতবড় একটা ঐতিহ্যবাহী দল আজ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে!

দ্বৈত নীতির গ্যাঁড়াকলে নিউইয়র্কের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

উচ্চপদস্থ কর্মকরতা পদত্যাগও করেছেন। তবে জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের ২য় পদস্থ কর্মকর্তা জানিয়েছেন মেয়র এডামস প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ইমিগ্রেশান কর্মসুচী বাস্তবায়নে পুর্ণ সহযোগিতা না করলে মামলাটি পুনরায় সচল করা হতে পারে। ফলে ত্রিশংকু অবস্থায় পড়েছেন মেয়র এডামস।

এদিকে শুক্রবার মেয়র এরিক অ্যাডামসকে সাথে নিয়ে বর্ডার জার টম হোম্যান ফক্স নিউজের লাইভ সাক্ষাতকারে বলেন, "আমি নিউইয়র্কে এসেছি, খালি হাতে ফিরে যেতে চাইনি। এ শহরের নাগরিকদের নিরাপদে বসবাসের উপযোগী করতে চাই।"

তিনি অ্যাডামসকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "অবৈধদের বহিস্কারে কেউ যাতে বাধা হয়ে না দাঁড়ান। আমি আবার এখানে আসবো। তখন এরকম এক সোফায় বসবোনা। অফিসে গিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবো।"

আ. লীগ'র সুবিধাভোগী

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আগম অনেকেই নানা কারণে অর্থ সঙ্কটে ভুগছেন বলে জানা গেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সংশ্লিস্টরা জানান, সঙ্গত কারণেই যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকারীদের নাম-পরিচয় জানানো সম্ভব নয়। তবে তাদের অনেকেই নিউইয়র্ক সহ বিভিন্ন ষ্টেটে গোপন ঠিকানায় বসবাস করছেন। যাদের অধিকাংশই আগে থেকে পাওয়া ভিজিট ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প প্রশানের 'আন ডকুমেন্টেড অভিবাসীদের গ্রেফতার ও ডিপোর্ট' কর্মসূচীর ফলে অনেকেই ভয়-ভীতিতে জীবন যাপন করছেন।

সংশ্লিস্টরা জানান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিয়ন '৪০০' কোটি টাকার মালিক জাহাঙ্গীর আলম যুক্তরাষ্ট্রের গ্রীনকার্ড থাকায় তিনি শেখ হাসিনার সরকার পতনের মুখে দেশ ত্যাগ করে নিউইয়র্কে এসে আত্মগোপন করেন। যদিও তার পরিবারের সদস্যরা আগে থেকেই নিউইয়র্কে বসবাস করছিলেন। জাহাঙ্গীর আলম নিউইয়র্কের ওজনপার্ক ও বাফেলোতে নিরবে-নিভৃতে বসবাস করছেন বলে জানা গেছে। অতি সম্প্রতি তিনি 'এফিডেভিট' করার জন্য নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটে গেলে সেখান থেকে তিনি বিফল হন। পারত পক্ষে তিনি জনসমক্ষে আসছেন না।

অপরদিকে শেখ হাসিনার সরকারের প্রভবশালী একজন প্রেস মিনিস্টার যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা থাকায় নিউইয়র্কে এসে গোপনে বসবাস করছেন বলে জানা গেছে। অপর এক প্রেস মিনিস্টারও নিউইয়র্কে বসবাস করছেন। এছাড়াও দেশের প্রথম শ্রেনীর একটি পৌরসভার নির্বাচিত সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগ নেতাও নিউইয়র্কে নিরবে-নিভৃতে বসবাস করছে ন। এদের মধ্যে অনেকেরই দেশের বাসা-বাড়ীতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। ফলে তাদের পরিবার-পরিজনের সদস্যরা ঘর ছাড়া থাকায় দেশত্যাগীরা তাদের সাথে গোপনে যোগাযোগ করলেও কোন অর্থ আদান-প্রদানে কোন সহযোগিতা পাচ্ছেন না। ফলে তারা অর্থ সঙ্কটে ভুগলেও 'হুন্ডির' মাধ্যমে অর্থ লেন-দেন করছেন বলে জানা গেছে।

এদিকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে প্রবাসের অনেক আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা দেশত্যাগীদের নিজেদের বাসাবাড়ীতে অবস্থান করা নিরাপদ নয় ভেবে তাদের সাথে খুব একটা যোগাযোগ রাখছেন না। আবার কেউ কেউ কোন কোন ব্যক্তিকে আশ্রয় দিলেও টানা দীর্ঘদিন সেখানে না থেকে অন্যত্র থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন।

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন। আপনাদের মঙ্গলকর জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

জানুয়ারি ২০২৫ ভিসা বুলেটিন

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) জানুয়ারি ২০২৫ এর ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিম্নে জানুয়ারি ২০২৫ এর পারিবারিক ভিত্তিতে ভিসার প্রাপ্যতা উল্লেখ করা হলো। উল্লেখ্য যে, ফাইনাল এ্যাকশন ডেট বলতে সেই তারিখকে বোঝায় যখন ইউএসসিআইএস/ডিওস জমাকৃত আবেদনের উপর তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে। আপনাদের প্রায়োরিটি তারিখ হবে অবশ্যই এই তারিখের পূর্বে।

জানুয়ারি ২০২৫ এর ভিসা বুলেটিনের সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে পরিবার ভিত্তিক ভিসা ক্যাটাগরিতে খুব সামান্য অগ্রগতি হয়েছে।

ফ্যামিলি স্পন্সর প্রেফারেন্স

প্রথম: (এফ ১) ইউ এস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্রকন্যা নভেম্বর ২২, ২০১৫।

দ্বিতীয়: পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস স্বামী বা স্ত্রী সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র কন্যা।

এ, (এফ ২ এ): পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস স্বামী বা স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সের সন্তান: জানুয়ারি ১, ২০২২।

বি, (এফ ২ বি): পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত সন্তান ২১ বছর বা তদূর্ধ বয়সী। মে ২২, ২০১৬।

তৃতীয়: (এফ ৩): ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্রকন্যা: জুলাই ০১, ২০১০।

চতুর্থ: (এফ ৪): প্রাপ্ত বয়সী ইউএস সিটিজেনদের ভাই বোন। আগস্ট ০১, ২০০৭।

এ ব্যাপারে পারিবারিক এবং চাকুরী ভিসার বিষয়ে জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট এর ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

নিউইয়র্ক থেকে ম. হামিদের প্রশ্ন

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আমি এই বিভাগের একজন নিয়মিত পাঠক। আজ আমি আমার এবং আমার এক আত্মীয়ের জন্য দুটি বিষয় জানতে এই লেখাটি লিখছি। আমার পাঠানো দুটি প্রশ্নের মত প্রশ্ন এবং তার উত্তর পরেছিলাম। কিন্তু আজ আপনার পরামর্শ পেতে আবারো প্রশ্ন পাঠালাম। আশা করি উত্তর পাবো এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

আমার প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে: আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আমার আবেদনের প্রেক্ষিতে আমার স্ত্রী গ্রীন কার্ড নিয়ে এদেশে এসেছে। কিন্তু আমার স্ত্রী যে গ্রীন কার্ড পেয়েছে সেই গ্রীন কার্ডটি হচ্ছে কন্ডিশনাল গ্রীন কার্ড। তার এই কার্ডের মেয়াদ শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ প্রত্যাশা করছি।

আমার পাঠানো দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে:

আমি একজন গ্রীন কার্ডধারী। আমি রাজনৈতিক আশ্রয়ের কেসের মাধ্যমে গ্রীন কার্ড পেয়েছিলাম। বাংলাদেশ থেকে বৈধ ভিসা নিয়ে আসা একজনকে আমি বিয়ে করেছি। আমার স্ত্রীর এদেশে কোন বৈধ স্ট্যাটাস নেই। কিন্তু আমি জানিনা যে আমি আমার স্ত্রীর জন্য আবেদন করতে পারব কিনা। আমাকে কি অপেক্ষা করতে হবে আমার সিটিজেনশিপ লাভ করার আগ পর্যন্ত, নাকি আমি এখনই আমার স্ত্রীর জন্য আবেদন করতে পারবো ?

আমি ইমিগ্রেশন বিষয়ে তেমন কিছু জানি না। আমার পাঠানো দুটি প্রশ্নের জন্য পরামর্শ পেলে উপকৃত হব এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

ম. হামিদের প্রশ্নের উত্তর:



আপনার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আপনি একজন ইউএস সিটিজেন। আপনার মাধ্যমে আপনার স্ত্রী যে গ্রীনকার্ড পেয়েছে সেই গ্রীন কার্ড হচ্ছে কন্ডিশনাল গ্রীন কার্ড। অর্থাৎ আপনার স্ত্রী হচ্ছেন কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডধারী। অর্থাৎ বিয়ের ২ বছর পূর্ণ না হতেই যদি আপনার স্ত্রী গ্রীনকার্ড পেয়ে থাকেন তবে সেই গ্রীনকার্ড হচ্ছে কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড।

ইমিগ্রেশন নিয়ম অনুযায়ী কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডের মেয়াদ শেষ হবার আগেই ইমিগ্রেশনে ওই কন্ডিশন রিমুভ করার জন্য এবং পার্মানেন্ট কার্ড ইস্যু করার জন্য আবেদন করতে হয়। এ কারণে আপনার স্ত্রীকে তার কন্ডিশনাল কার্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তার কন্ডিশন রিমুভ করার জন্য আবেদন জানাতে হবে। পার্মানেন্ট গ্রীন কার্ড ইস্যু করার জন্য ফরম আই ৭৫১ ফাইল করতে হয়। সেখানে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে সই দিতে হয়। এবং যথাযথ ফিস দিতে হয়। আর স্বামী স্ত্রী একত্রে বসবাসের স্বপক্ষে বাড়ির লিজ, ইউটিলিটি বিলের কপি, ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, যৌথ ট্যাক্স রিটার্ন ইত্যাদি পেশ করতে হয়।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর:

আপনি একজন গ্রীন কার্ডধারী। ইমিগ্রেশন নিয়ম অনুযায়ী একজন গ্রীনকার্ডধারী তার স্ত্রী এবং অবিবাহিত সন্তানদের জন্য আবেদন করতে পারেন। রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন গৃহীত হবার পর বিয়ে করায় তার স্ত্রী সাধারন নিয়মে পড়বেন। অতিরিক্ত বেনিফিটের আওতায় পড়বেন না। স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এর ইন্টারভিউ এর জন্য উপযুক্ত হতে স্পাউসকে বৈধ প্রবেশদ্বারী হতে হবে এবং বৈধ স্ট্যাটাসধারী হতে হবে। পিটিশনার যদি ইউএস সিটিজেন হন এবং সন্তান মা-বাবা অথবা স্পাউসের গ্রীনকার্ডের জন্য ফাইল করতে চান, সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র বৈধ প্রবেশদ্বারী হলেই চলবে।

আপনি একজন গ্রীনকার্ডধারী সে কারণে যেকোনো সময় প্রয়োজনে আপনি এক বছরের জন্য এ দেশের বাইরে ভ্রমণে যেতে পারেন বিনা অনুমতিতে। মনে রাখবেন এক বছরের বেশি সময় অবস্থান করতে চাইলে অনুমতি নিতে হবে। উল্লেখ্য যে, রাজনৈতিক আশ্রয়ের কেসের মাধ্যমে গ্রীনকার্ড পেয়েছেন সে কারণে জরুরি না হলে নিজ দেশে বেড়াতে যাওয়া থেকে বিরত থাকাই ভালো ।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে যেকোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ এটর্নির সাথে পরামর্শ করা ভালো।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪ ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল:

kazmiandreeves@gmail.com

এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

নিউইয়র্কে ইফতার পার্টি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

রমজানের কালেন্ডার। পাশাপাশি ইফতার মাহফিল আয়োজনে বাঙালি কমিউনিটি সরব হয়েছেন। ইতোমধ্যে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল এর জন্য বুকিং চলছে রেষ্টুরেন্ট আর পার্টি হল।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৩ মার্চ সোমবার বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশন ভবনে।

কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৩ মার্চ সোমবার জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেষ্টুরেন্টে।

টাইম টেলিভশন ও বাংলা পত্রিকা'র বার্ষিক ইফতার মাহফিল আগামী ১৬ মার্চ রোববার এস্টোরিয়াস্থ ভ্যারাইটি বয়েজ এন্ড গার্ল স্কুলের ব্রকলী মিলনায়তনে এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে।

কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৭ মার্চ, সোমবার উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে।

প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নিউকো'র উদ্যোগে ৩ মার্চ এস্টোরিয়া ৩৬ এভিনিউর হ্যালো বাংলাদেশ ও ১০ মার্চ ব্রঙ্কসের ইউনিয়ন পোর্ট এর গোল্ডেন প্যালেসে পৃথক দুটি ইফতার মাহফিল আয়োজন করা হয়েছে।

এক স্লিপ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পরবর্তীতে সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত ট্রাম্পের উত্তর নানাভাবে উঠে এসেছে। যার অনুবাদ সঠিক ছিলো না। প্রশ্ন উঠেছে দেশ-বিদেশের মিডিয়াগুলো কি না বুঝেই উত্তরটা লিখেছেন, নাকি বাংলাদেশ প্রসঙ্গ বলেই 'ইচ্ছেকৃতভাবেই' কোন কোন মিডিয়া সংবাদটি বিকৃত করে প্রকাশ করেছে। নাকি 'কাট এন্ড পেষ্ট' করার কারনেই একাধিক মিডিয়ায় খবরটি সঠিকভাবে আসেনি। এমন নানা প্রশ্ন। প্রশ্ন উঠেছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ইরেজী ভাষার উত্তর বাংলায় অনুবাদ নিয়েও। অবশ্য এনিয়ে ঢাকার বহুল প্রচারিত ডেইলী স্টার পত্রিকা দু:খ প্রকাশ করেছে। তবে নিউইয়র্কের মিডিয়া সংশ্লিস্টদের অভিমত ট্রাম্প-মোদীর সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রসঙ্গের খবর নিয়ে 'সব মিলিয়ে দেশ-বিদেশের সাংবাদিকতার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে'।

১৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৫

নিউইয়র্কে মাতৃভাষা দিবস

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অপর্ণ করে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেস, নিউজার্সীর পেটারসন এবং কানাডার টরন্টো সহ উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন ষ্টেটে নির্মিত স্থায়ী শহীদ মিনারেও পুষ্পস্তবক অপর্ণ করে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে।

ইতিহাস বলে: ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী (১৩৫৮ বঙ্গাব্দের ৮ ফাল্গুন) দিনটিতে 'বাংলাকে' রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বাংলার (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) ছাত্র ও যুবসমাজসহ সর্বস্তরের মানুষ সে সময়ের শাসকগোষ্ঠীর চোখরাঙানি ও প্রশাসনের জারি করা ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজপথে নেমে আসে। মায়ের ভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে দুর্বার গতি পাকিস্তানী শাসকদের শঙ্কিত করে তোলে। সেদিন ছাত্র-জনতার মিছিলে গুলি চালায় পুলিশ। এ সময় সালাম, জব্বার, শফিক, বরকত ও রফিক গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন। সেই থেকে একুশে ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ অমর একুশে, মহান শহীদ দিবস হিনেবে পালিত হয়ে আসসে।

পরবর্তীতে প্রবাসী দুই বাংলাদেশীর আবেদনের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা (ইউনেসকো) ১৯৯৯ সালে মহান একুশের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'-এর স্বীকৃতি দেওয়ার পর থেকে সেই থেকে দেশে দেশে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়েও দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশ সোসাইটি: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের 'আমব্রেলা সংগঠন' হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটি অমর একুশে তথা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ২০ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সিটির উডসাইডের তিব্বতিয়া কমিউনিটি সেন্টারে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এদিন বিকেল ৪টা থেকে রাত ১২টা এক মিনিট পর্যন্ত চলবে অনুষ্ঠানমালা। সোসাইটির একুশের অনুষ্ঠানমালার মধ্যে রয়েছে: চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা (বিষয় উন্মুক্ত), কবিতা আবৃত্তি (বিষয় উন্মুক্ত) বয়স সীমা: ক গ্রুপ (৪-৯ বছর) এবং খ গ্রুপ (৯+ থেকে ১৫ বছর)। এছাড়াও থাকবে আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং অস্থায়ী শহীদ মিনারে একুশের প্রথম প্রহরে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। এই অনুষ্ঠান সফল করতে সোসাইটির কর্মকর্তা মোহাম্মদ মহিউদ্দিন দেওয়ানকে আহ্বায়ক, কামরুজ্জামান কামরুলকে যুগ্ম আহ্বায়ক, জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়াদীকে প্রধান সমন্বয়কারী, হাঝান খানকে সমন্বয়কারী, ডিউক খানকে সদস্য সচিব, আশ্রাব আলী খান লিটন ও মোহাম্মদ হাসান জিলানীকে যুগ্ম সদস্য সচিব করে সম্মিলিত একুশ উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানটি সফল করতে সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সকল প্রবাসীর সার্বিক সহযোগিতা ও অংশগ্রহন কামনা করেছেন।

নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন: অমর একুশে তথা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের ১৬টি জেলার সমন্বয়ে গঠিত নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ২০ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার ইকরা পার্টি হলে একুশের অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১২টা এক মিনিট পর্যন্ত চলবে অনুষ্ঠানমালা। এই অনুষ্ঠান সফল করতে ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা মোহাম্মদ রাকিবুজ্জামান খান তনুকে আহ্বায়ক, মোহাম্মদ আবু তাহেরকে প্রধান সমন্বয়কারী ও মোহাম্মদ শমসের আলীকে সদস্য সচিব করে একুশ উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানটি সফল করতে ফাউন্ডেশনের সভাপতি ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান, প্রধান উপদেষ্টা ডা. মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ ও সাধারণ সম্পাদক মোজাফফর হোসেন সকল প্রবাসীর অংশগ্রহন কামনা করেছেন।

এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সী, কানেকটিকাট, ক্যালিফোর্নিয়া, ফ্লোরিডা, টেক্সাস প্রভৃতি বাংলাদেশী অধ্যুষিত ষ্টেটগুলোতে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। অপরদিকে কানাডার টরন্টো ও মন্ট্রিয়লেও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

শেখ হাসিনার নির্দেশেই

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত, তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত বা জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সরকারের কোনো সত্যিকারের পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি।

কোটায় সীমিত ছিল না আন্দোলন

প্রতিবেদনে বলা হয়, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পেছনে কোটা একমাত্র কারণ নয়। এ জন্য বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে সুশাসন নিয়ে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ, কলুষিত রাজনৈতিক চর্চা, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে বঞ্চনার ক্ষোভের কথা বলা হয়েছে। ফলে ধর্ম ও পেশাজীবী মর্যাদানির্বিশেষে সত্যিকারের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে এ আন্দোলনে লাখো বাংলাদেশির মধ্যে নারী ও শিশুরাও অংশগ্রহণ করে।

হতাহতের সংখ্যা

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সরকারি ও বেসরকারি হিসাবের পাশাপাশি অন্যান্য সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১ হাজার ৪০০ মানুষ নিহত হয়ে থাকতে পারেন। তাঁদের বেশির ভাগই নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যবহৃত মারণাস্ত্র ও শটগানের গুলিতে নিহত হয়েছেন। হাজারো মানুষ গুরুতর ও চিরতরে আহত হয়েছেন। ১১ হাজার ৭০০-এর বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব ও পুলিশ। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ১২-১৩ শতাংশ শিশু। পুলিশসহ অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী শিশুদের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে 'টার্গেট কিলিং', ইচ্ছাকৃতভাবে পঙ্গু করা, নির্বিচার গ্রেপ্তার, অমানুষিক নির্যাতন ও নানাভাবে বল প্রয়োগ করেছে। আন্দোলনের শুরুতে নিরাপত্তা বাহিনী ও আওয়ামী লীগের সদস্যরা নারীদের ওপর হামলা করেছেন। এগুলো যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ছিল। এগুলোকে প্রতিশোধমূলক সহিংসতা বলেছে জাতিসংঘ।

জাতিসংঘের তথ্যানুসন্ধান দলের প্রতিবেদনে রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তুলে ধরা হয়েছে। সারা বিশ্বে আন্দোলনের প্রতীক হয়ে ওঠা আবু সাঈদের মৃত্যুর বিষয়টি নিয়ে নানা বিশ্লেষণ প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। পুলিশ গুলি করার সময় আবু সাঈদ যে নিরস্ত্র ছিলেন, প্রতিবেদনে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

সুপারিশে যা আছে

জাতিসংঘের অনুসন্ধান দলটি জবাবদিহি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত এবং সমস্যার মূল উৎস খুঁজে বের করতে ৫০টির মতো সুপারিশ করেছে। বলা হয়েছে, নিরপেক্ষভাবে কার্যকর, পক্ষপাতহীনতার সঙ্গে সব বিচারবহির্ভূত হত্যা ও গুমের ঘটনার তদন্ত করতে হবে। র‍্যাব ও এনটিএমসিকে বিলুপ্ত করার সুপারিশও করা হয়েছে। এনটিএমসিকে বিলুপ্ত করার সুপারিশ করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সংস্থাটি নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব করেছে।

অন্য সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে বাহিনীর কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ না থাকলে নিজ বাহিনীতে ফেরত পাঠানো; বিজিবি, ডিজিএফআইসহ গোয়েন্দা সংস্থার আইনি ক্ষমতার লাগাম টেনে ধরা; আনসার, বিজিবিকে সামরিক বাহিনী থেকে মুক্ত রাখা; অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে সামরিক বাহিনী অভ্যন্তরীণ যেকোনো পরিস্থিতিতে কতটা সময় কাজ করবে এবং মাঠে থাকবে, তা নিশ্চিত করা। মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আছে, এমন সব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী তদন্ত করা। জাতিসংঘের প্রতিবেদনে রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা হলে সত্যিকার বহুদলীয় গণতন্ত্রে ফেরার পথ রুদ্ধ হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক ভোটারকে ভোটাধিকার চর্চা থেকে বঞ্চিত করা হবে।

প্রতিবেদনে অবাধ ও সত্যিকারের নির্বাচনের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ভোটের আগে সব রাজনৈতিক দল যেন সমান প্রচারণার সুযোগ পায়। একই সঙ্গে নির্বাচনী প্রতিষ্ঠাগুলো যেন রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করতে পারে, সে বিষয়ও নিশ্চিত করতে হবে।

নিরাপত্তা ও বিচার বিভাগের সংস্কার

ন্যায়বিচার ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে জরুরিভিত্তিতে নিরাপত্তা ও বিচার বিভাগের সংস্কার করতে বলেছে জাতিসংঘ। বাংলাদেশের আইনি কাঠামোর সংস্কারের পাশাপাশি স্বাধীন ও পক্ষপাতহীন বিচার বিভাগ নিশ্চিত করার সুপারিশ করা হয়েছে। এ ছাড়া সর্বোচ্চ দণ্ড হিসেবে মৃত্যুদণ্ড বাতিলের কথাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

জুলাই-আগস্টে মানবাধিকার লঙ্ঘনে দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় আনতে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন আরও স্বাধীন ও পক্ষপাতহীন তদন্তের পরামর্শ দিয়েছে। কিছু ঘটনা লোকমুখে শোনা বা পুরোপুরি তথ্যউপাত্ত সংগ্রহে ঘাটতি থাকায় তথ্যানুসন্ধান দল আবার ওই সব ঘটনার তদন্তের পরামর্শ দিয়েছে।

মানবাধিকার লঙ্ঘন থামেনি

জাতিসংঘের তথ্যানুসন্ধান দলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে। পুলিশ এখনো আগের মতো ক্ষমতার অপব্যবহার করে যাচ্ছে। এখনো গণহারে করা মামলায় ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হচ্ছে এবং ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে। যদিও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিভিন্ন ধর্মীয় ও আদিবাসী গোষ্ঠীর ওপর হামলার সঙ্গে জড়িত থাকায় ১০০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তবু প্রতিশোধমূলক সহিংসতা এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর ওপর আক্রমণের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা এখনো দায়মুক্তি ভোগ করছেন।

জুলাইআগস্টের ঘটনাপ্রবাহের মামলায় কয়েক হাজার মানুষকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে ১ হাজার ১৮১টি ঘটনার তদন্ত চলমান। এতে অভিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ৯৮ হাজার ১৩৭। তাঁদের মধ্যে ২৫ হাজার ৩৩ জনের রাজনৈতিক পরিচয় রয়েছে। বিপুলসংখ্যক মানুষকে মামলায় আসামি করায় তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে অথবা গ্রেপ্তার করা হয়েছে; যদিও অনেকেরই এসব অপরাধের সঙ্গে কোনো সম্পৃক্ততাই নেই। জাতিসংঘ বেশ কিছু মামলা পর্যালোচনা করে দেখেছে যে চিহ্নিত আসামিদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে জনগণের চাপের মুখে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনের উদ্বেগের বিষয়গুলো অন্তর্বর্তী সরকার আমলে নিয়ে সম্প্রতি কিছু সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে। তবে সব উদ্বেগ আমলে নেওয়া হয়নি। এ আইনে মৃত্যুদণ্ড, আসামির অনুপস্থিতিতে বিচারের মতো বিষয়গুলোতে উদ্বেগ রয়েছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মানদণ্ড বজায় রেখে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হবে কি না, তা নিয়ে জাতিসংঘের উদ্বেগ রয়েছে।

প্রসঙ্গত, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই জুলাই ও আগস্টের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তদন্তের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তদন্তের অনুরোধ জানিয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ককে চিঠি লেখেন। এরপর টুর্ক একটি তথ্যানুসন্ধান দল গঠন করেন। জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রধান রুরি ম্যানগোভেনের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি অগ্রবর্তী দল গত বছরের ২২ থেকে ২৯ আগস্ট ঢাকা সফর করে। এরপর তদন্ত করার জন্য জাতিসংঘের মূল দল তথা তথ্যানুসন্ধান দল এক মাসের বেশি সময় বাংলাদেশে অবস্থান করে গত জুলাই-আগস্টের মানবতাবিরোধী অপরাধ, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডসহ ১৪ ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তদন্ত করে।

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'

For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, e-mail: azizbbn@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

ডক্টর আবুল কাসেমের মাতৃবিয়োগ



নিউইয়র্ক : চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলার মাইটভাংগা ইউনিয়নের কৃতি সন্তান, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, নাট্যকার, লেখক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি ডক্টর আবুল কাসেমের মা আনজুমান আরা বেগম বার্ধক্যজনিত কারণে গত ২৮ জানুয়ারী, মঙ্গলবার ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। বাংলাদেশ সময় রাত ৯.৩০ মিনিটে তিনি চট্টগ্রামে নিজ বাসভবনে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

এদিকে ডক্টর আবুল কাসেমের মায়ের ইন্তকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন পক্ষ থেকে সভাপতি প্রফেসর মোহাম্মদ সোলায়মান ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ বদিউল আলম গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমার মাগফেরাত কামনা এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

BANGLADESH SOCIETY, INC

86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Email: info@bangladeshsocietyinc.com • www.bangladeshsocietyinc.com

অমর একুশে International Mother's Language Day 2025

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

সম্মিলিত উদ্‌যাপন ২০২৫

আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান



তারিখ : ২০শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার
সময় : বিকাল ৪টা থেকে রাত ১২:০১ মিনিট (মধ্যে রাত)
স্থান : তিব্বতি কমিউনিটি সেন্টার
(৫৭-১২, ৩২ এভিনিউ, উডসাইড, নিউইয়র্ক)

সুধী,
'অমর একুশে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর অনুষ্ঠানমালায় আপনাদের সহযোগিতা ও উপস্থিতি একান্তকাম্য।

আমন্ত্রণে,

সম্মিলিত একুশ উদযাপন কমিটি ২০২৫

মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান
আহ্বায়ক
৯১৭-৫২৩-১৩৪৪

জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী
প্রধান সমন্বয়কারী
৭১৮-৭৩৭-২৭৪৮

ডিউক খান
সদস্য সচিব
৯১৭-৭৮৩-৫৪৯৯
আশাব আলী খাঁন লিটন
যুগ্ম-সদস্য সচিব
৯১৭-৪৯৭-২৮৩৯
মোহাম্মদ হাসান (জিলানী)
যুগ্ম-সদস্য সচিব
৯১৭-৯৭১-৭৭৯৩

কামরুজ্জামান কামরুল
যুগ্ম-আহ্বায়ক
৭১৮-৯৭১-৪৭৬৯

হাছান খান
সমন্বয়কারী
৩১৩-৩২৭-৯৪১৮

নিবন্ধন উপ-কমিটি

আবুল কালাম ভূঁইয়া (৯১৭-৮৯২-৭১৯৯), মফিজুল ইসলাম ভূইয়া (রুমি) (৩৪৭-৮৯৬-২৮০২)
জামিল আনসারী (৩৪৭-৮৩৩-১০২৮), হারুন উর রশিদ (৯১৭-৪৪৩-৭৮৩৮)

স্মরণিকা উপকমিটি

মো: আখতার বাবুল (৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩),মুনসুর আহমেদ (৯২৯-৯২০-৬০৫৬)

সাংস্কৃতিক উপকমিটি

অনিক রাজ (৯৩৪-৪৪৪-১৮৬৩), মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী (৭১৮-২১৯-৭৯৭৭), আবুল কাশেম চৌধুরী (৬৪৬-৫১০-৬২৪৫)

আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি, ৯১৭-২৯৪-০৯৭০

মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৩০২-০৪৪৩

মিডিয়া পার্টনার

TIME television | tv | iB TV USA

সাংস্কৃতিক পরিবেশনায়ঃ

বাংলা স্কুল (বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক)



নৃত্যাঞ্জলী, সুতিপা ও তার দল সহ প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী বৃন্দ

প্রতিযোগিতা

তারিখ: ২০শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার
সময়: বিকেল ৫টা
স্থান: তিব্বতি কমিউনিটি সেন্টার

চিত্রাঙ্কন ঃ বিষয় উন্মুক্ত
কবিতা আবৃত্তি ঃ বিষয় উন্মুক্ত

বয়স সীমা: ক. গ্রুপ (৪-৯ বছর)
ও খ. গ্রুপ (৯+ থেকে ১৫ বছর)

সহযোগী সংগঠনসমূহ

- বাংলাদেশ কনস্যুলেট, নিউইয়র্ক
- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকা
- শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন
- ডিপোমা ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ডিইএব) যুক্তরাষ্ট্র শাখা
- সিলেট এম.সি. এন্ড গভ: কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যুক্তরাষ্ট্র শাখা ও অঙ্গসংগঠন
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি) যুক্তরাষ্ট্র শাখা ও অঙ্গসংগঠন
- জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখা ও অঙ্গসংগঠন
- জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), যুক্তরাষ্ট্র
- বঙ্গমাতা পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র শাখা
- বাংলাদেশী স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা ইন্‌ক
- জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক
- বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইন্‌ক
- মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর এসোসিয়েশন ইন্‌ক
- চিটাগাং এসোসিয়েশন ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন ইন্‌ক
- জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি ইউ.এস.এ. ইন্‌ক
- ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ ইন্‌ক
- দোহার উপজেলা সমিতি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- সেনবাগ উপজেলা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
- নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইউ.এস.এ
- কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক ইউ.এস.এ.
- বাংলাদেশী আমেরিকান সোসাইটি
- নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অব ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- সিলেট গণদাবি পরিষদ ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- বাংলাদেশ আমেরিকান পোষ্টাল এ্যামপ্লয়িজ এসোসিয়েশন ইউএসএ ইন্‌ক
- জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী
- গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার
- বারী হোম কেয়ার
- রিল্যায়েবল হোম কেয়ার
- ইয়েলো সোসাইটি নিউইয়র্ক
- রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন ইন্‌ক, নিউইয়র্ক
- শাপলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন নিউইয়র্ক ইন্‌ক
- চাটখিল সোসাইটি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- ব্রাহ্মণবাড়িয়া সোসাইটি অব ইউ.এস.এ. ইন্‌ক
- নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব
- নারায়ণগঞ্জ ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক
- শেনবাগ সোসাইটি
- মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর এসোসিয়েশন ইন্‌ক
- বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউ.এস.এ. ইন্‌ক
- নিউইয়র্ক গোলাপগঞ্জ সোসাইটি ইন্‌ক
- মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইন্‌ক
- সুনামগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক
- ফেঞ্চুগঞ্জ অর্গানাইজেশন অব আমেরিকা ইন্‌ক
- যুক্তরাষ্ট্র হবিগঞ্জ সদস সমিতি ইন্‌ক
- এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইন্‌ক
- কুলাউয়া বাংলাদশী এসোসিয়শন অব ইউএসএ ইন্‌ক
- লাখাই উপজেলা এসোসিয়শন অব আমেরিকা ইন্‌ক
- ওসমানীনগর এসোসিয়শন অব আমেরিকা ইন্‌ক
- বালাগঞ্জ ওসমানীনগর প্রবাসী কল্যাণ সোসাইটি
- ছাতক সমিতি ইউ. এস. এ ইন্‌ক
- ভাটেরা এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইন্‌ক
- সিলেট দক্ষিণ সুরমা ইউনাইটেড ইউএসএ ইনক
- সিলেট সদর সোসাইটি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- ফাউন্ডেশন অব গ্রেটার জৈন্তা নিউইয়র্ক
- সিলেট সদর থানা এসোসিয়শন অব আমেরিকা ইন্‌ক
- প্রবাসী নরসিংদী জেলা সোসাইটি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সমিতি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- বগুড়া সোসাইটি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- প্রবাসী শরিয়তপুর সমিতি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইন্‌ক
- ডাউন টাউন বিজনেস এসোসিয়েশন
- নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতি
- পাবনা সমিতি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- প্রবাসী সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি ইউ এস এ ইন্‌ক
- গ্রেটার খুলনা সোসাইটি অব ইউ এস এ ইন্‌ক
- বাংলাদেশ আমেরিকান কার এন্ড লিমোজিন এসোসিয়েশন ইন্‌ক
- বাংলা ক্লাব নিউইয়র্ক ইন্‌ক
- সাতক্ষীরা জেলা সমিতি নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক
- মাদারীপুর জেলা সমিতি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক, ইন্‌ক
- লাঙ্গলকোট সোসাইটি ইউএসএ ইন্‌ক
- চাটখিল উপজেলা সোসাইটি ইউ এস এ ইন্‌ক
- সন্দীপ সোসাইটি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- নরসিংদী জেলা সমিতি ইউএসএ
- ঢাকা জেলা সোসাইটি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- মানিকগঞ্জ সমিতি নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক
- বাংলাদেশ-আমেরিকান ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি এসোসিয়েশন ইন্‌ক
- গ্রেটার লাকসাম ফাউন্ডেশন ইউএসএ ইনক
- কিশোরগঞ্জ ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন, নর্থ আমেরিকা
- জ্যামাইকা থিয়েটার
- কুষ্টিয়া জেলা সমিতি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- নিউ কার্ক ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি ইউ এস এ ইনক
- লক্ষীপুর ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- বৃহত্তর লাকসাম ফাউন্ডেশন যুক্তরাষ্ট্র
- শাপলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউএসএ
- নরসিংদী জেলা সমিতি ইউএসএ
- জামালপুর জেলা সমিতি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- প্রবাসী শেরপুর জেলা সমিতি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- দোহার ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি ইউএসএ
- গাইবান্ধা সোসাইটি অব আমেরিকা
- অভয় নগর সোসাইটি অব ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- পাবনা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইন্‌ক ইউ এস এ
- প্রবাসী সুরক্ষা আইন বাস্তায়ন কমিটি
- স্বপ্ন ফাউন্ডেশন

প্রচারে: **রিজু মোহাম্মদ,** প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক - ৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

CDPAP সার্ভিস নিয়ে

কোন চিন্তা করবেন না।



Bestcare
Home care, your care.

CDPAP অভিজ্ঞ কিছু লোক নিয়োগ দেওয়া হবে।
যোগাযোগ - (516) 731-7808



সকল সুযোগ সুবিধা পূর্বের মতোই থাকবে।

PPL & NYS DEPARTMENT OF HEALTH

এর অনুমোদিত আমরা আপনার হোম কেয়ার সার্ভিস দিতে পারবো।

আমরা বাংলায় কথা বলি

আজ এই যোগাযোগ করুন - (516) 731-7808

কোন প্রকার নার্স সার্টিফিকেট ছাড়া, বর্তমান ইনস্যুরেন্স পরিবর্তন না করে আগের মতোই একই বাসা থেকে আপনার প্রিয়জনের সেবা দিতে পারবেন।

এর জন্য আপনাকে **CDPAP** থেকে অন্য কোনো প্রোগ্রামে যেতে হবে না।

আমরা খুব সহজে ট্রান্সফার করে দিতে পারি। আপনার প্রিয়জনের সেবার মান যেন অক্ষুণ্ন থাকে, সে বিষয়ে আমরা সর্বদা যত্নবান।

3000 Hempstead Turnpike, Suite 205, Levittown, New York 11756 | Email: cdpap@bestcare.com

Nassau	Queens	Bronx	Staten Island	Suffolk	Manhattan	Brooklyn
50 Clinton Street Suite 201 Hempstead, NY 11550	30-00 Austin Street Lower Level 130 Forest Hills, NY 11375	4119 White Plains Road Bronx, NY 10466	60 Bay Street Suite 506 Staten Island, NY 10301	87 West Main Street Bayshore, NY 11706	200 W 26th St Suit 408, New York, NY 10010	1781 Flatbush Ave 2nd Floor Brooklyn, NY 11210



The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা

পথচলায় ২৯ বছর

www.banglapatrikausa.com

বর্ষ ২৯ : সংখ্যা ২২ : সোমবার, ফাল্গুন ০৪, ১৪৩১ / শাবান ১৭, ১৪৪৬

Vol. 29 Issue 22, February 17, 2025 USA.

Free in NY, Other State $1.

নিউইয়র্কে মাতৃভাষা দিবস পালনে নানা কর্মসূচি

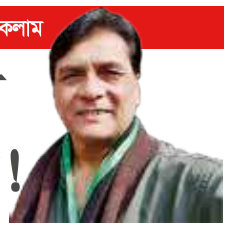


নিউইয়র্ক : আগামী শুক্রবার অমর একুশে, মহান শহীদ দিবস তথা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ৫২'র ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাতে দিনটি ঘিরে নিউইয়র্ক সহ উত্তর আমেরিকায় বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে নানা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এসব কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে: একুশের প্রথম প্রহরে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্মরণিকা প্রকাশ প্রভৃতি। নিউইয়র্ক সহ বিভিন্ন স্থানে অস্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণ করে সেখানে পুষ্পস্তবক

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

সাঈদ তারেকের কলাম

ইজারা রিনিউ !

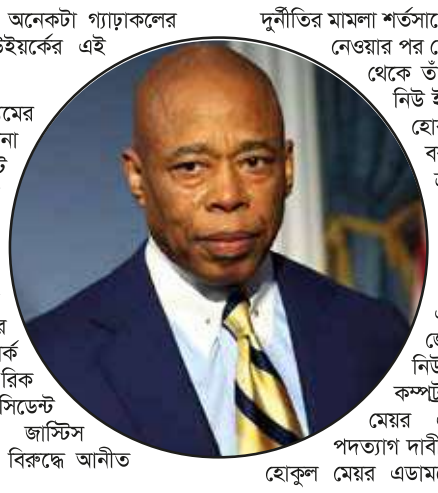


দ্বৈত নীতির গ্যাঁড়াকলে নিউইয়র্কের মেয়র !

ধরে নিলাম মি: ট্রাম্প ইজারা রিনিউ করে দিয়েছেন, তাতে এত আনন্দ উল্লাসের কি আছে! যদি তিনি সত্যিই তা বুঝিয়ে থাকেন, তা হবে একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশের জন্য অবমাননাজনক। ভেবে দেখুন কেউ যদি ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রনের ভার রাশিয়ার ওপর ন্যস্ত করে সে দেশের জনগন কিভাবে রিএ্যাক্ট করবে! এমনকি মালদ্বীপের মত ছোট্ট একটা দেশের দেখাশোনার দায়িত্ব যদি ভারতের ওপর ন্যস্ত করার প্রস্তাব করে, কি জবাব দেবে সে দেশের জনগন। অথচ ট্রাম্পের কথার পর বাঙালী পরিচয়ধারী কিছু সারমেয় ছানাকে দেখছি আনন্দে আটখানা হয়ে বগল বাজাচ্ছে! এরা আবার মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি! পনের বছর স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের বুলি কপচাতে

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: একদিকে নিজের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দূর্নীতির মামলা থেকে বাঁচতে নিজের দল ডেমোক্র্যাট এর বিপক্ষে গিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে সখ্যতা এবং অভিবাসন বিরোধী আইসের অভিযানে পক্ষে অবস্থান নিয়ে স্যাংকচুয়ারি সিটির নীতিমালা অগ্রাহ্য করে বিভিন্ন সময় নিজের অবস্থানের জানান দিয়ে নিজ দল ও নিউইয়র্কের ইমিগ্রেশন কমিউনিটির কাছে সমালোচনার পাত্র হয়ে ওঠেছেন সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস। আবার অপরদিকে অভিবাসন বিরোধী আইসের অভিযানে গ্রেপ্তারে স্পষ্ট সহযোগিতা না করার কারণে ট্রাম্প প্রশাসনের ক্ষোভের মুখেও পড়তে হচ্ছে মেয়র অ্যাডামসকে। আগামী মেয়র নির্বাচনে দলের মনোনয়ন না পেলে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দীতা করবেন এমনটা ধারণা নিউইয়র্কের বাসিন্দাদের। তাঁর এমন অস্পষ্ট অবস্থান ও দ্বৈত নীতির কারণে অনেকটা গ্যাঢ়াকলের মধ্যে রয়েছেন নিউইয়র্কের এই মেয়র।



বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানা গেছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাথে দৃশ্যত সখ্যতার কারণে এবং নিজ দল ডেমোক্রেটদের তোপের মুখে পড়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম নগরী নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক এডামস। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্দেশে জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট মেয়রের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির মামলা শর্তসাপেক্ষ প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর ডেমোক্রেটদের পক্ষ থেকে তাঁর পদত্যাগ কিংবা নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের গভর্ণর হোকুল কর্তৃক বরখাস্তের দাবী ক্রমশ: জোরদার হচ্ছে। ইতোমধ্যে কংগ্রেস সদস্য ওকাসিও কর্টেজ ও নিউ ইয়র্ক ষ্টেট এসেম্বলীম্যান জোহরান মান্দানী, নিউ ইয়র্ক সিটি কম্পট্রোলার ব্রাড লেন্ডার মেয়র এরিক এডামসের পদত্যাগ দাবী করেছেন। গভর্ণর হোকুল মেয়র এডামকে বরখাস্ত করার সম্ভাবনাকে নাকচও করেন নি তবে বলেছেন তিনি যা করবেন ভেবে চিন্তে করবেন। মেয়র এডামস অবশ্য পদত্যাগ কিংবা বরখাস্ত হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন তিনি সিটিবাসীর কলাণে তাঁর কাজ অব্যাহত রাখবেন।

তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ইমিগ্রেশান কর্মসুচী বাস্তবায়নে ঘোষিত স্যাংকচুয়ারী সিটি নিউ ইয়র্কের মেয়র হিসেবে দায়িত্বপালনরত এরিক এডামস সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরই মেয়রের বিরুদ্ধে আনীত ফেডারেল মামলাটি শর্তসাপেক্ষ প্রত্যাহার করা হয় এমনটি জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ইমিগ্রশ্যান জার টম হোরম্যান। মেয়র এডামসের বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের ৭ জন

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

ইমিগ্রেশন সংকটে করণীয় বিষয়ে বাংলাদেশ সোসাইটি'র পরামর্শ সভা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বর্তমান ইমিগ্রেশন সংকটে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের নিমিত্ত বৈধ কাগজপত্রবিহীন বাংলাদেশিদের সহযোগিতার জন্য নিউ ইয়র্ক 'বাংলাদেশ সোসাইটি'র গৃহীত পদক্ষেপের অংশ হিসেবে গত ১০ ফেব্রুয়ারি সোমবার জ্যাকসন হাইটসে নবান্ন পার্টি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে এক পরামর্শ সভা। বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর সঞ্চালনায় সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সোসাইটির সিনিয়র ভাইস

বাকি অংশ ১৮ পৃষ্ঠায়

আ. লীগ'র সুবিধাভোগী দেশত্যাগীরা যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ সংকটে

বিশেষ প্রতিনিধি: ছাত্র-জনতার গণ আন্দোলনে ক্ষমতাচ্যুত ও দেশত্যাগী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের সুবিধাভোগীদের অনেকেই রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের আগে-পরে দেশ ত্যাগ করে যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আত্মগোপন করেছেন। এদের অধিকাংশই ভারতে অবস্থান করছেন। আওয়ামী লীগ সরকারের সুবিধাবাদী দেশত্যাগীদের মধ্যে জনপ্রতিনিধি ও দলীয় নেতা ছাড়াও প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাও রয়েছেন। তাদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে

টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা'র ক্বিরাত প্রতিযোগিতা শুরু



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: আসন্ন পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে গেলো বছরের ধারাবাহিকতায় এবছরও বর্ণাঢ্য আয়োজনে টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা'র কোরান তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এই প্রতিযোগিতার দুই গ্রুপে নিউইয়র্কের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় শতজন ছেলে-মেয়ে প্রতিযোগী অংশ নেয়। রোববার (১৬ ফেব্রুয়ারী) দিনব্যাপী টাইম টিভি'র স্টুডিওতে প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ডের পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা আহমেদ আবু সুফিয়ানের উপস্থাপনায় এতে বিচারক ছিলেন মওলানা শেখ ওমর ও ওস্তাদ রাহাত ইকবাল। এদিকে প্রতিযোগিতার মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়।

টাইম টিভি'র স্টুডিওতে আয়োজিত অনাড়ম্বর এই পর্বে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের প্রতি শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন টাইম টিভি'র সিইও এবং বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক আবু তাহের। এসময় কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ও অভিভাবকরা তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন।

প্রতিযোগিতা চলাকালে কমিউনিটির উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহীম হাওলাদার, ব্রুকলীনের বায়তুল জান্নাহ ও ইসলামিক সেন্টার মসজিদের সভাপতি মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সহ সভাপতি শেখ সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশী আমেরিকান এডভোকেসী গ্রুপের সভাপতি জয়নাল আবেদীন, সাংবাদিক দিদার চৌধুরী, শাহানাজ ইসলাম মুন্নী, আব্দুল কাদের সহ প্রতিযোগীদের মা-বাবা ও

বাকি অংশ ২ পৃষ্ঠায়

'রাইজ আপ নিউইয়র্ক সিটি'র সমাবেশ

কমিউনিটির কল্যাণের অঙ্গীকার সিটি মেয়র প্রার্থীদের

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্ক সিটির আসন্ন নির্বাচনে বিভিন্ন পদ ও আসনে সম্ভাব্য প্রার্থী ও প্রতিদ্বন্দ্ব দের নিয়ে সমাবেশ করেছে 'রাইজ আপ নিউইয়র্ক সিটি'। গত ৭ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যঅয় উডসাইডের গুলশান টেরেস মিলনায়তনে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে

বাকি অংশ ১৫ পৃষ্ঠায়

রমজানে রেষ্টুরেন্ট-পার্টি হল অগ্রিম বুকিংয়ের ধুম

নিউইয়র্কে ইফতার পার্টি আয়োজনে সরব কমিউনিটি

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: পবিত্র শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১ মার্চ শনিবার থেকে নিউইয়র্ক তথা উত্তর আমেরিকায় পবিত্র রমজান শুরু হচ্ছে। পবিত্র রমজানকে সামনে রেখে উত্তর আমেরিকার ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছেন। চলছে রমজান মাসের প্রয়োজনীয় কেনাকাটা, বিভিন্ন মসজিদ আর ইসলামিক সেন্টার থেকে প্রকাশ করা হচ্ছে

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

এম কামাল



এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসেবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন- তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবে। এ ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তারাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে (শেষ পাতার পর) পরিণত করতে পারে না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত সাধারণত যোগাযোগ কম, আশ্বাস প্রদান, বাড়ি

এরপর দেখুন পৃষ্ঠা ॥ ২৬

এক স্লিপ



সালাহউদ্দিন আহমেদ: অবশেষে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে বৈঠক হলো। গত ১৩ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউজে দুই নেতার বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনও করেন। 'দুই বন্ধু'র সংবাদ সম্মেলনে ভারতীয় এক সাংবাদিকের বাংলাদেশ ঘিরে প্রশ্ন করা এবং সেই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে দেশ-বিদেশের নানা মিডিয়ায় নানা কথা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের ইত্তরে ট্রাম্প বলেন- 'তবে বাংলাদেশের বিষয় আমি প্রধানমন্ত্রীর (নরেন্দ্র মোদী) ওপর ছেড়ে দেব' বলে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে এ বিষয়ে বলার জন্য ইশারা দেন ট্রাম্প। এরপর নরেন্দ্র মোদী জবাব দিতে গিয়ে ইউক্রেনে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ভারতের অবস্থান তুলে ধরলেও বাংলাদেশ বিষয়ে কোনো কথা বলেননি।

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়







Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169Fax: 718 482 9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com